চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 83 Wednesday, 22 February, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ৮৩ সংখ্যা ✻ ৯ ফাল্গুন, ১৪২৯, বুধবার, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

বন্ধ ঘরে একে একে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হলেন পরীক্ষকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় নজিরবিহীন পদক্ষেপ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। চাকরির জন্য যাঁদের কাছে ইন্টারভিউ দিতে হয়, সেই পরীক্ষকদের আদালতে ডেকে একে একে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন বিচারপতি নিজে। বন্ধ ঘরে মঙ্গলবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এমন ৩০ জন পরীক্ষককে। কলকাতা হাইকোর্টের ইতিহাসে এমন ঘটনা নজিরবিহীন বলে মনে করছেন অনেকেই। আইনি ও সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিচারপতি এই কাজ করেছেন বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। মূলত অ্যাপ্টিটিউট টেস্ট নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল। তার ভিত্তিতেই এই মামলা হয়। ২০১৪ সালের প্রাথমিকের প্রার্থীদের ইন্টারভিউ এবং অ্যাপ্টিটিউট টেস্ট যাঁরা নিয়েছিলেন, তাঁদেরই এদিন তলব করা হয়েছিল। একদিনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল ৩০ জনকে। আজকের এই জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে উপস্থিত ছিলেন না হাওড়ার পরীক্ষকরা। মঙ্গলবার সকাল ১১ টা ৪৫ মিনিট নাগাদ শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব। এই ৩০ জনকে এদিন প্রথমে বসানো হয় হাইকোর্টের সার্ধ-শতবার্ষিকী ভবনের ন’তলার অডিটোরিয়ামে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তলের রেজিস্ট্রার লাউঞ্জে। জিজ্ঞাসাবাদ শুরুর ১০ মিনিট আগে ন’তলার অডিটোরিয়ামে যান বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানে বিচারপতি পরীক্ষকদের বলেন, ‘‘ভয়ের কোনও কারণ নেই, ইন্টারভিউ এবং অ্যাপ্টিটিউট টেস্ট নিয়ে কিছু প্রশ্ন করা হবে, যে যা জানেন সত্য বলবেন, তারপর বেরিয়ে যাবেন।’’ এরপর অডিটোরিয়াম ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে আটতলায় নেমে রেজিস্ট্রার লাউঞ্জে প্রবেশ করেন বিচারপতি। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক তালিকা মিলিয়ে একজন একজন করে পরীক্ষককে ডেকে পাঠানো হয়। কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পরে একে একে নীচে নেমে যান ও আদালত ছাড়েন তাঁরা। মামলাকারী চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, ২০১৪-র টেটের ভিত্তিতে ২০১৬ সালে যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় সেখানে অনেক ক্ষেত্রে অ্যাপ্টিটিউট টেস্টই নেওয়া হয়নি। পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে নম্বর বিতরণ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। তার ভিত্তিতেই এদিনের এই জিজ্ঞাসাবাদ। এই প্রসঙ্গে আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘বিচারপতি আর্টিকেল ২২৬ এর ক্ষমতা প্রয়োগ করতেই পারেন। আইন অনুযায়ী সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন তিনি। সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই কাজ করতে পারেন।’’ আর এই মামলার ক্ষেত্রে বিচারপতির এই পদক্ষেপের কারণে সত্য উদঘাটন সহজ হবে বলে মনে করছেন তিনি।

শুভাপ্রসন্নর আপত্তি ‘পানি-দাওয়াত’ নিয়ে

ভাষা দিবসের মঞ্চেই বিরোধিতা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ মাতৃভাষা দিবসের মঞ্চে শিল্পী শুভাপ্রসন্ন দু’টি এমন শব্দ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন তাতে উপস্থিত অনেকের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। অভিব্যক্তি দেখে এও বোঝা গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অসন্তুষ্ট। তারপর মুখ্যমন্ত্রী নিজের বক্তৃতার সময়ে নাম করে শুভাপ্রসন্নর বক্তব্যের বিরোধিতা করলেন। এও বুঝিয়ে দিলেন, শুভাপ্রসন্ন যে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাষার প্রসারের কথা বলছেন তাতে একমত নন মমতা। এদিন শুভাপ্রসন্ন বলেন, ‘‘বহু কারণে বাংলা ভাষায় সাম্প্রদায়িকতার ছাপ পড়ছে। আমরা বাংলা ভাষায় পানি ব্যবহার করি না। আমরা দাওয়াত দিই না। ভাবতে হবে কোন ভাষা আমাদের।’’ সন্দেহ নেই পানি ও দাওয়াত শব্দ দু’টি সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ। কলকাতা ছাড়িয়ে জেলায় গেলেই সংখ্যালঘু অংশের বাঙালি মানুষ জলকে পানিই বলেন। তাঁরা অতিথিকে নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী আপ্যায়নকে দাওয়াত বলেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিক্রিয়া হয়েছে শুভাপ্রসন্নর ওই কথায়। বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে মমতা স্পষ্ট করে দেন তিনি শুভাপ্রসন্নর কথায় একমত নন। বরং তাঁর বিরোধিতা রয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষ জলকে পানি বলেন। তাঁরা ওই ভাষাকে ধরে রেখেছেন। তাঁরা অতিথিসেবাকে দাওয়াত দেওয়া বলেন।’’ সেইসঙ্গে এও বলেন, ‘‘যদি উদার মন নিয়ে এগুলোকে গ্রহণ না করা যায় তাহলে ভাষার প্রসার হবে না।’’ বাংলায় এমন অসংখ্য শব্দ রয়েছে যা বাংলার নয়। সংস্কৃত বা অন্য কোনও শব্দের অপভ্রংশ হয়ে বাংলা শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। তা ছাড়া এই সময়ে ভাষার যে বিবর্তন হয়েছে, বাংলা বাক্য গঠনের যেভাবে ধারা বদল হয়েছে তা নিয়ে গত দু’দশক ধরেই চর্চা চলছে। মমতা সার্বিক সেই প্রেক্ষাপটের কথা তুলে ধরে বাজারের চাহিদার বাস্তবতার কথাও তুলে ধরেন।

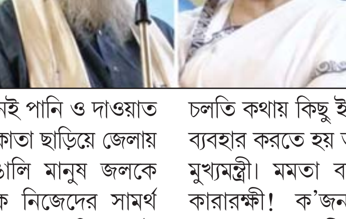

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বাংলা সিরিয়ালে হিন্দি গানের উদাহরণ টানেন। তিনি বলেন, ‘‘আজকে বাংলা সিরিয়ালগুলো দেখুন না। সেখানে হিন্দি গান ব্যবহার করা হচ্ছে। কেন? কারণ মার্কেট চাইছে।’’ আবার চলতি কথায় কিছু ইংরাজি শব্দও যে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করতে হয় তার বাস্তবতার কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, ‘‘এখন আমি যদি বলি কারারক্ষী! ক’জন বুঝবেন? কিন্তু যদি বলি জেলখানার রক্ষী তাহলে সবাই বুঝবেন।’’ পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, শুভাপ্রসন্ন বাংলা ভাষাকে কলকাতার শহুরে বিদ্বজ্জনদের ভাষা হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কার্যত উল্টোপথে হেঁটে মমতা বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকতার পক্ষে সওয়াল করেছেন। যা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত অনেকের। কলকাতা তথা বাংলায় বসবাসকারী অবাংলাভাষীরা যেভাবে বাংলা বলেন তারও প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

‘কোনও বনধ হবে না’

শিলিগুড়ি থেকে বিনয়দের কড়া বার্তা মমতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ কোনও বনধ হবে না। বনধ সমর্থন করা হবে না। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম থেকে বিনয় তামাংদের এমনই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। ফলে সেদিন কোনও বনধ সমর্থন করা হবে না এবং নির্দেশ অমান্য করলে প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ করবে বলে এদিন স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে ‘বঙ্গ ভঙ্গ হবে না’ বলেও এদিন কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান থেকেই গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে বিনয় তামাংয়ের পাহাড় বনধের ডাক খারিজ করে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না করে বিনয় তামাংদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বনধ করলে আমরা বনধ সমর্থন করব না। ২৩ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমি নির্দেশ দিচ্ছি, যদি কেউ বঙ্গভঙ্গ নিয়ে আন্দোলন করতে যান, তা মেনে নেওয়া হবে না।’’ একইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে। কিন্তু, আইন মেনে চলতে হবে। কেউ

আইন হাতে নিলে সরকার তাঁকে রেয়াত করবে না, সে যে-ই হোক।’’ তৃণমূল সরকার যে কোনওভাবে বনধ সমর্থন করে না, তা গত ১১ বছরে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি বলেন, ‘‘বনধ সমর্থন করি না- এটা আমাদের নীতি, ১১ বছরে এটা দেখিয়ে দিয়েছি। আমি শুনেছি, মাঝেমধ্যে পাহাড়ে কেউ-কেউ জাগে। উন্নয়নের জন্য নয়, কী ভাবে বন্ধ করা যায়, অশান্তি করা যায়, তার জন্য জাগে। কিন্তু, কেউ আইন হাতে নিলে, মানুষ বিপদে পড়লে সরকার তাঁকে রেয়াত করবে না, সে যে-ই হোক।’’ বনধ বরদাস্ত না করার পাশাপাশি বঙ্গভঙ্গও হবে না বলে এদিন সাফ জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলিগুড়িতে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে নাম না করে বিনয় তামাংকে এব্যাপারে সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমরা যেমন বনধ সমর্থন করি না, কলকারখানা বন্ধ করা পছন্দ করি না। তেমনই মনে রাখবেন, আমরা বঙ্গ ভঙ্গ করতে দেব না। আজ ভাষা দিবসে সব ভাষা-ভাষীদের কাছে একটাই শপথ, একটাই অঙ্গীকার- বঙ্গ ভঙ্গ করতে দেব না।’’ এদিন সব ধর্ম, সব ভাষা নিয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলারও বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। এপ্রসঙ্গে এদিন ফের এনআরসি, সিএএ করতে দেবেন না বলেও দাবি জানান তিনি। এ দিনও মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে কোনও ফারাক নেই। মমতা বলেন, ‘‘আমাদের সরকার মানবিক এর সরকার। আমি উত্তরবঙ্গকে ভালবাসি। মাসে একবার করে তো আসি। আমি ভীষন ভালবাসি আপনাদের। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্য কোনও পার্থক্য নেই।’’

পাহাড়ে বনধের হুঁশিয়ারি, জ্বর-সর্দির প্রকোপ মাধ্যমিক নির্বিঘ্নে করতে কী ব্যবস্থা?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষার সময় সর্দি-কাশি, জ্বরের উপদ্রপ শুরু হয়েছে। এই ধরনের জ্বর সংক্রামক বলে চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন। তাই এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বিশেষ বন্দোবস্ত করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এছাড়া পরীক্ষায় জালিয়াতি ঠেকাতে প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। যা এবারে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যে আবার পরীক্ষার প্রথন দিন পাহাড় বনধের ডাক দেওয়ায় উদ্বেগে পাহাড়ের

জানাল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

গঙ্গোপাধ্যায় জানান, এবছর মোট ৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭২৪ জন ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। মোট ২ হাজার ৮৬৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রেই নজরদারির বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে সিসিটিভি বসানো হচ্ছে। পর্ষদ সভাপতির কথায়,

পরীক্ষার্থীরা। তবে তাঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং বিনয় তামাং তাঁকে এব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন বলে সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন মাধ্যমিক পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য মাধ্যমিক পর্ষদের তরফে কন্ট্রোল রুম খোলা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে পর্ষদ সভাপতি রামানুজ

‘‘১০০ শতাংশ পরীক্ষাকেন্দ্রে সিসিটিভি থাকছে। ইতিমধ্যে ২,৭৯০ থেকে ২,৭৯৫টি কেন্দ্রে সিসিটিভি বসানো হয়েছে। বাকি কেন্দ্রগুলিতেও বসানো হচ্ছে। যে স্কুলগুলি সিসিটিভি বসাতে পারেনি, তাদের জন্য জেলা প্রশাসনের তরফে ব্যবস্থা করছি।’’ এছাড়া বর্তমানে যেভাবে সকলের মধ্যে সর্দি-জ্বর হচ্ছে, তার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে সিক রুম-এর ব্যবস্থা থাকবে

জানিয়ে পর্ষদ সভাপতি বলেন, ‘‘যেভাবে জ্বর বা শারীরিক অসুস্থতা বাড়ছে, তাতে আমরা বাড়তি ব্যবস্থা রাখছি। প্রতিটি কেন্দ্রে সিক রুম-এর ব্যবস্থা করছি। এব্যাপারে প্রশাসনের সঙ্গেও কথা বলা হয়েছে।’’ এছাড়া আদালতের নির্দেশে ইতিমধ্যে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে। ফলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় নজরদারির ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এপ্রসঙ্গে পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী মোট ৬২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা বিচারাধীন রয়েছেন। কিন্তু, তাঁদের মাধ্যমিক পরীক্ষার ডিউটি দেওয়া হবে কি না সেটা নিয়ে কোনরকম পলিসি ঠিক হয়নি। আদালত থেকেও কোনরকম নির্দেশ আসেনি। তাই আমরা এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। তবে আগামীকাল পর্যন্ত সময় রয়েছে। সেখানে কী করা যায় দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, আদালতের নির্দেশ অনেক গ্রুপ ডি কর্মীর চাকরিও বাতিল হয়েছে। ফলে অনেক স্কুলেই বর্তমানে গ্রুপ ডি কর্মী নেই। সেক্ষেত্রে যে কেন্দ্রগুলিতে গ্রুপ ডি কর্মী নেই, সেগুলির পার্শ্ববর্তী স্কুল থেকে গ্রুপ ডি কর্মী নিয়ে এসে কাজ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়।

সমুদ্রে তলিয়ে যাবে মুম্বই, ঢাকা! ভয়ানক রিপোর্ট এল সামনে, কলকাতার কী হবে!

মুম্বই, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ ওয়ার্ল্ড মিটিওরোলজিকাল অর্গানাইজেশন (ডব্লিউএমও) এক প্রতিবেদনে সতর্ক করে জানিয়েছে, সারা বিশ্বে সমুদ্রের জলস্তর দ্রুত বাড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে বিশ্বের বড় বড় শহরগুলি সমুদ্রে তলিয়ে যেতে পারে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুম্বই, ঢাকা, সাংহাই, লন্ডন, নিউইয়র্কসহ বিশ্বের একাধিক বড় শহরের তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ডব্লিউএমও প্রতিবেদনে জানিয়েছে, পৃথিবীতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির আশঙ্কা ধ্বংসের সতর্কবার্তা দিচ্ছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং সমুদ্রের স্তর বাড়ার ফলে ভয়ঙ্কর দুর্যোগের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্ব উষ্ণায়ন যদি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তা হলে আগামী দুহাজার বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা দুই থেকে তিন মিটার বাড়বে। এমনকী গ্লোবাল ওয়ার্মিং ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত থাকলেও সমুদ্রের জলস্তর ৬ মিটার পর্যন্ত উঠবে। বিশ্ব উষ্ণায়ন ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে ২০০০ বছরে সমুদ্রের জলস্তর ১৯ থেকে ২২ মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং দেড় থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলেও সমুদ্রের জলের উচ্চতা এতটাই বাড়বে যে বেশ কিছু দেশে খাদ্য সংকট দেখা দেবে। সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ও প্রতিটি শহরের অস্তিত্বই সংকটের মুখে পড়তে পারে। তবে এই রিপোর্টে কলকাতা নিয়ে কোনও সতর্কতা নেই। ভারতের মুম্বই, মিশরের কায়রো, থাইল্যান্ডের ব্যাংকক, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, ইন্দোনেশিয়ার শহর জাকার্তা, চিনের শহর সাংহাই, ডেনমার্কের কোপেনহেগেন, ব্রিটেনের লন্ডন, আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস এবং নিউইয়র্কের বিপদ হতে পারে। আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরেস এবং চিলির সান্তিয়াগো সহ প্রতিটি মহাদেশের বড় শহরগুলির জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ডব্লিউএমও প্রতিবেদনে বলেছে, ভারত, চিন, বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস বিশ্বব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে। জাতিসংঘের প্রধান আন্তোনিও গুতেরেস সতর্ক করেছেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বড় বিপদ হতে পারে। ডব্লিউএমও-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯০০ সালের মতো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার হার গত ৩ হাজার বছরে সব থেকে বেশি। ১৯০১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর গড়ে ১.৩ মিমি বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭১ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে প্রতি বছর ১.৯ মিমি বেড়েছে। ২০০৬ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৩.৭ মিমি বেড়েছে। ২০১৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর ৪.৫ মিমি হারে বেড়েছে।

পাকিস্তানে ‘সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’

২৬/১১-র হামলাকারীরা তো এ দেশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে জাভেদ আখতার

লাহোর, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ অনেকেই বলছেন, পাকিস্তানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করলেন প্রখ্যাত লেখক তথা গীতিকার জাভেদ আখতার। ২০১৯ সালের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেমন বলেছিলেন, ‘সন্ত্রাসবাদীদের ঘরে ঢুকে মেরেছি’, সেই রকম একেবারে পাকিস্তানে বসেই তাদের থোতা মুখ ভোঁতা করে দিলেন জাভেদ আখতার। কিংবদন্তি উর্দু কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের স্মরণে লাহোরে একটি উৎসবে অংশ নিতে গত সপ্তাহে পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন জাভেদ আখতার। সেখানে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা কমানোর বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, ২৬/১১ মুম্বই হামলার সন্ত্রাসবাদীরা যে তাদের দেশে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা দেশের মধ্যে উত্তেজনা রয়েছে, তবে এটা প্রশমিত করা উচিত। আমরা মুম্বইয়ের মানুষ, আমরা আমাদের শহরে হামলা দেখেছি। হামলাকারীরা নরওয়ে বা মিশর থেকে আসেনি। তারা এখনও আপনার দেশে অবাধে বিচরণ করছে। তাই হিন্দুস্তানিদের মনে রাগ থাকলে আপনি এই নিয়ে অভিযোগ করতে পারবেন না।’’ জাভেদ আখতার আরও দাবি করেন, ভারত যেভাবে পাকিস্তানি কিংবদন্তি শিল্পীদের আতিথেয়তা করেছে, ভারতীয় শিল্পীদের পাকিস্তানে সেভাবে স্বাগত জানানো হয়নি। তিনি বলেন, ‘‘ফয়েজ সাহেব যখন ভারত সফরে গিয়েছিলেন, তখন তাঁকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। সর্বত্র সেই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছিল। আমরা নুসরাত ফতে আলি খান এবং

করছে, পাকিস্তানিদের তা মনে করিয়ে দেন এই প্রখ্যাত গীতিকার। তিনি আরও বলেন, ‘‘এরপর রেগে থাকার জন্য ভারতীয়দের দোষ দিতে পারে না পাকিস্তান।’’ তাঁর এই মন্তব্যের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। লাহোরে এক ইন্টার‍্যাক্টিভ সেশনে অংশ নিয়েছিলেন জাভেদ আখতার। সেখানে শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন তাঁকে প্রশ্ন করেন, ‘‘আপনি অনেকবার পাকিস্তান সফর এসেছেন। ফিরে গিয়ে কি আপনি ভারতের মানুষকে বলবেন যে এরা ভাল মানুষ? এরা শুধু আমাদের উপর বোমা বর্ষণ করে না। ফুলের মালা এবং ভালবাসা দিয়ে আমাদের শুভেচ্ছাও জানায়?’’ এই প্রশ্নের জবাবে জাভেদ আখতার বলেন, ‘‘আমাদের একে অপরকে দোষারোপ করা উচিত নয়। এতে কোনও সমাধান মিলবে না। দুই মেহেদি হাসানের বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আপনারা (পাকিস্তান) কেন কখনও লতা মঙ্গেশকরের জন্য কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করেননি?’’ লাহোরে আয়োজিত সমাবেশ হলেও, উপস্থিত দর্শকরা করতালি দিয়ে ভারতীয় কবির এই মন্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন। তবে সেখানেই এই ঘটনা থেমে থাকেনি। জাভেদ আখতারের মন্তব্যের ওই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনরা তাঁর দারুণ প্রশংসা করছেন। অনেকের মতে পাকিস্তানে তিনি ‘সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’ করেছেন। এমনকি, বলি অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত, যিনি বিভিন্ন ইস্যুতে জাভেদ আখতারের বিরোধিতা করেছেন, তিনিও জাভেদ আখতারের এই মন্তব্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। টুইটে তিনি লিখেছেন, ‘জয় হিন্দ জাভেদ আখতার সাব। ঘর মে ঘুস কে মারা।’

‘৩৭ জনের চাকরির সুপারিশ করেছেন এক প্রভাবশালী ব্যক্তি’, ‘সৎ রঞ্জন’-এর নিশানায় কি উপেন বিশ্বাস?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ বাগদার ‘সৎ রঞ্জন’ ওরফে চন্দন মণ্ডলের গ্রেফতারির পিছনে রয়েছে প্রভাবশালী ব্যক্তির ষড়যন্ত্র। মঙ্গলবার বিশেষ সিবিআই আদালতে বিচারকের সামনে সওয়াল করলেন তাঁর আইনজীবী। নাম না করে প্রভাবশালী ষড়যন্ত্রকারীর একটি তত্ত্ব খাঁড়া করেন চন্দনের আইনজীবী। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, নাম না করে আসলে প্রাক্তন সিবিআই কর্তা উপেন বিশ্বাসকেই প্রভাবশালী ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে উল্লেখ করেছেন চন্দনের আইনজীবী। কারণ, ফেসবুকে সৎ রঞ্জনের কথা উল্লেখ করেছিলেন প্রাক্তন সিবিআই কর্তা তথা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক উপেন বিশ্বাস। তোলপাড় পড়েছিল বাংলায়। এই নামের আড়ালে আসলে কে রয়েছেন, হন্যে হয়ে খুঁজেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। সেই রঞ্জনই যখন সিবিআইয়ের জালে ধরা পড়লেন, দাবি করেছিলেন, ‘‘উপেনবাবুর প্ল্যান সফল’’। মঙ্গলবার চন্দন মণ্ডলকে আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতে পেশ করা হয়। চন্দনের আইনজীবী বিচারকের সামনে বলেন, ‘‘ওই প্রভাবশালী ব্যক্তি ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে চন্দনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন।’’ তাঁর বক্তব্য, আগেও ওই প্রভাবশালী ব্যক্তি চন্দনকে হুমকি দিয়েছিলেন। চন্দন ওই প্রভাবশালী ব্যক্তির অন্যায়ের বিরোধিতা করেছিলেন। তাই আক্রোশ। সেই আক্রোশ থেকেই এই ষড়যন্ত্র। আদালতে তাঁর আইনজীবী সওয়াল করেন, চন্দন সাধারণ মানুষ। তাঁর চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এক্ষেত্রে এই প্রভাবশালী ব্যক্তি আদতে উপেন বিশ্বাসই বলে মনে করছেন আইনজীবীদের একাংশ। বিচারকের সামনে চন্দনের আইনজীবী বলেন, ‘‘ওই প্রভাবশালী ব্যক্তি ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে চন্দন এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন।’’ তিনি দাবি করেন, আগেও ওই প্রভাবশালী ব্যক্তি চন্দনকে হুমকি দিয়েছিল। চন্দন ওই প্রভাবশালী ব্যক্তির অন্যায়ের বিরোধিতা করেছিলেন। তাই আক্রোশ। সেই আক্রোশ থেকেই এই ষড়যন্ত্র। চন্দন সাধারণ মানুষ। তার চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এদিকে, সিবিআই-এর আইনজীবী নিয়োগ দুর্নীতিতে চন্দন আরও বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত বলে পাল্টা সওয়াল করেন। সিবিআই-এর আইনজীবী বলেন, চন্দনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তাতে জানা গিয়েছে, ওই

অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে। বিপুল পরিমাণ সেই টাকা আবার অন্য অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। সিবিআই আইনজীবীর আরও বক্তব্য, গ্রেফতারের আগে চন্দন সাক্ষীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। জামিনের বিরোধিতা করে সিবিআই-এর আইনজীবীর সওয়াল, গোটা ষড়যন্ত্রে চন্দন একটা বড় চরিত্র। কাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কাদের পাঠাতেন, তা তাঁর থেকেই জানতে হবে। জামিন হলে তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যহত হবে। ঠিক এরপরই বিচারক প্রশ্ন করেন, ‘‘আপনারা বলছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চন্দন। তাহলে মাত্র চার দিন হেফাজতে নিয়েই সব মিটে গেল? আপনারা তো জেল হেফাজত চাইছেন। আপনারা তো নিজেদের হেফাজত চাননি!’’ বিচারক আরও বলেন, ‘‘আপনারা বলছেন চন্দন সাক্ষীদের প্রভাবিত করেছেন। চন্দন জামিন পেলে তদন্ত ব্যহত হবে। তাহলে এতদিন কেনো গ্রেফতার করেননি? কেনো চন্দনক খোলা ঘুরে বেরাতে দিলেন?’’ বিচারক এবার বলেন, ‘‘তাহলে ধরে নিতে হবে এতদিন আপনারা চন্দনকে নথি প্রমাণ নষ্ট করার সুযোগ দিলেন। তারপর হঠাৎ জেগে উঠলেন। তারপর গ্রেফতার করে ফেললেন!’’ বিচারকের আরও প্রশ্ন, ‘‘৯ মাস আগে এফআইআর হয়েছে। আর এখন আপনারা বুঝতে পারলেন এই লোকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ! আর যদি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে তিন দিন হেফাজতে রাখার পর এখন তাঁর জেল হেফাজত চাইছেন?’’ বিচারক সিবিআই তদন্তের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এখানেই অভিজ্ঞ মহল মনে করছে, এখানে চন্দন মণ্ডলের আইনজীবী অতিরিক্ত সুবিধা পেলেন। কারণ তিনি প্রথম থেকেই দাবি করে আসছিলেন, তাঁর মক্কেল একজন সাধারণ মানুষ। তাঁর চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সুপারিশ করার কোনও ক্ষমতা নেই। তিনি পরিস্থিতির শিকার। চন্দন মণ্ডলের আইনজীবীর আরও দাবি, কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তিই নাকি ৩৭ জনের চাকরির সুপারিশ করছেন। এর পাল্টা সিবিআই-এর তরফে আদালতে পেশ করা হয় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সিবিআই-এর দাবি, নিয়োগ দুর্নীতিতে শুধু চাকরি বিক্রিই নয়, নিজের পরিবারের সদস্যদের চাকরিও পাইয়ে দিয়েছেন। প্রাইমারিতে চাকরি পেয়েছেন চন্দনের মেয়ে ও ভাইজি। সিবিআই সূত্রের খবর, তাঁরা এখনও চাকরি করছেন ওই পদে। শুধু তাই নয়, অযোগ্য চাকরি প্রার্থীদের টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার পাশাপাশি চন্দনের বেশ কয়েকজন আত্মীয়ও চাকরি পেয়েছেন। চন্দনের অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ১৬ কোটি টাকা লেনদেনের হদিশ মিলেছে। ৬ কোটির হদিশ আগেই মিলেছিল। এবার ১০ কোটির।

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসর সঙ্গে বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল ঐতিহাসিক এই দিনটি। মঙ্গলবার একুশে ফেব্রুয়ারি, ঢাকায.১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে প্রাণ দেওয়া আট জন শহীদের স্মরণে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আবেগে, শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় নানা অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে গত সন্ধ্যা থেকেই। বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় আজকের দিনটি পালিত হয়েছে।শোকের কালো রঙের জামা,গালে রং-তুলির আঁচ।, হাতে শ্রদ্ধার ফুল, বাহুতে কালো ব্যাচ পরিধান করে শোকের আবহে প্রভাত ফেরিতে ভাষা শহীদদের স্মরণ করছে সর্বস্তরের জনতা। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টা থেকে প্রভাত ফেরির কার্যক্রম শুরু হয়। পলাশী হয়ে জগন্নাথ হলের সামনে সারিবদ্ধভাবে আসছে নানা বয়সী মানুষ। মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রথম প্রহরে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। এরপর সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় শহীদ মিনার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে প্রভাত ফেরির র‍্যালি শুরু হয়। যেখানে নেতৃত্ব দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এতে অংশ নেন।

পর্যটন বিভাগের পোর্টাল খুলে গেল, চারধাম যাত্রার জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন শুরু

দেহরাদুন, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃচারধাম যাত্রার জন্য তীর্থযাত্রীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে। পর্যটন বিভাগের পোর্টাল খুলেছে সকাল সাতটায়। গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রী ধাম খোলার তারিখের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত তীর্থযাত্রীরা আপাতত বদ্রীনাথ এবং কেদারনাথ ধামের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে সক্ষম হবেন।পর্যটন বিভাগের এই পোর্টালের সৌজন্যে তীর্থযাত্রীরা বাড়ি থেকে রেজিস্ট্রেশন করার পাশাপাশি মন্দির খোলার সময় সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্যও পেয়ে যাবেন। উত্তরাখণ্ডে হিন্দু দেবতা এবং ভারতের পবিত্র নদীগুলির জন্য উৎসর্গীকৃত চারটি পবিত্র মন্দির রয়েছে। চারটি মন্দির গাড়ওয়াল অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত।

দুটি বুথে পুনঃভোটের খারিজ নির্বাচন কমিশনের

আগরতলা,২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধানসভা নির্বাচনে দুটি বুথে পুনরায় ভোটের জন্য দাবি উঠেছিল।অবজারভার ওই দুটি বুথে ওয়েব কাস্টিং খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দিয়েছে যে কোন ধরণের রাজনৈতিক সন্ত্রাস বা যান্ত্রিক গোলযোগ হয়নি।তাই নির্বাচন কমিশন ওই দুটি বুথে পুনরায় ভোটের দাবি খারিজ করে দিয়েছে। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সাংবাদিক সম্মলনের করে এমনটাই জানালেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্যে।এদিন তিনি আরো জানান ,ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে ইভি এম ভোট পাছে ৮৭.৭৬ শতাংশ এবং এখন পর্যন্ত পোস্টাল ব্যালেট সহ ভোটের হার ৮৯.৯৫ শতাংশ।তিনি আরো বলেন ,নির্বাচনের দিন ত্রিপুরায় সমস্ত ভোট কেন্দ্রে ২০০ মিটারের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হয় নি তার রিপোর্টও নির্বাচন কমিশন কে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভোট কেন্দ্রের বাইরে রাজনৈতিক দলের মধ্যে ৫ টি ঘটনা নির্বাচনের দিন সংঘটিত হয়েছেন। তার মধ্যে তদন্তে জানা যায় একজন ভোটের অন্য ভোটারের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছে। ফলে ওই ঘটনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জগন্নাথ দেবের মনিন্দরের নাটমণ্ডপে ফাটল, সংস্কার নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

পুরী, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃসংস্কারের কাজের পরেও পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের নাটমণ্ডপে রয়ে গিয়েছে ফাটল। যা নিয়ে শোরগোল পাছে সেবায়ইতদের মধ্যে। এই বিষয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে এএসআই। এই বিষয়ে আরটিআই কর্মী হেমন্তকুমার পান্ডা জানিয়েছেন, ২০১৭ থেকে ২০২০ অর্থবর্ষ জুড়ে মন্দিরের নানা সংস্কারের কাজ চলছে। এএসআই তেমনই রিপোর্টে লিখে রেখেছে। তারপরেই কীভাবে ফাটল রয়ে যায়। ভক্তদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ২০১৯ সালে পুরীর মন্দিরের নাটমণ্ডপের সংস্কারের কাজ দ্রুত শেষ করতে এএসআইকে নির্দেশ দেয় ওড়িশা হাইকোর্ট।গতবছরের নভেম্বর মাসে সেই ফাটল পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছিল এএসআই ও আইআইটি চেন্নাইয়ের বিশেষজ্ঞরা। চলতি বছরের এপ্রিল মাসের মধ্যে নাটমণ্ডপের সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করার কথা এএসআইয়ের। কিন্তু এখনও ফাটল দেখা দিচ্ছে। তাই ভক্তদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছেই।

নতুন মেয়র পেতে চলেছে দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ অনেক বিলম্বের পর বুধবার নতুন মেয়র পেতে চলেছে রাজধানী দিল্লি। তিনটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর, সুপ্রিম কোর্টের আদেশের পরই মেয়র নির্বাচনের মঞ্চ তৈরি হয়েছে। গত সপ্তাহে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনা মিউনিসিপ্যাল হাউস আহ্বান করার অনুমোদন দেন, এরপর ঠিক হয় মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং স্থায়ী কমিটির ছয় সদস্যের পদের নির্বাচন ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।উল্লেখ্য, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং স্থায়ী কমিটির সদস্যদের নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের জন্য দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (এমসিডি) প্রথম বৈঠক ডাকার জন্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে নোটিশ জারি করার নির্দেশ দিয়েছিল।

ভূমিধসে ফের অবরুদ্ধ জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে

শ্রীনগর, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ভূমিধসের কারণে আবারও অবরুদ্ধে হয়ে পড়ল জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় গোটা দেশের সঙ্গে সাকপথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে কাশ্মীর। রামবান ও বানিহালের মধ্যে রাস্তার ওপর ভূমিধসের কারণে জম্মু-শ্রীনগর

কর্ণাটকের সমাজকে উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করা বিজেপির লক্ষ্যঃজে পি নাড্ডা

হাসান, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ কর্ণাটকের কল্যাণ, কর্ণাটকের জনগণের কল্যাণ, কর্ণাটকের সমস্ত বর্গের কল্যাণ করেছে বিজেপি সরকার। আমাদের সরকারই দলিতদের জন্য ভাল করার কাজ করেছে, বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। তিনি বলেছেন, কর্ণাটকের সমাজকে উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করার বিজেপির লক্ষ্য। মঙ্গলবার কর্ণাটকের হাসানে জনসমাবেশে ভাষণ দেন নাড্ডা। সেখানে তিনি বলেছেন, কর্ণাটকের পাশাপাশি সমগ্র দেশে বিজেপির প্রতি মানুষের সমর্থন বৃদ্ধির কারণটি আমাদের বুঝতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রগতিশীল নীতি, কঠোর পরিশ্রম এবং তাঁর দরিদ্র-দরদী শাসনের জন্য তা সম্ভব হয়েছে।নাড্ডা বলেছেন, আজ আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি দরিদ্র, যুবসমাজ, কৃষক এবং মহিলাদের কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়েছে, মোদী সরকারের গণমুখী নীতির ফলস্বরূপ তা সম্ভব হয়েছে। নাড্ডা আরও বলেছেন, স্বচ্ছতা অভিযান থেকে শুরু করে কৃষকদের সন্তানদের বৃত্তি প্রদান। বোম্মাইজির অধীনে কর্ণাটক সরকার একটি উন্নত কর্ণাটকের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্যে কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির পর্যাপ্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছে। কর্ণাটকের এবারের বাজেট প্রসঙ্গে নাড্ডা বলেছেন, এবারের বাজেটে যুবদের ক্ষমতায়ন, কৃষকদের অধিকার পুনরুদ্ধার, নারীদের সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি মেয়ে শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করার বিধান রয়েছে।

অরুণাচলের মানুষ তাঁদের নিজস্ব পরিচয় স্থাপনে সফল, বলেছেন রাষ্ট্রপতি

ইটানগর, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ অরুণাচল প্রদেশের মানুষ তাঁদের নিজস্ব পরিচয় স্থাপনে সফল হয়েছেন। বলেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি অরুণাচল প্রদেশের সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করে রাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যের জনগণকে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।অরুণাচল প্রদেশের ৩৭-তম রাজ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে দুদিনের সফরসূচি নিয়ে গত সোমবার ইটানগর এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে ইটানগর শহরে রাজ্য সরকার কর্তৃক তাঁর সম্মানে আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনায় অংশ নিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, অরুণাচল প্রদেশে তাঁর এটা প্রথম সফর। তিনি রাজ্যের জনগণের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ।তিনি বলেন যে, অরুণাচল প্রদেশের মানুষ তাঁদের নিজস্ব পরিচয় তৈরি করেছেন। এই রাজ্যের মানুষ অত্যন্ত সাহসী। জাতীয় সঙ্কটের সময় শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই করে এই রাজ্যের যোদ্ধারা নতুন সংজ্ঞা লিখে। তাঁরা ভারতকে রক্ষা করেছেন। দেশের জন্য অরুণাচল প্রদেশের যে সকল যোদ্ধা লড়াই করেছেন, তাঁদের সম্মান জানানোর জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানান। আরও বলেন, দেশের অন্যান্য অংশের জনসাধারণ অরুণাচলের মানুষের সংগ্রামী কার্যকলাপে অনুপ্রাণিত।প্রাসঙ্গিক ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে জাতীয় সড়ক উন্নয়নের জন্য ৪৪ কোটি টাকা প্রদান করেছে। এছাড়া পশ্চিম কামেং জেলায় ৬০০ মেগাওয়াট উদপাদনশীল বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করার পর বিদ্যু-উদ্বৃত্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছে অরুণাচল প্রদেশ। ডনি পোলো বিমানবন্দর সম্পর্কে দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, এই বিমানবন্দরটি অরুণাচল প্রদেশ এবং দেশের অন্যান্য অংশের মধ্যে সংযোগ উন্নত করতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি পর্যটন ও ব্যবসারও বিকাশ ঘটবে। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনের জন্য রাজ্যের মহিলাদের প্রশংসা করেছেন।প্রসঙ্গত, গত সোমবার সকালে অরুণাচল প্রদেশের ডনি পোলো বিমানবন্দরে বিশেষ উড়ানে অবতরণ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বিমানবন্দরে তাঁকে উষ্ণ স্বাগত জানান অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) কৈবল্য পার্নায়েক এবং মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। বিমানবন্দরে তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এছাড়া সেখানে আদি, নিইশি, আপতানি, আকা, মিজি, নকতে, ওয়াঞ্চো এবং অন্যান্য উপজাতি মহিলা তাঁদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। সাংস্কৃতিক পরিবেশনে আপ্লুত রাষ্ট্রপতি নৃত্যের তালে তালে করতালিও দিয়েছেন, সঙ্গে গ্রুপ ফটোও উঠেছেন দলের সঙ্গে। রাষ্ট্রপতি মুমু ইটানগরে অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছেন।

আদানি-হিন্ডেনবার্গ মামলাঃ ফোর্বসের রিপোর্ট গ্রহণ করল না সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আদানি-হিন্ডেনবার্গ ইস্যুতে ফোর্বসের রিপোর্ট ফিরিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। গত সোমবার আদানি-হিন্ডেনবার্গ মামলায় আন্তর্জাতিক সংবাদ ম্যাগাজিন ফোর্বসে প্রকাশিত একটি রিপোর্টকে রেকর্ড হিসাবে গ্রহণের জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল। আদানি গ্রুপের শেয়ার ব্যবসা নিয়েই বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে ওই রিপোর্টে। কিন্তু এদিন শীর্ষ আদালতের তরফে সেই রিপোর্টকে রেকর্ড হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করা হয়।গত ১৭ ফেব্রুয়ারি, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের তরফে আদানি-হিন্ডেনবার্গ মামলায় তদন্তে পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত সংরক্ষিত রাখে। আজ মামলাকারীদের মধ্যে একজন, ডঃ জয়া ঠাকুরের আইনজীবী বরুণ ঠাকুর শীর্ষ আদালতে ফোর্বসের রিপোর্ট জমা দেন এবং তা প্রমাণ হিসাবে রেকর্ড করার আবেদন জানান। তিনি জানান, আদানি-হিন্ডেনবার্গ বিতর্কের সময়েই এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় সাফ বলেন, না, আমরা এই রিপোর্টকে রেকর্ড হিসাবে গ্রহণ করব না।এই মামলায় গত ১০ ফেব্রুয়ারি, সুপ্রিম কোর্ট আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে স্টক ম্যানিপুলেশনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের পরামর্শ দিয়েছিল। কেন্দ্রের তরফেও এই বিষয়ে কোনও আপত্তি জানানো হয়নি। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রের তরফে শীর্ষ আদালতের পরামর্শ মতো কমিটির সদস্যদের নামের একটি তালিকা তৈরি করে তা মুখবন্ধ খামে জমা দেওয়া হয়। তবে সেই মুখবন্ধ খাম গ্রহণ করেনি সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেছিলেন, আমরা এই মামলায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে চাই। যদি মুখবন্ধ খামে কেন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, তবে অন্য পক্ষ তা জানতে পারবে না। বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে মামলায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখা প্রয়োজন। এরপরে সুপ্রিম কোর্টের তরফেই একটি কমিটি গঠনের কথা বলা হয়।উল্লেখ্য, জানুয়ারি মাসের শেষভাগে মার্কিন শর্ট সেলিং সংস্থা হিন্ডেনবার্গের তরফে একটি রিপোর্ট পেশ করা হয় আদানি গোষ্ঠীর শেয়ার নিয়ে। সেই রিপোর্টে দাবি করা হয়, আদানি গোষ্ঠী তাদের শেয়ার নিয়ে জালিয়াতি করেছে এবং অসাধু উপায়ে শেয়ার বাজারে নিজেদের শেয়ার দর বাড়িয়েছে। হিন্ডেনবার্গের এই রিপোর্ট পেশের পরই হু হু করে আদানির শেয়ার দরে পতন হয়। আদানির শেয়ারে এলআইসি, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ারও অংশীদারী থাকায়, দেশের একটা বড় অংশের মানুষ তাদের আর্থিক সঞ্চয় নিয়ে চিন্তায় পড়ে যান। এরপরই সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়ে তদন্ত চেয়ে একের পর এক মামলার আর্জি জমা পড়তে শুরু করে। এখনও অবধি আদানি-হিন্ডেনবার্গ মামলায় চারটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে।

বিজেপি গণতন্ত্রকে হত্যার পাশাপাশি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করছেঃঅখিলেশ যাদব

লখনউ, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মঙ্গলবার অখিলেশ বলেছেন, বিজেপি গণতন্ত্রকে হত্যার পাশাপাশি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করছে।এদিন উত্তর প্রদেশ বিধানসভা চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ যাদব বলেছেন, বিধানসভায় একটা প্রথা ছিল, সাংবাদিকরা সময়ে সময়ে লবিতে মিলিত হতেন, এবং বিরোধীরা চৌধুরী চরণ সিংয়ের মূর্তির নীচে দাঁড়িয়ে নিজেদের বক্তব্য রাখার পর বিধানসভায় প্রবেশ করতেন, কিন্তু বিজেপি গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করছে।

নিজের মেয়ে ও ভাইঝিকেও চাকরি পাইয়ে দিয়েছিলেন 'বাগদার রঞ্জন'

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ নিয়োগের নামে শুধু টাকা তোলা নয়, নিজের মেয়ে ও ভাইঝিকেও চাকরি পাইয়ে দিয়েছিলেন ' সৎ রঞ্জন' ওরফে বাগদার চন্দন মণ্ডল, দাবি সিবিআইয়ের। দুজনেই টেট পরীক্ষায় ' অযোগ্য প্রার্থী হিসেবে চাকরি পান। প্রাথমিক স্কুলে তাঁরা শিক্ষিকা হিসেবে যোগদানও করেন।চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে এক-দু'কোটি নয়, ১৬ কোটি টাকা তুলেছিলেন বাগদার ' সৎ রঞ্জন'। আর এই টাকা তুলতে এজেন্টদের ব্যবহার করেছিলেন 'সৎরঞ্জন' ওরফে বাগদার চন্দন মণ্ডল, দাবি সিবিআইয়ের। ' সৎ রঞ্জন'-এর গ্রেফতারির আগে ৬ কোটি টাকা লেনদেনের হদিশ পেয়েছিল সিবিআই। গ্রেফতাফরির পর জেরা করে আরও ১০ কোটি টাকা লেনদেনের হদিশ পেয়েছে তদন্তকারীরা। মনে করা হচ্ছে

মেঘালয়ে ৫০ শতাংশ প্রার্থীই কোটিপতি, এডিআর রিপোর্টে প্রকাশ

শিলং, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ মেঘালয় বিধানসভা নির্বাচনে ৫০ শতাংশ প্রার্থীই কোটিপতি। অন্তত এডিআর (অ্যাসোশিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম)-এর রিপোর্টে এমনটাই প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে অপরাধিক মামলায় জাতি প্রার্থীর সংখ্যা ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে হ্রাস পেয়েছে। ১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে ২০১৮ সালের তুলনায়।প্রসঙ্গত, আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি মেঘালয়ে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্রের সাথে প্রদত্ত হলফনামা খতিয়ে দেখে এডিআর রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা গেছে, ৩৭৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৮৬ জন প্রার্থীই কোটিপতি। তাঁদের মধ্যে ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (ইউডিপি)-র প্রার্থী মেটবাহ লিংডহ সবচেয়ে ধনি প্রার্থী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ১৪৬ কোটি টাকার অধিক বলে তিনি হলফনামায় লিখেছেন। তিনি পশ্চিম খাসিপাহা। বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।তাঁর ঠিক পেছনেই রয়েছেন পূর্ব জয়ন্তিয়া হিলস বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী ভিনসেন্ট এইচ পালা। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ১২৫ টাকার অধিক বলে তিনি ঘোষণা করেছেন।রিপোর্টে প্রকাশ, এনপিপি-র ৪৩ জন, ইউডিপি-র ৩০ জন, তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭ জন, কংগ্রেসের ২৫ জন এবং বিজেপির ২৩ জন প্রার্থীর সম্পত্তির পরিমাণ ১ কোটি টাকার অধিক রয়েছে।এডিআর রিপোর্টে প্রকাশ, ৩৭৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ২১ জনের বিরুদ্ধে অপরাধিক মামলা রয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৫ জনের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধিক মামলা রয়েছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। অবশ্য, ২০১৮ সালে ২৫ জনের বিরুদ্ধে অপরাধিক মামলা ছিল। তাঁদের মধ্যে ২১ জনের বিরুদ্ধেই গুরুতর অপরাধিক মামলা নথিভুক্ত ছিল।

ভাষা দিবস উদযাপনের আড়ালে আড়ালে মানভূমে বাংলা ভাষা আন্দোলন

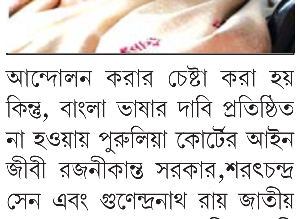

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসকে ঘিরে আলোচনার ধূম পড়েছে ভাষা আন্দোলন নিয়ে। কিন্তু তার আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছে মানভূমে বাংলা ভাষা আন্দোলন।১৯১২ সালে শুরু হয় এই আন্দোলন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ভাষা আন্দোলন তীব্র ভাবে ছড়িয়ে পড়ে মানভূমের বাঙালিদের মধ্যে। মানভূমের এই ভাষা আন্দোলন পৃথিবীতে ঘটা দীর্ঘতম ভাষা আন্দোলন।১৯৫৬ সালের আগে পুরুলিয়া জেলা বিহারেরঅন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময় রাজনৈতিক ভাবে বিহারের স্কুল-কলেজ-সরকারি দফতরে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সেই সময় জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে বাংলাভাষী জনগণ হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু, বাংলা ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় পুরুলিয়া কোর্টের আইন জীবী রজনীকান্ত সরকার,শরৎচন্দ্র সেন এবং গুণেন্দ্রনাথ রায় জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করে জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিক দল লোকসেবক সঙ্ঘ গড়ে তোলেন।মানভূম জেলার বাংলাভাষী মানুষদের ক্ষোভ আঁচ করে জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র মুক্তি পত্রিকায.১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই মার্চ হিন্দ্রী প্রচার, বাংলা ভাষাভাষীদের বিক্ষোভ ও মানভূম জেলার বঙ্গভুক্তির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হল। এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল বান্দোয়ান থানার জিতান গ্রামে অতুলচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে জেলা কমিটির অধিবেশন হলে সেখানে প্রতিনিধিদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ঐ বছর ৩০শে মে পুরুলিয়া শহরের অধিবেশনে মানভূমের বঙ্গভুক্তির প্রস্তাব ৫৫-৪৩ ভোটে খারিজ হয়ে গেলে অতুলচন্দ্র ঘোষ সহ সাইত্রিশজন জেলা কমিটি থেকে পদত্যাগ করে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই জুন পাকবিড়রা গ্রামে লোক সেবক সংঘ তৈরী করেন। বিহার সরকার বাংলাভাষীদের প্রতিবাদসভা ও মিছিল নিষিদ্ধ করলে মানভূম জেলায় আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। লোক সেবক সংঘ ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি টুসু সত্যাগ্রহ আন্দোলনকরে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এ আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যোগদান করে। হাজার হাজার বাংলাভাষী মানুষ কারাবরণ করে। এই সময় বেশ কয়েকটি টুসু সঙ্গীত জনগণের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় .হয়েছিল। তার মধ্যে একটি হল,শুন বিহারী ভাইতোরা রাখতে লারবি ডাঙ দেখাইতোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালিবাংলা ভাষায় দিলি ছাই৷বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে সুদৃঢ় এই আন্দোলনের পর ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার মানভূম জেলা ভেঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সঙ্গে একটি নতুন জেলা (পরে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়াজেলা) সংযুক্ত করতে বাধ্য করেন।

ভারতে শীঘ্রই নগদকে ছাড়িয়ে যাবে ডিজিটাল লেনদেনঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আশাব্যক্ত করে বলেছেন, ডিজিটাল লেনদেন খুব শীঘ্রই নগদকে ছাড়িয়ে যাবে, যেহেতু ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই) ক্রমবর্ধমানভাবে দেশের সবচেয়ে পছন্দের অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা হয়ে উঠছে। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুং-এর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে, ভারতের ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউ পি আই) এবং সিঙ্গাপুরের পে নাও-এর মধ্যে সংযোগের সূচনা হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস এবং সিঙ্গাপুরের মুদ্রা কর্তৃপক্ষের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রবি মেনন ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে এই ব্যবস্থা চালু করেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন বলেছেন, এই সুবিধা আমাদের প্রবাসী, পেশাদার, ছাত্র এবং তাঁদের পরিবারকে উপকৃত করবে। বর্তমান যুগে প্রযুক্তি আমাদের একে অপরের সঙ্গে বিভিন্ন উপায়ে সংযুক্ত করে। ফিনটেক একটি সেক্টর যা মানুষকে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত করে। সাধারণত, এটি একটি দেশের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু আজকের সূচনাটি ক্রস-বর্ডার ফিনটেক সংযোগের একটি নতুন অধ্যায় শুরু করেছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, ইউপিআই-পে নাও লিঙ্কেজ (ভারত ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে) চালু করা দুই দেশের নাগরিকদের জন্য একটি উপহার, যার জন্য তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। আমি এ জন্য ভারত ও সিঙ্গাপুর উভয় দেশের জনগণকে অভিনন্দন জানাই। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচি শাসন ও জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সংস্কার সম্ভব করেছে।

১২ জন সাংসদের বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ মোশন, তদন্ত করতে বললেন জগদীপ ধনখড়

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় ১২ জন সাংসদের সভার নিয়ম লঙ্ঘনের বিষয়টির তদন্তের জন্য উচ্চকক্ষের প্রিভিলেজ কমিটির কাছে পাঠিয়েছেন। সদ্য সমাপ্ত বাজেট অধিবেশনে সভার কাজকর্মে বাধাদান এবং স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগের তদন্ত করতে বলা হয়েছে কমিটিকে।রাজ্যসভার বুলেটিনে বলা হয়েছে, এই ১২ জন সাংসদ সভার নিয়ম এবং শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেছেন। বারংবার ওয়েলে নেমে স্লোগান, বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে সভার কাজ ব্যাহত হয়েছে। রাজ্যসভার এই ১২ জন সাংসদ হলেন-সঞ্জয় সিং, শক্তিসিনহ গোহিল, সুশীল কুমার গুপ্তা, সন্দীপ কুমার পাঠক, নারানভাই জে রাথওয়া, সৈয়দ নাসির হুসেন, কুমার কেটকার, ইমরান প্রতাপগর্হি, এল হনুমান্থিয়াহ, ফুলো দেবী নেতাম, জেবি এম হিশাম ও রণজি রঞ্জন।

এসএসসির প্রাক্তন কর্মী শ্যামল কুমার সেনকে তলব সিবিআইয়ের

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃএসএসসির প্রাক্তন কর্মী শ্যামল কুমার সেনকে তলব করল সিবিআই। সোমবার তাঁর বাড়িতে অভিযান চালায় সিবিআই।সোমবারই অভিযান শেষের পর চলতি সপ্তাহে তাঁকে নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। আনতে বলা হয়েছে বেশ কিছু নথি। ইতিমধ্যে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য হাতে পেয়েছে সিবিআই। সূত্রের খবর, তাঁকে সম্পত্তি সংক্রান্ত নথি নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। সোমবার বরানগর বারুইপাড়া লেনে অভিযান চালাল সিবিআই-এর বিশেষ দল। বরানগরের বাসিন্দা শ্যামল কুমার সেনের বাড়িতে তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। অভিযানের পর তাঁর বাড়ি সিলও করে দেয় পুলিশ। শ্যামল সেন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ঘণ্টা আড়াই ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

শনিবার ভারত সফরে আসবেন জার্মান চ্যান্সেলর

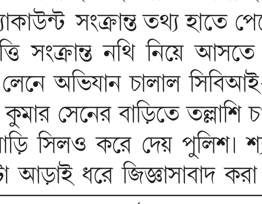

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী শনিবার ২৫ ফেব্রুয়ারি দুদিনের সরকারি সফরে ভারতে আসবেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজ। চ্যান্সেলর হিসেবে এটাই তার প্রথম ভারত সফর।বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, স্কোলজের সঙ্গে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলও ভারতে আসছেন। চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। তারা উভয় দেশের সিইও এবং ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে মতবিনিময় করবেন।চ্যান্সেলর ওলাফকে রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হবে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গেও সাক্ষাত হওয়ার কথা রয়েছে।মন্ত্রকের মতে, ২০১১ সালে দ্বি-বার্ষিক আন্ত ঃ-সরকারি পরামর্শ প্রক্রিয়া. চালু হওয়ার পর থেকে এটি কোনও জার্মান চ্যান্সেলরের ভারতে প্রথম সফর। প্রক্রিয়াটি একটি সম্পূর্ণ-সরকারি কাঠামো, যেখানে দুদেশের মন্ত্রীরা তাদের নিজ নিজ দায়িত্বের ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করে।

ডিমা হাসাও জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবিতে মাহুরে প্রতিবাদী কর্মসূচি

হাফলং (অসম), ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ডিমা হাসাও জেলার মাহুর ব্লকে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবিতে ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম ও মাহুর এলাকার স্কুল-কলেজ পুয়ারা মঙ্গলবার এক প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করেছেন। অসম সরকার সমগ্র রাজ্য জুড়ে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করলেও পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার কোনও উন্নয়ন হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলেছেন সংশ্লিষ্ট আন্দোলনকারীরা।ডিমা হাসাও জেলার হাফলঙে একটি সরকারি কলেজের বাইরে কোনও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে অনেক ছাত্রছাত্রীকে বাইরে যেতে হয় উচ্চ শিক্ষার জন্য। অনেক সময় আর্থিক অবস্থার দরুন অনেক ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক নিজের ছেলেমেয়েকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বাইরে পাঠাতে পারেন না। এই অবস্থার অবসান ঘটানোর দাবিতে আজ মাহুর তিনআলি প্রদিবাদী কর্মসূচি পালন করেছে ইন্ডিজেনাস স্টুডেঃটস ফরাম ও মাহুর এলাকার স্কুল-কলেজ পড়ুয়ারা।তাঁদের দাবি, মাহুর ব্লকে যে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে, তাতে কলা শাখা ছাড়া দিয়ে বিজ্ঞান ও

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মরশুমে হাফলঙে 'আনন্দ মেলা, চলছে রমরমা জুয়ার আসর, বন্ধ করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি

হাফলং (অসম), ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ 'আনন্দ মেলা'র নামে চলছে রমরমা জুয়ার আড্ডা। অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলার ডিমা হাসাও জেলা সদর শহর হাফলঙে চলছে ' আনন্দ মেলা'। আর এই মেলাতেই চলছে অবাধে জুয়ার আসর। মেলা চত্বরের চতুর্পার্শ্বে চলছে ঝান্ডি-মুন্ডা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের জুয়ার আসর। লোকচক্ষুর সামনে এত সব ঘটলেও রহস্যজনকভাবে নজরে পড়ছে না জেলার সাধারণ বা পুলিশ প্রশাসনের।জুয়ার আসরকে বন্ধ করতে জেলার সাধারণ বা পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধ উঠছে নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অভিযোগজেলার সাধারণ বা পুলিশ প্রশাসনের। এ জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বাছে ক্ষোভ। সমগ্র রাজ্যে শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। ৩ মার্চ থেকে শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পাহাড়ি এই জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়েও চলছে উচ্চ মাধ্যমিকের চূড়ান্ত পরীক্ষা। এ সময় কীভাবে জেলা প্রশাসন মেলা চালানোর অনুমতি দিয়েছে, তা নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২২ ফেব্রুয়ারি ঃরবিবার, ৯ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২২ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৮ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৯ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ৯ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২১.০৪এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৫শতকরা এবং ৫২শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার- সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত- ৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ০৭মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা -৩৪মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন।

রাশিফল

মেষ রাশিঃকিছু আমোদপ্রমোদের জন্য অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন।
বৃষ রাশিঃ আপনার মনকে ভালোবাসা, আশা, বিশ্বাস, সহানুভূতি, আশাবাদ হবেই।
মিথুন রাশিঃআপনার কাঁধে অনেক কিছু নির্ভর করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার জন্য মনের স্বচ্ছতা গুরুত্বপূর্ণ হবে
কর্কট রাশিঃদাঁতে যন্ত্রণা এবং পেটের গোলমাল আপনার জন্য কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
সিংহ রাশিঃচোখে ছানির রোগীদের দূষিত বাতাবরণে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ ধোঁয়া আপনার চোখকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যদি সম্ভব হয় তাহলে সূর্যালোকের অতিরিক্ত সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন।
কন্যা রাশিঃআপনি দেখতে পাবেন যে আপনার কাজ মনঃসংযোগ করতে অসুবিধা হচ্ছে- কারণ আজ আপনার স্বাস্থ্য ঠিক নেই। বিবাহের যোগ হতে পারে
তুলা রাশিঃআধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা উচিত।শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃশারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু হবে
ধনু রাশিঃ অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। শুভ
মকর রাশিঃআর্থিক সঞ্চয় হবে। বিদেশ যাত্রা শুভ। সন্তান হবেই।
কুম্ভ রাশিঃআজ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক আগ্রহ অনুধাবনের জন্যও দিনটি ভালো। পরিশ্রমের বিকল্প নেই। শুভ রং হল লাল
মীন রাশিঃআপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। আপনি একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন- যা আপনাকে আর্থিকভাবে লাভবান

মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে পানীয় জলের সঙ্কটে সুন্দরবনের কুলতলির বহু স্কুল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ দেখতে দেখতে শীত শেষ হয়ে গরমের শুরু হয়ে গেল প্রকৃতির আপন নিয়মেই। আর গ্রীষ্মের শুরুতেই পানীয় জলের সঙ্কট সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার একাধিক স্কুলগুলিতে। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্যের মাধ্যমিক পরীক্ষা আর এই মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে পানীয় জলের সঙ্কটে সুন্দরবনের একাধিক স্কুলগুলি। মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে পানীয় জলের সংকট মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে স্কুলের শিক্ষক- শিক্ষিকারা। কুলতলির জামতলা ভগবানচন্দ্র হাই স্কুলে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৫০০ জন। এই স্কুলের নলকূপ রয়েছে আটটি সাবমার্সাল, রয়েছে পাঁচটি হ্যান্ড পাম রয়েছে, কিন্তু এত পানীয় জলের উৎস থাকলেও এখন একটি নলকূপ ছাড়া আর পানীয় জলের বাকি সব উৎস বিকল হয়ে পড়েছে এর মধ্যেই রাজ্যের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর আগে স্কুলগুলিতে শুরু হয়েছে জল কষ্ট। এই বিষয়ে কুলতলি জামতলা ভগবান চন্দ্র হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক সৈকত সাউ জানান, সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার এই স্কুল গরমের শুরুতেই জল কষ্টের মধ্যে পড়েছে। যে সব পানীয় জলের উৎস গুলি রয়েছে সে সকল পানীয় জলের উৎস গুলো বিকল হয়ে গেছে বা কোনটা থেকে জল উঠছে না ফলে সমস্যায় পড়তে হয়েছে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের। স্কুলের কল থেকে এক ঘন্টার বেশি পানীয় জল পাওয়া যায় না আমরা সংবাদ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যাতে এই গ্রীষ্মকালের জল কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পায় ছাত্রছাত্রীরা। একই রকম ছবি ধরা পড়ল কুলতলির পাঁচুয়া খালি হাই স্কুলে। এই স্কুলে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৫০০ জন। পানীয় জলের জন্য তিনটি গভীর নলকূপ রয়েছে তার মধ্যে দুটি বিকল। একটি মাত্র পানীয় জলের গভীর নলকূপ থাকলে ও সেই পানীয় জলের গভীর নলকূপ থেকে প্রয়োজন মতন গ্রীষ্মকালে জল ওঠে না এমনই দাবি করছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বলেন, গ্রীষ্মকালে পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিন্তু স্কুলের যে সকল গভীর নলকূপ গুলি রয়েছে সে সকল গভীর নলকূপ বিকল হয়ে গেছে। এই বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কে বলা হয়েছে, খুব দ্রুতই জল কষ্টের সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাবে আমাদের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। গ্রীষ্মকালে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকা স্কুলগুলিতে তীব্র জল কষ্টের সমস্যা যেন নিত্যদিনের সঙ্গী। জলে কুমির আর ডাঙ্গায় বাঘ

তার মধ্যে এগিয়ে চলার অদম্য লড়াইয়ের ক্ষেত্রে জল কষ্টে যেন বাধা হয়ে দাঁড়ায় সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার বিভিন্ন স্কুলগুলিতে। কুলতলি ব্লকের জোড়া রমানাথ হাই স্কুলেও একইরকম সমস্যা। স্কুলের এক ছাত্রী বলেন, গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড সমস্যা হয় পানীয় জলের। প্রায় সময় স্কুলের যেসকল পানীয় জলের কলগুলি রয়েছে সেগুলোর বিকল হয়ে যায় ফলে সমস্যায় পড়তে হয় স্কুলের বহু ছাত্রছাত্রীদের। বহুবার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে আমরা অভিযোগ জানাই যে স্কুলের পানীয় জলের যে সব কল গুলি রয়েছে সে সব কলগুলি থেকে জল পড়ছে না। বাধ্য হয়েই পানীয় জল আনতে আমাদের স্কুলের বাইরে কয়েক কিলোমিটার হেঁটে যেতে হয়। গ্রীষ্মকালে সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের এই জল কষ্টের কথা জানার পর বারুইপুর মহকুমা শাসক সুমন পোদ্দার জানান, গ্রীষ্মকালের সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার বিভিন্ন স্কুলগুলি থেকে এমনই জল কষ্টের সমস্যা হয়। আমরা দ্রুত এই সমস্যা সমাধান করবো। কুলতলির বিধায়ক গনেশচন্দ্র মন্ডল এই বিষয়ে বলেন, গ্রীষ্মকালে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাওয়ার কারণে এই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার স্কুলগুলিকে। ইতিমধ্যেই সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকা গুলিতে গভীর নলকূপ বসানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে। যে সকল স্কুলগুলিতে পানীয় জলের কলগুলো বিকল হয়ে পড়েছে সে সকল স্কুলগুলিতে অতি দ্রুততার সাথে পানীয় জলের গভীর নলকূপ গুলি মেরামতির করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে কবে এই জলকষ্টের হাত থেকে মুক্তি পাবে সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার পড়ুয়ারা সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছি কুলতলির মানুষ।

মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে সাংবাদিক বৈঠক করে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানালেন পর্ষদ সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী বৃহস্পতিবার ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যে শুরু হতে চলেছে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক পরীক্ষা। তার আগে মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন পর্ষদ সভাপতি জানান, আগামী মে মাসের শেষ সপ্তাহে ২০২৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষণা করবে পর্ষদ। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে জানান, এই বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। যারা পরীক্ষায় বসতে চলেছে সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে শুভেচ্ছা জানান পর্ষদ সভাপতি। পরীক্ষার ফল কবে প্রকাশিত হবে, সেই বিষয়ে রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় এদিন জানান, আগামী মে মাসের শেষ সপ্তাহে ২০২৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষণা করবে পর্ষদ। উল্লেখ্য এ বছর ৬ লাখ ৯৮ হাজার ৭২৪ জন পরীক্ষার্থী মাধ্যমিকে বসতে চলেছে। পর্ষদ সভাপতি জানান, ৪০ হাজার ৫০০ পরীক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবারের মাধ্যমিকে। পাশাপাশি পরীক্ষা চালানোর জন্য ৩৫ হাজার ইনভিজিলিটর নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। চলতি বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে চলেছেন ৯৮৭ জন বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়া।

দুটি বাসের মধ্যে রেষারেষির অভিযোগ, যাত্রীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ভাঙচুর চালালেন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ দুটি বেসরকারি বাসের মধ্যে বিপদজনক রেষারেষির অভিযোগ, যাত্রীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ভাঙচুর চালালেন বাসে। হাওড়ার ডোমজুড়ের অঙ্কুরহাটি মোড়ের ঘটনা। দুটি বেসরকারি

বাসের মধ্যে রেষারেষির প্রতিবাদে যাত্রীরা ভাঙচুর চালালেন একটি বাসে। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে ডোমজুড়ের অঙ্কুরহাটিতে মোড়ে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে। পুলিশ সূত্রের খবর, হাওড়া থেকে আমতার ঝিকিরা এবং উদয়নারায়ণপুরের ডিহিভুরসুট রুটের দুটি বাসের মধ্যে যাত্রী তোলা নিয়ে রেষারেষি শুরু হয়। রাস্তার বেশিরভাগ অংশ জুড়ে দুটি বাসের মধ্যে বিপদজনকভাবে রেষারেষির কারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। এরপর ঝিকিরা রুটের বাসটি যখন অঙ্কুরহাটির কাছে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে ওভারটেক করে তখন ডিহিভুরসুট রুটের বাসের যাত্রীরা রাস্তায় নেমে পড়েন। বেশ কয়েকজন যাত্রী লোহার রড দিয়ে ঝিকিরা রুটের বাসটির উপর চড়াও হন। ভাঙচুর করা হয় ওই বাসে। কাঁচের টুকরো লেগে ওই বাসের দু'জন যাত্রীও আহত হন। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন নিবড়া ট্রাফিক গার্ডের ট্রাফিক সার্জেন্ট। দুটো বাস এবং চালকদের আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আতঙ্কিত যাত্রীরা জানিয়েছেন যেভাবে চালকরা বাস চালাচ্ছিলেন তাতে যে কোনও মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। ঝিকিরা রুটের বাসের কন্ডাক্টার জানিয়েছেন কমিশন সিস্টেমে বাস চালানো হয়। তাই যাত্রী তোলা নিয়ে রেষারেষি থাকেই।

সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে অভিযুক্তদের ক্ষতিপূরণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আন্দোলনের নামে সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস বা নষ্ট করলে রাজ্য সরকার এখন থেকে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেখান থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে। আজ বিধানসভায় এই সংক্রান্ত দি ওয়েস্ট বেঙ্গল maintenance of public order সংশোধনী বিল পাস হয়েছে। বিলের উপর আলোচনার জবাবি ভাষণে অর্থপ্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য বলেন আইন মেনে ছয় মাসের মধ্যে আদালত থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র নিয়ে রাজ্য সরকার অভিযুক্তদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। পরে সেই সম্পত্তি বিক্রি করে এককাটি তহবিল গঠন করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। সেখান থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা এই ধরনের সম্পত্তি নষ্ট হলে তার সঠিক বাজার মূল্য নির্ধারণ করতে প্রশাসনিক আধিকারিকদের স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করার আর্জি জানিয়েছেন। পরে ধনী ভোটে বিলটি বিধানসভায় গৃহীত হয়।

হাওড়ার ৪৩ নং ওয়ার্ডে বসছে জলের নতুন পাইপ লাইন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বসছে জলের নতুন পাইপ লাইন। হাওড়ার ৪৩ নং ওয়ার্ডের জল সরবরাহে ভবিষ্যতে আর সমস্যা থাকবে

না, দাবি উপ পুর প্রশাসকের। শহরে বসছে নতুন পাইপ লাইন। হাওড়ার ৪৩ নং ওয়ার্ডের জল সরবরাহে ভবিষ্যতে আর সমস্যা থাকবে না। মূলতঃ মানুষের জলের সমস্যা মেটাতেই বসানো হচ্ছে নতুন এই পাইপ লাইন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হবে এই কাজ। হাওড়া পুরসভার ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের নন্দলাল মুখার্জি লেনে হচ্ছে এই কাজ। মঙ্গলবার ওই এলাকা পরিদর্শন করে কাজের অগ্রগতি ঘুরে দেখেন হাওড়া পুরনিগমের প্রশাসকমন্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরী। তিনি এদিন জানান, ওখানে ২১৬ মিটারের নতুন পাইপ লাইন বসছে। পুরানো পাইপ লাইন থাকার জন্য জল সরবরাহের সমস্যা হচ্ছিল। লাইনে মাঝেমধ্যে লিকেজ হচ্ছিল। তাই হাওড়া পুরনিগমের উদ্যোগে এই নতুন পাইপ লাইন বসানো হচ্ছে। এতে ভবিষ্যতে জল সরবরাহ করতে আর সমস্যা থাকবে না।

স্ক্যানিংয়ের সময় কলকাতা বিমানবন্দরে পড়ে গিয়ে আহত যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হলেন এক যাত্রী। লাগেজ স্ক্যানিংয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই হুড়মুড়িয়ে পড়ে যায় এই যাত্রী। ওই যাত্রীর নাম প্রদ্যুম্ন কুমার (৫৫)। তিনি বাংলাদেশি। রক্তাক্ত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বেসরকারি হাসপাতালে। বিমানবন্দর সূত্র মারফত খবর, ওই যাত্রী বিমানবন্দরে 'সি' পোর্টাল এলাকায় লাগেজ চেকিংয়ের জন্য যাচ্ছিলেন। তাঁর আচরণও স্বাভাবিকই ছিল। কলকাতা থেকে আগরতলাগামী বিমানে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, ব্যাগ ট্রলিতে নিয়ে যাওয়ার সময়ে পা হড়কে মুখ থুবড়ে পড়ে যান তিনি। তাঁর মুখ এবং নাক থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। বিমানবন্দরের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সহযাত্রীকে দিয়ে ভিআইপি রোডের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

প্রবাসী বাঙ্গালীদের জন্য অনলাইন পোর্টাল চালু করছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ সংস্কৃতির উন্নয়নে রাজ্য সরকার প্রবাসী বাঙ্গালীদের জন্য একটি অনলাইন পোর্টাল চালু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ আপন বাংলা নামে এই পোর্টালটির সূচনা করেন। এই পোর্টালের মাধ্যমে প্রবাসী বাঙালিরা বিদেশে বসেও রাজ্যের যে কোনো সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারবেন। অভিযোগ জানানো ছাড়াও বিনিয়োগ, বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন, পুজো কার্নিভাল, বইমেলা, চলচ্চিত্র উৎসবের মতো বড় অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তথ্য এই পোর্টালের মাধ্যমে তারা পাবেন বলে রাজ্য সরকারের তরফে আজ এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

ইংরেজিতে প্রশ্ন, বিধানসভায় শাসক ও বিরোধী পক্ষের বাদানুবাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ মাতৃ ভাষা দিবসে ইংরেজিতে প্রশ্ন করার জন্য বিজেপির মহিলা বিধায়ককে শিক্ষামন্ত্রীর কটাক্ষ করাকে কেন্দ্র করে এদিন বিধানসভায় শাসক ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়। এদিন বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি সদস্য অগ্নিমিত্রা পা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা নিয়ে ইংরেজিতে প্রশ্ন করেন। উত্তর দিতে উঠে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু মাতৃভাষা দিবসে ইংরেজিতে কথা বলার জন্য ওই বিধায়ককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. শিক্ষামন্ত্রীর ওই মন্তব্যে কটাক্ষের সুর রয়েছে বলে বিজেপি প্রতিবাদ করলে শাসক-বিরোধীদের বাদানুবাদ শুরু হয়। অগ্নিমিত্রা পাল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন তিনি দশ দিন আগে বিধানসভায় ওই প্রশ্ন জমা দিয়েছেন। বিধানসভায় ইংরেজিতে প্রশ্ন জমা দেওয়াই রীতি। সেখানে কেন তাঁর ইংরেজিতে প্রশ্ন করা নিয়ে কটাক্ষ করা হচ্ছে তা জানা নেই। এই প্রসঙ্গে পাল্টা বছর পাঁচেক আগে দাড়িভিটের ঘটনার প্রসঙ্গও টেনে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, দাড়িভিটের বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলনকারীদের মৃত্যুর বিচার এখনো হয়নি। এদিকে বিধানসভায় সামান্য একটি প্রশ্ন বাংলায় না করার জন্য কটাক্ষ করা হচ্ছে।

রাজ্যপালকে লোকায়ুক্তের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যপালের হাতে লোকায়ুক্তের মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আজ বিধানসভায় এই সংক্রান্ত দি ওয়েস্ট বেঙ্গল লোকায়ুক্ত সংশোধনী বিল ২০২৩ এর উপরে আলোচনার জবাবী ভাষণে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য বলেন, লোকায়ুক্ত এর বয়স সত্তর বছর বা তিন বছরের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রাজ্যপাল মনে করলে তার মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্যপাল লোকায়ুক্তর মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবেন। বিরোধী দলনেতাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীকে কেন সুপারিশ করার কথা বলা হচ্ছে তা নিয়ে বিজেপি বিধায়ক হিরন চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন। পরে ধ্বনি ভোটে বিলটি পাস হয়ে যায়।

বাড়ছে তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতার তাপমাত্রার পারদ ফের উর্ধ্বমুখী। কিছুটা বাড়ার পর মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি বেশি। এদিন মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যতটুকু মৃদু ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছিল, তাপমাত্রার পারদ চড়তেই শীতের সেই আমেজও উধাও হয়ে গিয়েছে শহর ও শহরতলি থেকে। মঙ্গলবার সকালে সেভাবে শীতের আমেজ অনুভূত হয়নি কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, রাজ্যে শীতের এবার বিদায়বেলা। আগামী কিছু দিন কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা চড়বে। গ্রাম বাংলায় ভোরের দিকে হালকা ঠান্ডা থাকলেও, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরম বাড়বে। উত্তরবঙ্গে অবশ্য এখনও ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে।

যুগাবতার ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৮৮তম জন্মতিথি উৎসব মহাসমারোহে পালিত হল বেলুড় মঠে

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ যুগাবতার ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৮৮ তম জন্মতিথি উৎসব মহাসমারোহে পালিত হল বেলুড় মঠে। মঙ্গলবার এই উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন ভোর ৪-৩০ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে মঙ্গলারতির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর বেদপাঠ ও স্তবগান হয়। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে ও মঠ প্রাঙ্গণে উষা কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে বিশেষ পূজা ও হোমের আয়োজন করা হয়। সকাল ৮টা থেকে সভামন্ডপেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। বেলুড় মঠ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্রহ্মচারীরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা করেন। এরপর স্বামী বিশ্বনাথানন্দজি মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও তার ব্যাখ্যা করেন। এরপর ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের ছাত্রবৃন্দ। স্বামী অমিতেশানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এরপর সভামণ্ডপে বংশী বদনে অংশ নেন ইন্দ্রজিত বসু। এরপর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুরের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক গীতিনাট্য 'পরম্পরা' পরিবেশিত হয়। নীলাঞ্জন নন্দী ভজন পরিবেশন করেন। এরপর হয় যন্ত্রসংগীত। পরিবেশন করেন রাহুল চ্যাটার্জী। বিকেল সাড়ে ৩টে থেকে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। বিষয় ছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ও বাণী। সভাপতিত্ব করেন স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজ। বক্তা ছিলেন স্বামী চেতনানন্দ মহারাজ, এবং স্বামী ঈশাত্মানন্দ মহারাজ এবং স্বামী রাঘবেন্দ্রানন্দ মহারাজ। এদিন বেলা ১১টা থেকে মা সারদা সদাব্রত ভবন থেকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে সন্ধ্যা আরতির আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ২২ ফেব্রুয়ারি, বুধবার সভামন্ডপে 'কোথায় আমার গৌরহরি', কল্পতরু নাট্যতীর্থ কর্তৃক যাত্রাভিনয় এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার মালদার কুতুবপুর গম্ভীরা সম্প্রদায় কর্তৃক লোকনাট্য এর আয়োজন করা হয়েছে। করোনা পরবর্তীকালে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা এবং ভক্তি সহকারে বেলুড় মঠে পালিত হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উসব। মঠে এই উপলক্ষ্যে এদিন ঢল নামে ভক্তদের।

হুগলি-বর্ধমান সীমানায় জিটি রোডে গাড়ি থামিয়ে গুলি, মৃত্যু ব্যক্তির

বনস্পতি দে, হুগলি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ রোমহর্ষক ঘটনা ঘটল হুগলি-বর্ধমান সীমানা লাগোয়া পান্ডুয়ার বোরাগড়ি এলাকায়। গাড়ি থামিয়ে এক ব্যক্তির মাথায়-বুকে গুলি করে খুন করল দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ এক ব্যক্তিকে জিটি রোডের উপরে গুলি করে এক দল দুষ্কৃতী। এক জনকে ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশ জানিয়েছে, বর্ধমানের দিক থেকে আসা একটি গাড়িতে চার জন আসছিল। মৃত ওই ব্যক্তি ওই গাড়ির ভিতরেই ছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। এর পর রাস্তার ফাঁকা জায়গা দেখে গাড়ি থামিয়ে, তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে তাঁর মাথায়, বুকে ও পাঁজরে তিনটি গুলি চালানো হয়। স্থানীয়রা ঘটনা দেখতে পেয়ে পান্ডুয়া থানায় খবর দিলে পুলিশ গিয়ে গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিকে উদ্ধার করে পান্ডুয়া হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানে ওই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। পুলিশ এই ঘটনায় একজনকে আটক করেছে ও গাড়িটিও নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। সকালে এক পরিচিতের মারফত এল খবরটা। তারপরেই যেন আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়। রাস্তার মাঝেই ভাড়া নিয়ে যাওয়ার সময় যে উদয়ন বিশ্বাসকে খুন করা হয়েছে, তা ভাবতেই পারছেন না তাঁর স্ত্রী ও পুত্র। তাঁদের দাবি, উদয়নের সঙ্গে কারোর কোনও শত্রুতা ছিল না। দিনভর তিনি গাড়ি চালানোর কাজ করতেন। এটাই তাঁর মূল পেশা। আর কোনও দিকেই নজর দেওয়া, বা মাথা ঘামানোর মতন ভ্রুক্ষেপ ছিল না উদয়নের। এই বিষয়ে এদিন উদয়নের ছেলে জানান, প্রত্যেকদিনের মতো বাবা এদিন সকালে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন। স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের সামনেই বাবা গাড়ি লাগাতেন ও যাত্রীদের তুলে নিয়ে ভাড়া খাটতেন। সেখানে থেকেই হয়তো এরা গাড়িতে উঠেছিল। আমার বাবাকে খুন করা হয়েছে। আমি দোষীদের শাস্তি চাই। উদয়নের ছেলে জানান, তাঁর বাবা আনুমানিক ২৫ বছর ধরে গাড়ি চালানোর কাজ করেন। এত বছর ধরে প্রচুর জায়গায় গিয়েছেন, কোনওদিন কোনও ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়নি। উদয়নের ছেলে আরও জানান, এক পরিচিতের সূত্র মারফত আমার মা প্রথমে খবর পান। তারপর আমি জানতে পারি। কি করব এখন কিছুই বুঝতে পারছি না। এই খুনের ঘটনায় সঠিক তদন্তের দাবি করেছে উদয়নের পরিবার। সূত্রের খবর অনুযায়ী, উদয়নকে খুনের পর তাঁর স্করপিওগাড়িটি নিয়েই পালানোর চেষ্টা করে ওই দুষ্কৃতীরা। সেই সময় খন্যান এলাকায় গাড়িটি খারাপ হয়ে যাওয়ায় পুলিশের জালে পড়ে যায় এক দুষ্কৃতী। তাকে জেরা করেই এই হত্যাকাণ্ডের ইতিবৃত্তান্ত খুঁজে বের করতে চাইছে পুলিশ। সেই সূত্রেই উদয়নের ঘনিষ্ঠ মহলের অনুমান, গাড়িটি চুরি করতেই এই নারকীয় হত্যা করা হয়েছে।

গঙ্গায় ইলিশ মাছের বৃদ্ধি ঃ সিফ্রির প্রয়াস

দুরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ । বাঙালির অন্যতম প্রিয় মাছ ইলিশ বর্তমান সময়ে প্রায় দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে আর বাজারে যেকটি অল্প সংখ্যক ইলিশ মাছ পাওয়া যায় তার বাজারমূল্য অনেক ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যায়। এই সকল বিষয়কে সামনে রেখে ভারতবর্ষের মৎস্যবিজ্ঞান গবেষণার অন্যতম পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত ব্যারাকপুরের কেন্দ্রীয় অন্তর্স্থলীয় মস্য গবেষণা সংস্থান তথা সিফ্রি গঙ্গা নদীতে ইলিশমাছের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তার সংরক্ষণের জন্যে বেশ কয়েকটি গবেষণামূলক উদ্যোগ নিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় চলা ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা নামক একটি প্রকল্প, যেখানে সিফ্রি মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য সংরক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগদান দিয়েছে। আর এই উদ্দেশ্যে সিফ্রি পশ্চিমবঙ্গের ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর তীরবর্তী স্থানে একটি নির্দিষ্ট গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন

করেছে যেখানে নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে কৃত্রিম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইলিশ মাছের ডিম্ ফুটিয়ে চারা তৈরি ও সেই সকল চারাকে পুনরায় গঙ্গা নদীতে সঞ্চার করা হয়। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ ঝাড়খন্ড রাজ্যের সাহিবগঞ্জের গঙ্গানদীর ওঝাতলী ঘাটে ১,৮০,০০০ ডিম্ পোনা ও ৩০০০ ইলিশ মাছের চারা সঞ্চার করা হয়। সিফ্রির এই কর্মকান্ডে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ঝাড়খন্ড রাজ্যের পূর্ব গাঙ্গেয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও রাজ্য মৎস্য দপ্তর। এই দিনের কর্মকান্ডের জন্যে প্রয়োজনীয় ইলিশ মাছের চারা ও ডিমপোনা সিফ্রির ফারাক্কাস্থিত গবেষণাকেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় (২৬.১০ সেলসিয়াস) অক্সিজেনপূর্ণ প্যাকেজিং-এর মাধ্যমে ঝাড়খণ্ডে পরিবহন করা হয়। এইদিনের সমগ্র ব্যবস্থাপনা ও তার পরিকল্পনার রূপায়ক ছিলেন সিফ্রির নির্দেশক ড. বসন্ত কুমার দাস। গঙ্গায় ইলিশ মাছ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় অন্তর্স্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থান বদ্ধপরিকর।

মাতৃভাষা দিবসে প্রান্তিক শিশুদের হাতে বর্ণপরিচয় ও আদর্শ লিপি তুলে দিল নব বারাকপুর থানা

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নব ব্যারাকপুর থানা উদ্‌যাপন করলো মঙ্গলবার দুপুরে প্রান্তিক শিশুদের হাতে বর্ণপরিচয় ও আদর্শলিপি তুলে দিয়ে। বাংলা ভাষার মর্যাদা এবং স্বীকৃতি দিতে এই অভিনব উদ্যোগ নব বারাকপুর থানার, যা রাজ্যে এই প্রথম বলেই মনে করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে অভিনব

উদ্যোগ নিল নব বারাকপুর থানা। পুলিশ মানুষের বন্ধু পুলিশ সমাজের বন্ধু, সেই পুলিশ বন্ধুর বার্তাকে সামনে রেখেই এই দিনটি উদ্‌যাপন করা হল ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জির উপস্থিতিতে। থানায় সমাজের প্রান্তিক বস্তি খুদেদের হাতে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দুর্লভ বর্ণপরিচয় (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) বং আদর্শ লিপি তৎসহ স্কুল ব্যাগ তুলে দেওয়া হল। থানার এহেন অভিনব ভাবনায় অভিভাবক রা কুর্নিশ জানান পুলিশ কর্মীদের। এই অভিনব উদ্যোগে সামিল হন নব ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। নব বারাকপুর থানায় বিশ্ব মাতৃভাষা দিবসে খুদেদের হাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় এবং আদর্শ লিপি পুস্তক তুলে দিলেন ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি,নব ব্যারাকপুর থানার আধিকারিক বিজয় কুমার ঘোষ, পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ। ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি ও নববারাকপুর থানার ওসি বিজয় কুমার ঘোষ জানান পুলিশ সমাজের বন্ধু। শুধু মাত্র চোর-ডাকাত ধরা কাজ নয়। পুলিশ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সামাজিক সেবা মূলক কর্মসূচি পালন করে থাকে। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। মঙ্গলবার থানার ওসির দু বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রান্তিক শিশুদের কেক ও চকলেট তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি এদিন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়িয়ে স্থানীয় পুরসভার শহীদ স্মারক মঞ্চে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান থানার ওসি বিজয় কুমার ঘোষ, নিউ বারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ সহ কচিকাচারা। তাদের হাতে দুর্লভ পুস্তক বর্ণপরিচয় এবং আদর্শলিপি শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান করার মধ্য দিতে দিনটি উদ্‌যাপিত করা হল। এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে সমাজের কাছে বার্তা আজও বর্ণপরিচয় আদর্শ লিপি বই প্রাসঙ্গিক। যা এই প্রজন্ম ভুলতে বসেছে।

ডিএ-র দাবিতে হাওড়া আদালতে সরকারি কর্মচারীদের কর্মবিরতি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ৩২টি সংগঠন ডাকে বাংলা জুড়ে যে কর্মবিরতি বা পেন ডাউন কর্মসূচি চলছে তাতে হাওড়া আদালতের সংগ্রামী কর্মচারী সংগঠনও সামিল হয়েছেন। সোমবারের পর মঙ্গলবারেও কর্মবিরতিকে সামনে

রেখে প্রতিবাদ মিছিল হয় মহার্ঘ্য ভাতার দাবিতে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের দাবীকে সমর্থন জানিয়ে এদিন সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনেও আন্দোলনে সামিল হলেন হাওড়া আদালতের সরকারি কর্মচারীরা। এদিন দুপুরে হাওড়া আদালত চত্বরে তারা বুকে ব্যাজ লাগিয়ে বিক্ষোভে দেখান এবং ধর্ণায় বসেন। আন্দোলনকারীরা জানান, উচ্চ আদালতের নির্দেশমতো তারা সোমবার সম্পূর্ণ কর্মবিরতি পালন না করলেও আজ মঙ্গলবার তারা সম্পূর্ণ কর্মবিরতি রেখে আন্দোলন করছেন। তাদের ৩১ দফা দাবি রয়েছে। যার মধ্যে প্রধান দাবি হলো বকেয়া ডিএ মেটানো। অবিলম্বে রাজ্য সরকার বকেয়া ৩৯ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা না মেটালে বড় আন্দোলনের হুমকি দেন আন্দোলনকারীরা। এদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে হাওড়া আদালত কর্মচারী সংগঠনের সদস্য সুদীপ্ত চন্দ্র চন্দ্র জানান, অর্থ প্রতিমন্ত্রী সরকারি কর্মচারীদের তিন শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আমরা তাতে সন্তুষ্ট নই। এখনও ৩৯ শতাংশ ডিএ আমাদের বাকি। আমরা পুরোটা চাইছি। তাই এই আন্দোলন বলে তিনি জানান। ওয়েস্ট বেঙ্গল কোর্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের হাওড়া জেলা সম্পাদক সুব্রত চাকী জানান, আমরা যৌথ মঞ্চের সঙ্গে মিলিত। যৌথ মঞ্চ যেভাবে নির্দেশ দেবে আমরা সেভাবে এগোব। বকেয়া ডিএ-র দাবিতে তাদের এই আন্দোলন বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, সোমবারের চেয়ে আজ মঙ্গলবার তারা তাদের আন্দোলন আরও জোরদার করেছেন। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া ডিএ-র দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ৩৬টি সংগঠনের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সোমবার থেকে দু'দিনের পেন-ডাউন বা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন। এর মোকাবিলায় কঠোর অবস্থান নিয়েছে রাজ্য সরকার। শনিবার সরকারি নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে খুব জরুরি চারটি কারণ ছাড়া কেউ সোমবার এবং মঙ্গলবার কাজে যোগ না-দিলে তাঁর চাকরি জীবনে ছেদ পড়বে।

হারানো মোবাইল ফেরানো হল যাত্রীকে

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০.০২.২০২৩ তারিখে প্রায় ১৫.৩০ ঘটিকায়, মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনে একজন কর্তব্যরত মহিলা আরপিএফ কর্মী স্টেশনের লাগেজ স্ক্যানার মেশিনের কাছে একটি মোবাইল ফোন খুঁজে পান। এই ফোনের কোনও দাবিদার খুঁজে না পেয়ে এবং যথাযথ নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পরে, তিনি এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। প্রায় ১৮.৩০ টায়, একজন যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে ফোনটির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাইকরণ এবং সমস্ত অফিসিয়াল আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে, ফোনটি তার কাছে হস্তান্তর করা হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৮৩ সংখ্যা, বুধবার, ৯ ফাগুন, ১৪২৯

রাজনৈতিক উত্থান পতন

সম্পাদকীয়

পাকিস্তান সৃষ্টি করে কোনও লাভ হয়নি সেটা বুঝতে প্রায় একটি বছর পার হয়ে গিয়েছিল জিন্না সাহেবের। তিনি যে উদেশ্য নিয়ে পাকিস্তান তৈরি করেছিলেন সেই উদ্দেশ্য সফলতা পায়নি বলে একটি সময়ে মন্তব্যও করেছিলেন। জানা যায় তিনি একটি সময়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি করে পাকিস্তানের কোনও উন্নতি হয়নি। বরং আর বেশি করে ক্ষতি হয়েছে। শিল্প স্থাপন করার কোনও রূপরেখা তৈরি করা যায়নি। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ ছিল ইসলামিক ধর্মে বিশ্বাসী জনগণের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র নির্মাণ করা। সেটা নির্মাণ করা সম্ভব হলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছেন ইতিহাসবিদেরা। তার কথা বলেছেন যে আজকে যে পাকিস্তানের দূরাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার বীজ বোপন করা হয়ে গিয়েছিল ১৯৪৭ সালেই যখন পাকিস্তান সৃষ্টি হল। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে ধর্মকে ভিত্তি করে। মানুষের রুজি রোজগারের ওপরে ভিত্তি করে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়নি। তার ফলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা শুধু মাত্র ধর্মের দিকে নজর রাখতে শুরু করেছিল। কিন্তু একটি রাষ্ট্র তৈরি করতে গেলে তার জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় এবং তাকে আরও বেশি মজবুত করতে গেলে আর্থিক উন্নতি কথা ভাবতে হয় সেটা কি তাহলে একেবারে অজানা ছিল পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের। বলা হচেছ যে পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা পাকিস্তানকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। পাকিস্তানের আর্থিক বা সার্বিক উন্নতির দিকে একবার মনোযোগ দেননি। ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে বেশির ভাগ শিল্প ভারতের অংশের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তার ফলে ব্রিটিশ শিল্পগুলির মালিক হয়ে গিয়েছিল ভারতীয় শিল্পপতিরা। তারা ভারতের আর্থিক উন্নতি কথাকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে শুরু করেন। এর জন্য বহবা দিতে হয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে। তিনি রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বৃহৎ শিল্প ভারতের নিয়ে এসেছিলেন। তার ফলে রানিগঞ্জ, দুর্গাপুর, আসানসোল বেশ উন্নতি লাভ করে। শিল্প ছাড়া নয়া ভারত গড়া একেবারে অসম্ভব সেটা জামশেদজি টাটা অনুভব করতে পেরেছিলেন। তিনি পণ্ডিত নেহরুকে বুঝিয়ে ছিলেন স্বাধীন ভারতকে শক্তিশালী করতে গেলে প্রয়োজন হচ্ছে শক্তিশালী শিল্পকারখানা এবং ব্যবসা বাণিজ্য। তার দিকে বেশি করে নজর দিতে শুরু করেন কেন্দ্রীয় সরকার। ব্রিটিশ পরিকাঠামোকে একেবারে ভেঙে ফেলা হয়নি। তাকে অক্ষত রেখেই তার ওপরে উন্নয়নের গতি আনতে চেষ্টা করেছে ভারতীয় শিল্পপতিরা। কিন্তু পাকিস্তানের শিল্পপতিরা সেই পথকে অনুসরণ করতে পারলো না। তারা সেখানে নয়া শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলো না সরকরের উদাসীন থাকার ফলে। তার ফল আজকে পাকিস্তানকে ভুগতে হচ্ছে। আজকে ইমরান খানকে বলতে হচ্ছে ভারত যা করেছে তা পাকিস্তান করতে পারেনি। ভারত থেকে পাকিস্তান শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি।

লোকসভায় বিরোধী জোট

লোকসভায় বিরোধী জোট তৈরি করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি দলের নেতারা যখন আসন্ন লোকসভার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে সামনে রেখে সেখনে মোদি বিরোধী কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না বিরোধী দলের নেতারা। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছিলেন। তিনি দিল্লিতে গিয়ে বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে বিরোধী জোট তৈরি করার পথটা খুলে দিয়েছিলেন। তিনি সেখানে বলেছিলেন বিজেপিকে পরাস্ত করাই হচ্ছে তাঁর মূল লক্ষ্য। তারপরে তিনি বিরোধী জোট করা নিয়ে বেশি দূর আর এগোতো পারেননি। কারণ শরদ পাওয়া পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন কংগ্রেস ছাড়া বিরোধী জোট করা একেবারে অসম্ভব। কংগ্রেসকে সঙ্গে নিতে হবে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের আবার কংগ্রেস সম্পর্কে এ্যালার্জি রয়েছে। ফলে বিরোধী জোটের কাজটা আপাতত থমকে রয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে একটি রাজনৈতিক দল বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলছে। জোট হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু কার্যত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তারা সংসদে বিজেপি দলকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস দলের সভাপতি সেই রাজনৈতিক দলের নাম প্রকাশ করেননি। আভাসে ইঙ্গিতে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে তীরটা ছুঁড়ে দিয়েছেন সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কংগ্রেসের আর শক্তি নেই। বিজেপি দলের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে যে রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন রয়েছে তা কিন্তু কংগ্রেস দল এখনও সংগ্রহ করতে পারেনি। কৃষকদের সঠিক পথ দেখাতে পারছে না কংগ্রেসে। স্বচ্ছ কৃষক নীতি গ্রহণ করতে পারেনি। জনগণের স্বার্থের কথা বলতে পারেনি কংগ্রেস। তার ফলে আজকে কংগ্রেস গ্রহণযোগ্য হারাতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি সঙ্গে লড়াই করতে গেলে ব্যক্তিগত শক্তি বা ভাবমূর্তির খুবই প্রয়োজন। যা মোদি করতে পেরেছেন রাহুল গান্ধি ভারত জেড়ো পদযাত্রা করেও তা তৈরি করতে পারেনি। এখন তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করতে শুরু করে দিয়েছে কংগ্রেস। তারা বলতে শুরু করেছে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামোকে দখল করে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ছড়ি ঘোরাতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের যে বাড়বাড়ন্ত রয়েছে তার মুলে রয়েছে কংগ্রেসের পরিকাঠামো। সেটাকে দখল করে নিয়ে কংগ্রেসকে দূর্বল করে দিয়ে তৃণমূল সরকার সেখানে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে। এতে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও বাহাদুরি নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন কংগ্রেসের সংগঠনের ওপরে ভিত্তি করে রয়েছে। ফলে কংগ্রেসের কাছে তৃণমূল কংগ্রেস একেবারে অচ্ছুৎ বলা যেতে পারে। ফলে বিজেপি জোট হওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসে এবং কংগ্রেসের দূরত্ব।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি

রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন,মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম।

ইউক্রেনের রাজধানি কিভতে উপস্থিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন

সারা বিশ্বের লোক জানতো যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন হোয়াইট হাউসেই রয়েছেন। অথচ ততক্ষণে তিনি ইউক্রেনের অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন। তিনি যে ইউক্রেনে আসছেন একমাত্র তাঁর সচিব ছাড়া আর কেউই জানতেন না। কাউকে না বলে তিনি একেবারে পোল্যাণ্ডে এসে উপস্থিত হন। তারপরে পোল্যাণ্ড থেকে রেল পথ ধরে ইউক্রেনের রাজধানি কিভে এসে উপস্থিত হয়েছেন। জেলেনস্কিও এই খবর জানতে পেরেছেন যখন প্রেসিডেন্ট বাইডেন পোল্যাণ্ডে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। পোল্যাণ্ডও রেল গাড়ি প্রস্তুত করে রেখে দিয়েছিল। তারা বাইডেনের সফর নিয়ে কোনও কথা আগ বাড়িয়ে কাউকে বলেনি। তার ফলে খুবই গোপনে বাইডেন ইউক্রেন সফর করলেন। তিনি যে ইউক্রেন আসবেন সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আগামি ২৪ ফেব্রুয়ারি হচ্ছে ইউক্রেন রুশ আক্রমণের একটি বছর পূর্ণ। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনও এই দিনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষন দেবেন। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এখন কোনও অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ব্যাখ্যা দিন যেমন দেবেন পাশাপাশি তিনি আবার নতুন করে যুদ্ধ পরিকল্পনার আভাসও দিতে পারেন। সেই কারণে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেন সফর করে রাখতেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা দিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আরও অস্ত্র দেওয়া হবে ইউক্রেনকে। পাশাপাশি তিনি বলেন, ইউক্রেন আজকে শুধু একা নয়, পাশে আমেরিকাও রয়েছে। যুদ্ধ জয় করার হুঙ্কার ছাড়তে শুরু করে দিলেন তিনি। গতকাল রাশিয়ার থেকে ফ্রান্সের দিকে তাক করে হুঙ্কার ছেড়ে ছিল রাশিয়া। রাশিয়া বলেছিল ফ্রান্সের নেপোলিয়ান রাশিয়া আক্রমণ করতে গিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে সেটা যেন মনে রাখে। ফ্রান্সকে বেশি বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করে দিয়েছে রাশিয়া। এরপরেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ইউক্রেন সফর যা রাশিয়া আশা প্রকাশ করতে পারেনি। আমেরিকা এখন দুটো শক্তিকে ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। একটি হচ্ছে রাশিয়া এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে চিন। চিনকে ইতিমধ্যে হুঁশিয়ারী দিয়েছে আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব ব্লাঙ্কেন। তিনি বলেছেন, চিন যেন আমেরিকার ভুখণ্ডে প্রবেশ না করে। তাহলে কিন্তু আমেরিকার তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। চিনের ওপরে চাপ তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। উত্তর কোরিয়াকে যেভাবে চিন উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আমেরিকা বেশ অসন্তুষ্ট। তারা এখন বলতে শুরু করে দিয়েছে চিনকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে কোরিয়াকে সংযত করার। কোরিয়া যদি সংযত না হয় তাহলে কী হবে তা কিন্তু পরিস্কার করে বলছে না আমেরিকা। এদিকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী সুনক আমেরিকার প্রেসিডেন্টে বাইডেনের ইউক্রেন সফরকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন আমেরিকার মতো ব্রিটেনও ইউক্রেনের পাশে রয়েছে। এদিকে আমেরিকার ওপরে চাপ সৃষ্টি হতে শুরু করে দিয়েছে। যুদ্ধ বন্ধ করার চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছে। বহু সেনেটের এখন বলতে শুরু করে দিয়েছে এবারে আমেরিকাকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যুদ্ধ বন্ধ করার। তার জন্য ব্লাঙ্ক চেক দিতে হবে। বাইডেনের কথায় যুদ্ধ শেষ হওয়ার কোনও বার্তা নেই। বাইডেনের ইউক্রেন সফরের ফলে যুদ্ধ এর মাত্র আর বৃদ্ধি পেল। তার ফলে আরও সম্ভব হলে একটি বছর বা তারও বেশি যুদ্ধ চলতে থাকবে। এদিন বাইডেন বলেছেন, আজ থেকে এক বছর আগে ইউক্রেনে যখন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তখন সবাই ভাবতে শুরু করেছিল ইউক্রেন দুর্বল। পশ্চিমীরা ইউক্রেনকে সমর্থন করবে না। কিন্তু সেটা একেবারে ভুল। আকাশ পথ ধরে রাশিয়া হামলা শুরু করবে তাকে প্রতিরোধ করা জন্য আন্টি আর্মার সিস্টেম দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, বাইডেনের সফর হচ্ছে ঐতিহাসিক, সময়মতো এবং সাহসী। সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন। আমেরিকার ইউক্রেনের জয়কে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে বলে জানান দিয়েছে। এবারে পোল্যাণ্ডে ওয়ারশতে বক্তৃতা দেবেন বাইডেন। এর পরে তার গোটা সফরসূচি গোপন রাখা হয়েছে। সম্ভবত তিনি ইংল্যাণ্ড সফরও করতে পারেন। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ গোপনে ইরাক সফর করেছিলেন। ২০০৩ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইরাকে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন আমেরিকা সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা জানতো যে জর্জ বুশ টেক্সাসে রয়েছেন। ঠিক এই রকমভাবে গোপনে কাবুল সফর করেছিলেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। আফগান পরিস্থিতি দেখতে গোপন সফর ছিল বারাক ওবামার।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী স্ত্রীর গোয়া সফর নিয়ে নাগরিকেরা ক্ষুব্ধ

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী স্ত্রী অক্ষতা মূর্তি গোয়াতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন ছুটি কাটাতে। তা নিয়ে ব্রিটেনের প্রথম সারির সংবাদপত্রগুলি খবর ফলাও করে ছাপতে শুরু করে দিয়েছে। লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে দিয়েছে ব্রিটেনের। সাধারণ মানুষেরা একেবারে নাজেহাল অবস্থায় রয়েছে। ঠিক সেই সময়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী অক্ষতা মূর্তি তাঁর সন্তানদের নিয়ে ভারতের গোয়ায় ছুটি কাটাতে এসেছেন। বেঙ্গালুরুর ইনফোসিসের কর্তা নারায়ণ কৃষ্ণমূর্তি মেয়ে অক্ষতা মূর্তি। বেঙ্গালুরু থেকে অক্ষতা তাঁর মা এবং দুই সন্তানকে নিয়ে গোয়া সফর করতে এসেছেন। তাঁর গোয়া সফরের ছবিও ভাইরাল হতে শুরু করে দিয়েছে ব্রিটেনে। জলক্রীড়াও অংশ গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীকে। সন্তানদের সঙ্গে তিনি জলক্রীড়া করতে শুরু করে দিয়েছেন গোয়ার সমুদ্র তীরে সেই ছবিও ফলাও করে প্রকাশ হতে শুরু করেছে ব্রিটেনের সংবাদপত্রে। ব্রিটেনের সংবাদপত্র থেকে বলা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন কেন্দ্র ইয়র্কশায়ারে পাদ দুই মাত্র কমে গিয়েছে। তার ফলে শীত আরও প্রকোপ সৃষ্টি করেছে। অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের কারণে ঘরে কেউ হিটার জ্বালতে পারছে না। এদিকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী সাত লক্ষ টাকা খরচ করে গোয়াতে সফর করতে গিয়েছেন। ব্রিটিশ রাজনৈতিকবিদেরা এই সফরের সমালোচনা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তারা বলতে শুরু করেছেন ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা যখন প্রায় টলমল অবস্থা তখন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী গোয়াতে গিয়েছেন ছুটি কাটাচ্ছেন। দেশের আর্থিক অবস্থার কথা তিনি একাবর ভাবছেন না। তার সুরাহারের কথা বলছেন না। ব্রিটেনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সুনক তো একেবারে বরিস জনসনের মতো আচরণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি তো আবার ইউক্রেনকে সমর্থন করছেন। তার ফলে ব্রিটেনকে সেনা এবং খাদ্য পাঠাতে হচ্ছে ইউক্রেনে। প্রতিরক্ষা খরচ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ব্রিটেনের আয় ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছ। এই অবস্থায় কী করে প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ভারতে গিয়ে গোয়াতে ছুটি কাটাচ্ছেন। ব্রিটেনের বিদুতের দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে প্রায় ষাট লক্ষ মানুষ হিটার জ্বালতে পারছে না। চল্লিশ লক্ষ শিশু না খেয়ে দিন কাটাতে শুরু করে দিয়েছে। তার মধ্যে অক্ষতা গোয়া সফর করতে শুরু করে দিয়েছেন তা নিয়ে ব্রিটেনবাসীরা একেবারে

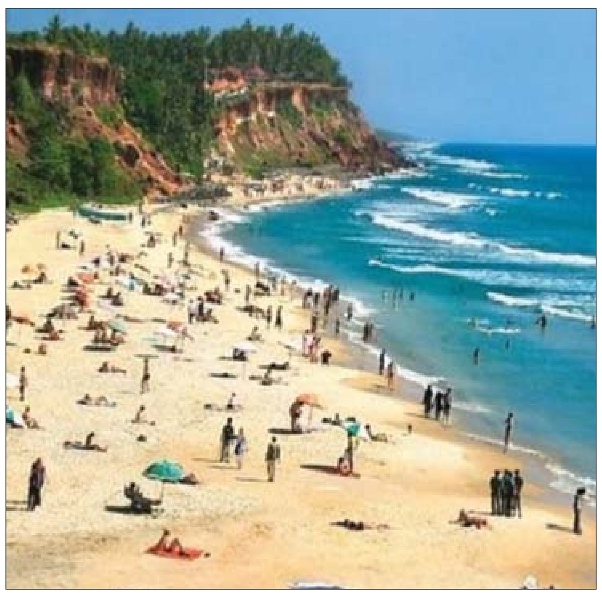

ক্ষোভ ফেটে পড়তে শুরু করেছে। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ইংল্যাণ্ড সফর করে গিয়েছেন। তিনি আরও সেনা এবং অস্ত্র দেওয়ার কথা বলতে এসেছিলেন। ব্রিটেন আরও বেশি সেনা এবং অস্ত্র দেওয়ার কথা বলেছে। তার ফলে ইউক্রেনকে ব্রিটেন সরকার আরও বেশি অস্ত্র এবং গোলাবারুদ দেবে। তার ফলে ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা খাতে খরচ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বিশ্বের জ্বালানির দাম বলতে গেলে একেবারে আকাশ ছোঁয়া। জ্বালানির অভাব ব্রিটেনে দেখা না দিলেও বহু কলকারখানা উৎপাদন ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে অতীতের মতো তেজি বাজার আর নেই। ফলে বাজার অর্থনীতি চাঙ্গা হতে পারছে না। এদিকে রাজনৈতিক দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সুনক নাগরিকদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ঘরে ডেকে নিয়ে এসে রাজনৈতিক চমক দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু খালি পেটে তো রাজনৈতিক চমক বেশি দিন টিকে থাকে না। এদিকে লেবার পার্টির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। সুনক সরকারের ওপরে ক্ষুব্ধ সরকারি কর্মচারিরা। তারা মাইনর বৃদ্ধি করার ব্যাপারে আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছে। রেল, ডাকঘর, থেকে শুরু করে হাসপাতালের কর্মীরা পর্যন্ত ধর্মঘট করতে শুরু করে দিয়েছে। পূর্ত দফতরের কর্মীরা বৃহত্তর ধর্মঘট করার দিতে পা দেবে বলে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে। এই রকম যখন দেশের পরিস্থিতি তখন প্রধানমন্ত্রী সনুকের স্ত্রী গোয়াতে গিয়ে জলক্রীড়া করতে শুরু করে দিয়েছেন তা নিয়ে পরিস্থিতি একেবারে উত্তপ্ত। তাতে দেশের কাছে বিদ্রুপের মতো লাগতে শুরু করে দিয়েছে বলে সবাই মনে করতে শুরু করেছে। এদিকে সুনকের ঘনিষ্ঠতার বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে ভারতের বহু স্কুলে সফর করতে শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী স্ত্রী অক্ষতা। তিনি সেখানকার বেশ কয়েকটি স্কুলে গিয়েছিলেন। সেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন। সুনকের স্ত্রীর সেবামূলক কাজের ব্যাপারে কোনও খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ হচ্ছে না। এদিকে অক্ষতা কোনও রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেননি বা সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথাও বলেননি। তিনি ভারতের বেশ কয়েকটি স্কুলের সঙ্গে সেবার কাজে জড়িত রয়েছেন। সেখানকার অভাব অভিযোগ দেখাশুনা করতে শুরু করে দিয়েছেন সেটা কিন্তু কেউ জানতে পারছে না। গোয়া গিয়েছেন তাঁর সন্তানদের আবদার রাখতে। তারা সমুদ্র দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। তার ফলে গোয়াতে যাওয়া। সেখানে বিনোদন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী সুনকের স্ত্রী গিয়ে উপস্থিত হননি। বিরোধীরা বলতে শুরু করেছে যে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী স্ত্রী তো একা যাননি। তার সঙ্গে নিরাপত্তা দফতরের আধিকারিকেরাও গিয়েছেন। তাদের ব্যয়ও তো বহুল পরিমাণে।

পাকিস্তান দেউলিয়া দেশে পরিণত হয়েছে

পাকিস্তান দেশ দেউলিয়ায় পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে। এখন সবার উচিত হচ্ছে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো। সরকরের ওপরে কোনও ভরসা করার দরকার নেই। সরকারের ওপরে ভরসা করলেই তার মৃত্যু অবধারিত বললেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফ। তিনি আবার মুসলিম লীগের নেতা। তিনি বলেছেন, আমরা একন একটি দেউলিয়া দেশের অধীনে বাস করতে শুরু করে দিয়েছি। এমন অবস্থায় সবার উচিত কাজ হচ্ছে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর। এছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। বিদেশি ঋণের বোঝা, মূল্যবৃদ্ধ এবং খাদ্য সঙ্কট ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে শুরু করে দিয়েছে। শাহবাজ শরিফ সরকারের তহবিলে যে পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা সঞ্চিত রয়েছে তা নিয়ে মাত্র দশ এবং পনেরো দিন আমদানির কাজ চালানো যাবে। রপ্তানি একেবারে বন্ধ বলা যেতে পারে। এই রকম পরিস্থিতিতে শিয়ালকোটে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর এই ধরনের উক্তিতে দেশবাসী আতঙ্কিত হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। অর্থনীতিতে চরম সঙ্কচ দেখা দিতে শুরু করেছে। তার ফলে আইএমএফ ঋণের দিকে তাকিয়ে রয়েছে পাকিস্তান। এদিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন যে আইএমএফরে ঋণ পাকিস্তানের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তিনি বলেছেন পাকিস্তানের নাগরিকদের এই সমস্যা সমাধানের সূত্র বের করতে হবে। ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আজকে পাকিস্তানের এই ধরনের হালত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। পাকিস্তানকে পরমানু শক্তিকে পরিণত করতে গিয়ে কোষাগার থেকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। বিদেশি অস্ত্র কিনতে গিয়ে পাকিস্তানকে কোষাগার ব্যবহার করতে হয়েছে। অফগানিস্তানে তালিবান জঙ্গিদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে গিয়ে পাকিস্তানকে অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। ভারতের বিরদ্ধে জঙ্গি পুষতে গিয়ে পাকিস্তানকে অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। কিন্তু আয় ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছিল সেই দিকে পাকিস্তান সরকার একবার নজর দেয়নি। তার ফলে পাকিস্তনের আজকে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য পাকিস্তান

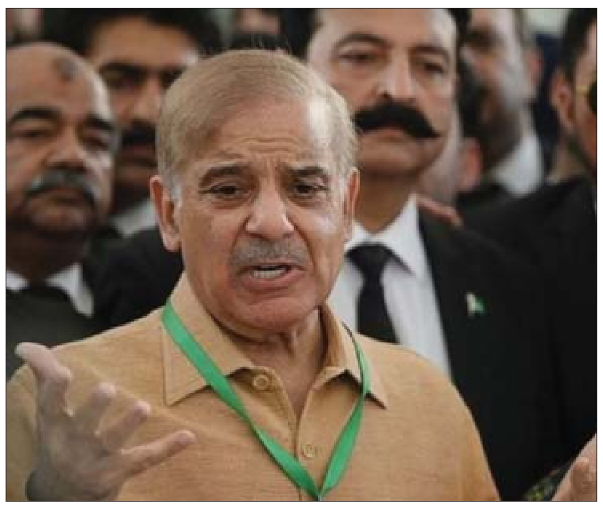

সরকার দায়ী। এর জন্য ইমরান খান দায়ী। তিনি তো একটি সময়ে ভারতকে শায়েস্তা করতে বিদেশ থেকে অস্ত্র কেনার ব্যাপারে সায় দিযেছিলেন। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইকে অতি সক্রিয় করে তুলেছিলেন ইমরান খান। বাদ ছিলেন না পাকিস্তানের আগেকার শাসকেরা। তারা কিন্তু ভারতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার পথকে পরিহার করতে শুরু করে দিয়েছিল। পাকিস্তানের যা বর্তমান পরিস্থিতি তা এর আগে কোনও সময়ে তৈরি হয়নি। বছরের পর বছর ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতায় জেরবার হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের অর্থনীতি। বহু বিদেশি ঋণে জর্জরিত ছিল পাকিস্তান সরকার। ভারতের প্রতিবেশী দেশটির আর্থিক কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। হুহু করে দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের। বন্যার দরুণ কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। তৈরি হয়েছে খাদ্য সঙ্কট। আমাদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রপ্তানি বলতে গেলে কিছুই নেই। উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে সঙ্কট ক্রমশ ঘোরালো হতে শুরু করেছে। এই রকম পরিস্থিতিতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলতে শুরু করেছেন দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে পাকিস্তান। এদিকে চিন হাত ধুঁয়ে বসে রয়েছে। তারা এখন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে পাকিস্তানকে ঋণ দিতে পারে যদি পাকিস্তান তাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ জমি বিক্রি করে দিতে পা লিজ দিতে পারে। করাচি বন্দর ব্যবহার করার দিকে আগ্রহ প্রকাশ করেছে চিন সরকার। শ্রীলঙ্কার একটি বন্দরকে যেমন চিন লিজ নিয়ে ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে ঠিক সেই রকম চিন এবারে পাকিস্তানের দিকে হাত বাড়াতে শুরু করে গিয়েছে। এদিকে চিন পাকিস্তানের কাছে আর্থিক করিডর তৈরি করে মুশকিলে পড়ে গিয়েছে। পাকিস্তান আর্থিক করিডর তৈরি করতে চিনকে সবুজ সঙ্কেত দিলে ভারত তাতে বাধা দিতে শুরু করেছে। ভারত থেকে এর প্রতিবাদ উঠতে শুরু করেছে। তার ফলে চিন এখন আর্থিক করিডর তৈরি করতে সময় নিচ্ছে।

দিনে হেয়ারড্রেসার, আর রাতে ড্রোন শিকারি

দিনের বলায় হেয়ার ড্রেসার, আর রাতের বেলায় তিনি ড্রোন শিকারি। ইউক্রেনের স্থানীয় একটি সেলুনে তিনি কাজ করেন। দিনের বেলায় তাঁর পেশা এক রকম আর রাতের বেলায় তাঁর পেশাটা একেবারে বদলে যায় তখন তিনি ড্রোন শিকারি। ৪১ বছরের বয়সী ওলেকসান্ডার শামশুয়ের মতো প্রায় হাজার হাজার ইউক্রেনবাসীরা রাতের বেলায় গোপনে কাজ করতে শুরু করেছেন। রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধে তারা স্বেচ্ছাসেবী সেনা বলে পরিচত। তারা সেনার হয়ে কাজ করতে এসেছেন নিজের ইচ্ছায়। আগামি ২৪ ফেব্রুরায়ি এক বছর পূর্ণ হবে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ। তবে এই যুদ্ধ কোথায় গিয়ে থামবে তা বলা খুবই কঠিন। তবে দেখতে পাওয়া গিয়েছে রাশয়া ইউক্রেন যুদ্ধ হওয়ার ফলে অস্ত্র কারখানা এবং তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তেলের জন্য হাহাকার পড়তে শুরু করে দিয়েছে সারা বিশ্বে। রাশিয়া এখন তেল বিক্রি করে অর্থ রোজগার করতে শুরু করেছে? আমেরিকা অস্ত্র বিক্রি করছে। ফলে তেল এবং অস্ত্র কারখানাগুলি এখন ব্যাপক ভাবে লাভ করতে শুরু করেছে। একটি যুদ্ধ যদি এই অতি লাভের পথ তৈরি করে দিতে পারে তাহলে কেন যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার কথা বলবে সবাই আরও চলুক না যুদ্ধ। ব্রিটেন তা অস্ত্র বিক্রি করতে শুরু করেছে। সারা দিন ধরে ব্রিটেনের অস্ত্র কারখানা খোলা রয়েছে। সেখান কাজ হচ্ছে। আমেরিকার অস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বিশ্বের সব শক্তিশালী দেশগুলি এখন অস্ত্র নির্মাণ করতে শুরু করেছে। বিশ্বে এখন অস্ত্র কেনার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। ইউক্রেনে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীর সদস্য হচ্ছেন শামশুর। তাঁর মতো বহু লোক সেনা বাহিনীতে নাম লিখিয়েছে। এদের মধ্যে কেউ ব্যবসায়ী এবং কেউ আবার আইনজীবী। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ব্যবহৃতঅস্ত্র সারিয়ে এদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সেই অস্ত্রে সাহায্যে শাহিদ ১৩৬টি ড্রোনকে নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। শামশুর বলেছেন তিনি খুব খুশি। কারণ তিনি দেশের হয়ে লড়াই করছেন। পাশাপাশি তিনি রোজকার কাজও করে চলেছেন। খদ্দেরদের চুল কেটে দেন। তাদের সঙ্গে গল্প করেন। তিনি কখনও পালান নি বা লুকিয়ে থাকেন নি। সেনাবাহিনীর দেওয়া জংলা পোশাকটা তিনি পরেন। তাতে অনেকগুলি ব্যাজ লাগানো রয়েছে। তার মধ্যে একটি লেখা রয়েছে ড্রোন হান্টার। তিনি বলেছেন, শত্রুরা যখন দরজায় তখন তা তাকে দেশের নাগরিক হয়ে তো কোনও কিছু করতে হবে. । দেশকে রক্ষা করতেই হবে। সাধারণ মানুষের হাতে খাবার পৌঁছে দেওয়া এবং যুদ্ধের সময় যারা গৃহবন্দি হয়ে রয়েছেন তাদেরকে উদ্ধার করাই হচ্ছে তাঁর কাজ। তার ওপরে রয়েছে শত্রু দেশের ড্রোনকে আকাশ পথ থেকে নামিয়ে আনা। যুদ্ধ নিয়ে কথা বলেন না কারোর সঙ্গে। তিনি বলেছেন জীবনটা শান্তি হোক। সেটাই কাম্য। তার মধ্যে অন্ধকারের কথা বলতে ভালো লাগে না।

‘আমাদের সন্তানদের বাংলা ভাষাটা ঠিক মতো আসে না’

(পূর্ব প্রকাশের পর)স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে বাংলা ভাষার পত্রপত্রিকার ওপরে ষিধাজ্ঞা জারি করতে শুরু করে দিয়েছিল ইংরেজ সরকার। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড বাংলা ভাষার পত্রিপত্রিকার ওপরে নিষেধ আরোপ করতে শুরু করেন। তার ফলে ‘বন্দে মাতরম’ এবং ‘যুগান্তস্বর’ পত্রিকা এক সময়ে প্রকাশিত হওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। বিপ্লবী তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল কিংসফোর্ডকে একেবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়ে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। বিপ্লবী অরবিন্দ একটি সময়ে বাংলা ভাষা বলতে পারতেন না এবং লিখতে পারতেন না। পরে তিনি যখন ভারতে এসে উপস্থিত হলেন তখন তিনি সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করলেন। মাতভাষাকে কোনও সময়ে ভুলে থাকা যায না একটি সময়ে বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন কবি নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁরা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে বাংলা ভাষা য়থেষ্ট শক্তিশালী ভাষা। আজকে হিন্দি ভাষার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়ার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে সরকার। কিন্তু সরকার কোনও সময়ে বলছে না যে ইংরেজি ভাষা এবং মাতৃভাষাকে ত্যাগ করা কিন্তু চলবে না। হিন্দি ভাষাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে বহু ভাষা চর্চার পথ একেবারে সুগম হচ্ছে না। প্রতিতি ভাষাকে মর্যাদা দিতে হবে। কোনও বাঙালি সন্তান যদি বলেন তার মুখে ঠিক মতো বাংলা ভাষাটা আসে না সেটা কিন্তু লজ্জার বিষয়। তবুও এই কথাটি পথেঘাটে ঘরে বাড়িতে প্রায় সময়ে শুনতে হয়। এটা কিন্তু বাঙালির জাতির নিশ্চয় গর্বের কথা নয়। বরং লজ্জার কথা। ইংরেজি ভাষা শিখবে নিশ্চয়। তবে বাংলা ভাষকে পরিত্যাগ করে নয় সেটা দেখার প্রয়োজন রয়েছে প্রতিটি পরিবারের।

পচা খাবার বিলি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়ির একটি স্কুলে সরকারি অনুষ্ঠান উপরক্ষ্যে পড়ুয়াদের পচা খাবার দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে উত্তজনা। মঙ্গলবার সেই খাবার খেয়ে বেশ কয়েকজন পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সফরে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শহরের স্কুলগুলি থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তার আগে প্রতিটি স্কুল থেকে ১৫০ জন করে পড়ুয়া শিলিগুড়ির বয়েজ হাইস্কুলে এসে জমায়েত হয়। সেখানে প্রত্যেকের জন্য অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতরের তরফে দুপুরে বিরিয়ানি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে সেই খাবার পচা ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এমনকি, সেই খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে বেশ কয়েকজন পড়ুয়া। বাতিল করা হয় সেই খাবার। পরে নতুন করে খাবারের ব্যবস্থা করার কথা উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পড়ুয়া থেকে শিক্ষকরা। অনেক শিক্ষকই পড়ুয়াদের নিয়ে সেখান থেকে চলে যান বলে জানা গিয়েছে। এদিকে যে দোকান থেকে খাবার এসেছিল তার মালিক জানান, আমাকে সোমবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে ১২৫০ প্যাকেট বিরিয়ানি দেওয়ার অর্ডার দিয়েছিল। সেই মতো আমি অর্ডারে ডেলিভারি করেছি। এখন সেই বিরিয়ানি যদি পরের দিন দুপুরবেলা খাওয়ানো হয়, তাহলে তো খুব স্বাভাবিকভাবে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে।

নেতার রহস্যমৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে ফের উদ্ধার হল বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ। বিজেপির বুথ সভাপতির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বালুরঘাটে। মৃত বিজেপি বুথ সভাপতির নাম সমীর পাহান(৪০)। বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কালাইবাড়িতে। পেশায় শ্রমিক। কালাইবাড়ি বুথের সভাপতি ছিলেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে বালুরঘাট ব্লকের ডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের নামাডাঙা ফরেস্ট থেকে সমীরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। যে ভাবে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে তাতে আত্মহত্যার তত্ত্ব খারিজ করে দিচ্ছে মৃতের পরিবার ও বিজেপি নেতারা। সমীরবাবুকে খুন করা হয়েছে বলেই অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। বিজেপি নেতার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের সঙ্গে তৃণমূলের কোন যোগাযোগ নেই বলেই জানিয়েছেন তৃণমূলের জেলা কো-অর্ডিনেটর সুভাষ চাকি। এদিকে এনিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হবেন বলে পরিবার ও বিজেপির তরফ থেকে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে অভিযোগ পেলে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হবে বলে বালুরঘাট থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এদিকে এনিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এনিয়ে টুইট করেছেন। ওই বিজেপি কর্মীকে খুন করা হয়েছে বলেই অভিযোগ করেছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

শ্রমিকদের পাট্টা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ এই প্রথম চা বাগানের শ্রমিকদের জমির পাট্টা প্রদান করা হল। মঙ্গলবার মাদারিহাটে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ব্লকের বন্ধ লঙ্কাপাড়া চা বাগান ও ঢেকলাপাড়া চা বাগানের শ্রমিকদের জমির পাট্টা প্রদান করা হয়। এদিন লঙ্কাপাড়া চা বাগানের ৯৩৮ জন ও ঢেকলাপাড়া চা বাগানের ৪১৬ জনকে জমির পাট্টা দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি শ্রমিকদের পাট্টা প্রদান করেন।

বিশ্বভারতীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

বিশ্বভারতীতে অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিয়েছে, খতম করতে হবে। উপাচার্য

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্বভারতীতে অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিয়েছে, খতম করতে হবে। মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে একথা বলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। এই কথার রেশ টেনেই তিনি ভাষা শহিদদের প্রতি প্রকৃত সম্মান জানানোর কথা বলেন। তাঁর মতে, শুধু ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, সেদিনের ভাষা শহিদরা অন্যায়ের বিরুদ্ধেও আসলে গর্জে উঠেছিলেন নিজের ভাষায়। তাই অন্যায়ের প্রকৃত প্রতিবাদ করতে পারলেই আজকের দিনে তাঁদের যথাযথ সম্মান জানানো হবে। মঙ্গলবার, আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষে বিশ্বভারতীতে সকাল থেকেই নানা অনুষ্ঠান চলছে। এদিন সকাল ৮টা নাগাদ পূরবী গেটের সামনে থেকে একটি পদযাত্রায় বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, আধিকারিক, অধ্যাপক, অধ্যাপিকারাও সামিল হন। পদযাত্রা শেষে বিশ্বভারতীর বাংলাদেশ ভবনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বলেন, বিশ্বভারতীতে অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে, খতম করতে হবে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই আসল কাজ। অনেকে হয়ত ভাবেন, অন্যদের সমস্যা, আমাদের সমস্যা নয়। কিন্তু মনে রাখবেন, একদিন অন্যের সমস্যাই আমাদেরও মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই হবে। আর তা করলেই আমরা ভাষা শহিদ রফিক, সালাম, জব্বারদের প্রতি যথাযথ মর্যাদা রাখতে পারব। এদিকে মঙ্গলবার যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে বিশ্বভারতীতে পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সকাল থেকে নানা অনুষ্ঠান পদযাত্রা ও বিশ্বভারতীর বাংলাদেশ ভবনে তৈরি হওয়া শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয় এদিন। আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষে বিশ্বভারতীতে সকাল থেকেই নানা অনুষ্ঠান চলে। গানে-আলপনায় স্মরণে উদভাষিত ওপার বাংলার শহিদের আমরণ। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'র সুরেই রক্তিম আলপনায় সেজে ওঠে শান্তিনিকেতন। গোটা বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বভারতীতেও পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এপার বাংলা-ওপার বাংলার পড়ুয়ারা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এক হল পদযাত্রায়, গানে, স্মরণে।

ভিন রাজ্যে মৃত কিশোর শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ রুটি-রুজির টানে ভিন রাজ্যে কাজে গিয়েছিলেন মালদার এক যুবক। ভেবেছিলেন বাইরে কাজ করে পরিবারের আর্থিক দুর্দশা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। কিন্তু তার আর ফেরা হল না। মঙ্গলবার ভোরে প্রতিবেশী রাজ্য উড়িষ্যা থেকে যুবকের কফিনবন্দি দেহ পৌঁছাল গ্রামের বাড়িতে। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনেরা। জানা যায়, মৃত ওই যুবকের নাম সানি আলি (১৭), বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানীপুর গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, স্থানীয় এক ঠিকাদারের মারফতে চলতি মাসের ৯ তারিখে সানি আলি উড়িষ্যায় জলের ট্যাংক নির্মাণের কাজ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে যাওয়া মাত্র ১১ দিন হয়েছিল। রবিবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া করে মায়ের সঙ্গে প্রায় ৩০ মিনিট ফোনে কথাও বলেন। ঘন্টাখানেক পরেই ফোনে ছেলের মৃত্যুর খবর শুনতে পান। মৃত্যু সানির বাবা আসিম আলি জানান, তার তিন ছেলে ও এক মেয়ে। সানি বড় ছেলে। অভাবের সংসার। ভুটভুটি চালিয়ে কোনরকমে দিন গুজরান করেন। পরিবারের অভাব দেখে দু'মুঠো ভাত জোগাড়ের আশায় বড় ছেলে উড়িষ্যায় কাজ করতে গিয়েছিল। সহকর্মী সূত্রে জানা যায়, ঔদিন রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে সকলে বিছানায় ঘুমাতে যান। সেই সময় সানির হেঁচকি উঠে। নিমেষের মধ্যে তার শরীর অবশ হয়ে পড়ে। সহকর্মীরা তড়িঘড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই খবর বাড়িতে পৌঁছাতেই পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। ছেলের অকাল মৃত্যুতে শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন মা-বাবা।

রেঞ্জ অফিসে তালা গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ হাতির উপদ্রবে অতিষ্ঠ বড়জোড়ার বনাঞ্চল সন্নিহিত একাধিক গ্রামের অধিবাসীরা। সামনেই মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। তাদের সুরক্ষার দাবিতে সংগ্রামপুর বীট অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গত ২ মাস ধরে বড়জোড়া বেলিয়াতোড় রেঞ্জ এলাকায় জঙ্গলি হতিরা তাণ্ডব চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে ৪ জন নীরিহ গরীব মানুষ প্রাণ গেছে হাতির আক্রমণে। বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই মুহুর্তে ৭৪ টি হাতি রয়েছে বড়জোড়া এলাকাতে। ৬ টি খুনে হাতি ঢুকে পড়েছে সংগ্রামপুর বিটে। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা লোকালয়ে হামলা চালাচ্ছে তারা। আতঙ্কে বাড়ির বাইরে বের হতে পারছেন না বাসিন্দারা। তার উপর মাধ্যমিকে পরীক্ষা। তাই ২৪ ঘন্টার মধ্যে হাতি তাড়ানোর দাবিতে মঙ্গলবার সংগ্রামপুর বিট অফিসে বিক্ষোভ দেখায় ৪-৫ টি গ্রামের বাসিন্দারা। বিট অফিসে তালা দিয়ে ঘেরাও করে রাখেন বিট অফিসার-সহ বন কর্মীদের। বিক্ষোভকারী রবিলোচন সিং বাঁকুড়া বন দফতরের কর্তাদের বিরুদ্ধে এক গুচ্ছ অভিযোগ এনে বলেন, আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আগামীকাল সকালেই হয়তো শুনবেন আমি কিংবা কোনো সহ নাগরিক হাতির পায়ে পিষ্ঠ হয়ে প্রাণ হারিয়েছি। বন মন্ত্রক ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে। একটা মানুষের জীবনের দাম কি ৫ লাখ টাকা? গরীব মানুষের এই মূল্য। অথচ সরকার এর সমাধান সহজেই করতে পারে। কিন্তু পকেট ভরানোর জন্য হাতি সমস্যা জিইয়ে রেখেছে। দীর্ঘক্ষণ তালা বন্দির খবর পেয়ে বড়জোড়া থানার পুলিশ এসে ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করে তালা খোলে।

জওয়ানকে পিষে দিল বালির ট্রাক

দুরন্ত বার্তা, রাজগঞ্জ, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মুরগিভিটা গ্রামে বাড়ির কাছেই পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ছুটিতে আসা এক সেনা জওয়ানের। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার। জানা গেছে, প্রতিদিনের মত এদিনও সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ সেই সময়ই একটি বালি বোঝাই ট্রাক পিছন দিক থেকে এসে তাঁকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন অঞ্জন রায় নামে ওই সেনাকর্মী। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তার আগেই সব শেষ। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে মঙ্গলবার সকালে এই দুর্ঘটনার পর এলাকায় তীব্র উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদে পথ অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, এই এলাকায় এমন দুর্ঘটনা নতুন নয়। রাস্তা চওড়ায় ছোট হওয়ার কারণে এই এলাকায় বার বার দুর্ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। এর আগেও দুর্ঘটনায় পথচলতি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তুলছেন গ্রামবাসীদের। দুর্ঘটনার পর বেলাকোবা ও রাজগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন তাঁরা। কিন্তু বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের ক্ষোভ গিয়ে পড়ে পুলিশের উপরেও। পুলিশের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছান ডিএসপি সমীর পাল ও রাজগঞ্জ থানার আইসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা বর্মণও। কিন্তু তাঁকেও গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। পরিস্থিতি এখনও বেশ উত্তপ্ত রয়েছে।

কর্মবিরতি পালন

দুরন্ত বার্তা, ইটাহার, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চের আহ্বানে ৪ দফা দাবির ভিত্তিতে এসআই অফিসের বাইরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন মঙ্গলবার ইটাহারে। এদিন উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লক নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ইটাহার চক্রের তরফে ইটাহার অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরের বাইরে এই কর্মসূচি পালন করা হয় সংগঠনের তরফে। মূলত, কেন্দ্র সরকারের আনুপাতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা সহ মহার্ঘ্য রিলিফ প্রদান, স্বচ্ছতার সাথে শূন্য পদে নিয়োগ ও অস্থায়ী কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করে রাজ্যে গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং মিড ডে মিলের দায়িত্ব থেকে শিক্ষকদের অব্যাহতি দেওয়া এই ৪ দফা দাবিতে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির তরফে ইটাহার এসআই অফিসের সামনে আজকের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি বলে জানা যায়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের ব্লক সভাপতি সুদীন কুমার ঝা, সম্পাদক গোলাম ইয়াসদানি, সদস্য অজয় চক্রবর্তী, সহিদুর রহমান, ওয়াসিম বাড়ি, পার্থ মিত্র, বিনা ওরাও, শ্যামলী মুর্মু সহ অন্যান্যরা। পাশাপাশি এদিন একই দাবিতে কর্মবিরতিতে সামিল হয় ইটাহার বিডিও অফিসের কর্মী, ভুমি সংস্কার দপ্তরে কর্মী সহ মারনাই অঞ্চলের এন.টি.বি.কে হাই মাদ্রাসা স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

সিপিএম নেতার বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধারে তরজা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ সিপিএম কর্মীর বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধার করতে গেলে গ্রামবাসীদের একাংশের বিক্ষোভের মুখে পুলিশ। এনিয়ে গ্রামে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বাধ্য হয়ে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার না করে বোমা উদ্ধার করে ফিরে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার তপন গ্রামে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, মঙ্গলবার ভোরে পুলিশকে জানিয়ে চার-পাঁচ জন তৃণমূল কর্মী বোমা রেখে গিয়েছিল। তারপরই পুলিশ পৌঁছে যায় বোমার কাছে। শুধুমাত্র সিপিএম কর্মীদের ফাঁসাতেই পরিকল্পিত ভাবে পুলিশ ও তৃণমূল এসব করছে। গ্রাম সূত্রে জানা গিয়েছে, এক সময় গ্রামে তৃণমূল সংগঠন করতেন ইয়াকুব শেখ। মাসচারেক আগে তিনি তৃণমূল ছেড়ে সিপিএমে যোগদান করেন। এনিয়ে গ্রাম্য বিবাদ শুরু হয়। দিন দুয়েক আগে ইয়াকুবের ছেলে পুকুরে স্নান করতে গেলে এক তৃণমূল কর্মীর ছেলের সঙ্গে বচসা হয়। এরপরেই ইয়াকুবের ছেলেকে থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে পুলিশ গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে পুলিশ অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে। মঙ্গলবার ভোরের দিকে ইয়াকুবের বাড়ির পিছন থেকে বালতি ভর্তি বোমা উদ্ধার করে। ইয়াকুবের স্ত্রী রুবিনা বিবির অভিযোগ স্বামীকে ফাঁসাতে পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশ করে ওই বোম রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, ভোরের দিকে কুকুর চিৎকার শুরু করে। উঠে দেখি তৃণমূলের সবীর, আলিব, চিন্টু, সিরাজরা বাড়ির পিছনে বালতিতে কিছু রেখে যায়। তার কিছুক্ষণের মধ্যে ওই জায়গায় পৌঁছে যায় মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। শুধুমাত্র আমাদের ফাঁসাতে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল এসব করছে। তা না হলে পুলিশ ওই জায়গায় কিভাবে পৌঁছল। এদিকে পুলিশ ও তৃণমূল কর্মীদের চক্রান্তের অভিযোগ তুলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামের একাংশ। তাদের দাবি যারা বোমা রেখে গিয়েছে তাদের গ্রেফতার করতে হবে। এরপরেই পুলিশ বোমা উদ্ধার করে গ্রাম ছাড়ে। ইয়াকুবের ভাই মহম্মদ ইসরাফিল হক বলেন, আমার দাদা গ্রামে জনপ্রিয়। দাদা তৃণমূল ছেড়ে সিপিএমে যোগ দেওয়ায় দুর্বল হয়েছে তৃণমূলের সংগঠন। তাই পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে দাদাকে ফাঁসানোর চেষ্টা। গ্রামের বাসিন্দা তৃণমূলের কালুহা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য মহম্মদ সিরাজ উদ্দিন বলেন, আগে গ্রামে কোন অশান্তি ছিল না। ইয়াকুব সিপিএমে যোগ দেওয়ার পর থেকে গ্রামে বোমা-বারুদের আমদানি হতে শুরু করেছে। আমরা চাই পুলিশ তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

চা বাগানে ভোট বয়কটের স্লোগান

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে পঞ্চায়েত ভোটের আগে 'নো রোড, নো ভোট' স্লোগান তুলে বিক্ষোভে শামিল চা বাগানের শ্রমিক ও বাসিন্দারা। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানের ৪ নম্বর লাইনে ওই বিক্ষোভ দেখানো হয়। জানা গিয়েছে, কিলকোট চা বাগানের প্রজা লাইন, ৪ নম্বর লাইনের রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় পরে রয়েছে। পাশাপাশি নিকাশি নালারও বেহাল দশা। পানীয় জল পরিষেবাও পাচ্ছে না বাসিন্দারা। দীর্ঘ কয়েক বছর আগে ওই রাস্তায় বালি বজরি পড়লেও তার পর থেকে আর রাস্তা সংস্কার করা হয়নি। বর্তমানে ওই রাস্তাটি কাঁচা অবস্থায় পড়ে আছে। এলাকার একমাত্র ওই রাস্তাটি দিয়ে রোজ কয়েক হাজার জনগণ সহ স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া যাতায়াত করে। রাস্তার বেহাল দশার ফলে সকলেরই যাতায়াতের সমস্যা হয়। ভোটের আগে ওই এলাকায় নেতারা গিয়ে রাস্তা পাকা করার আশ্বাস দিলেও ভোট পার হলেই আর কারও দেখা পাওয়া যায়না। পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাস্তাটি পাকা না করা হলে ওই সমস্ত এলাকার বাসিন্দারা এবার ভোট বয়কট করবে বলে হুমকি দেন। এলাকার বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘ বছর থেকেই এলাকার একমাত্র যাতায়াতের রাস্তাটি পাকা করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্তাদের দাবির কথা জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। বিভিন্ন এলাকার রাস্তাঘাট পাকা হচ্ছে। আমরা প্রত্যন্ত এলাকায় থাকি বলেই কি আমাদের অবহেলা করা হচ্ছে। বাধ্য হয়ে এদিন অরাজনৈতিক ভাবে আমরা ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভোটের আগে রাস্তা পাকা না করা হলে আমরা ভোট দেব না। দ্রুত রাস্তাটি পাকা করার দাবি জানিয়েছেন সকলেই।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, তুফানগঞ্জ, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের ধলপল চিকলিগুড়ি সংযোগকারী রাজ্য সড়ক সহ গ্রামের বিভিন্ন রাস্তা সংস্কারের দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে সড়কের ওপর টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ বিজেপি কর্মী -সমর্থকদের। মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ধলপল বাজার এলাকার ঘটনা। পথ অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ-১ ব্লক যুগ্ম বিডিও সহ তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। অবরোধকারী যুগল কিশোর দাসের দাবি, ধলপল থেকে চিকলিগুড়ি সংযোগকারী রাজ্য সড়কটির বেহাল দশা। মুমূর্ষু রোগী থেকে শুরু করে নিত্যদিন বহু সংখ্যক মানুষ এই রাস্তা ধরে চলাচল করেন। দীর্ঘ চার বছর ধরে বেহাল এই রাস্তা। একাধিকবার প্রশাসনকে জানানো হলেও সংস্কার হয়নি রাস্তা। এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি বুথের রাস্তাগুলো বেহাল দশা। দ্রুত সংস্কারের দাবিতে বাধ্য হয়ে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করছি। যদিও পরবর্তীতে ব্লক প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষোভকারীরা। এই পথ অবরোধের ফলে দীর্ঘক্ষণ কোচবিহার তুফানগঞ্জ রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। যদিও এ বিষয়ে মুখে কুলুপ এসেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী রাস্তার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন আর ঠিক তারপরে বিরোধীদের এই বিক্ষোভের ফলে রীতিমতো অস্বস্তিতে শাসক শিবির।

রেইনকোট প্রদান করা হল সিভিক ভলান্টিয়ারদের

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার দুপুরে কালনা থানায় আয়োজিত সিভিক ভলেন্টিয়ারদের বর্ষার জন্য রেইনকোট প্রদান, প্রতিবন্ধী মানুষদের হাতে ক্যাচার ও ট্রাই সাইকেল প্রদান অনুষ্ঠানে হাজির হলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপার কামনাশিষ সেন, এছাড়াও হাজির ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ধ্রুব দাস, কালনার এসডিপিও সপ্তর্ষি ভট্টাচার্য, কালনা থানার ওসি দেবাশীষ নাগ, কালনা পৌরসভার পৌরপতি আনন্দ দত্ত, উপ পৌরপতি তপন পড়েল, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুশীল মিশ্র সহ বিশিষ্টজনেরা। এ দিনের এই অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে পুলিশ সুপার কামনাশীস সেন বলেন, সিভিক ভলেন্টিয়াররা খুবই ভালো কাজ করছেন। কিন্তু তারা মাথায় রাখবেন ভালো কাজের জন্য তাদের যেমনি পুরস্কৃত করা হচ্ছে, তেমনি খারাপ কাজ করলে তাদেরকে সাজা দেওয়া হবে। তাই পুলিশের বদনাম হবে এমন কোন কাজ করবেন না, মঞ্চ থেকে এদিন জানান পুলিশ সুপার কামনাশিষ বাবু।

ট্রেলার ও লরির সংঘর্ষে মৃত ৩ শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ রেলের কাজের জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে জলপাইগুড়িতে গিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন শ্রমিক। মঙ্গলবার সকালে ট্রাক্টরে করে কাজে যোগ দিতে গিয়ে ঘটল ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। ট্রাকের সঙ্গে ট্রাক্টরের মুখোমুখি ধাক্কায় মৃত্যু হল ৩ শ্রমিকের। এছাড়াও আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১২ জন শ্রমিক। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি উল্লারডাবরির ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে। এমন ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে শ্রমিকদের পরিবারে। স্থানীয় সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে রেলের কাজ করতে এসেছিলেন মুর্শিদাবাদের বেশকিছু শ্রমিক। সকালে একটি ট্রাক্টরে করে এই শ্রমিকেরা কাজে যাচ্ছিলেন। ট্রাক্টরটি উল্লারডাবরি এলাকায় ৩১নং জাতীয় সড়কে পৌঁছনো মাত্রই ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। আহতদের উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা ৩ শ্রমিককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত প্রায় ১২ জন শ্রমিক। মৃত শ্রমিকদের নাম হল সুমন শেখ, হুসেন শেখ এবং কমল মাল। বাকি ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃত ও আহতরা সকলেই মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। রমেশ সরকার নামে এক শ্রমিক জানান, ট্রাক্টরে ১২ জনেরও বেশি শ্রমিক ছিলেন। তারা দুমড়িতে কাজ করতে যাচ্ছিলেন। তখনই ময়নাগুড়ি রোডে ট্রাক্টরের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। আহতদের সকলেই অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে তিনি জানিয়েছেন। শেখ সফিকুল নামে অন্য এক শ্রমিক জানান, আমারা মুর্শিদাবাদ থেকে সকলে এখানে কাজে এসেছিলাম। যারা ট্রাক্টরে আসছিলেন তারা ঢালাইয়ের কাজ করছিলেন। সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে কাজে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমরা সকলে আশেপাশের এলাকার বাসিন্দা। প্রসঙ্গত, এর আগের দিনই পথ দুর্ঘটনা ঘটেছিল জলপাইগুড়ির ফুলবাড়ি এলাকায়। রাস্তার ধারে নয়নজুলিতে উল্টে যায় একটি রড বোঝাই ১৪ চাকার ট্রাক। ট্রাকটি দুর্গাপুর থেকে অসমের দিকে যাচ্ছিল। ঘটনার পর গাড়ির ভিতরেই অনেকক্ষণ আটকে থাকেন গাড়ির চালক ও খালাসি। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও ঘটনা না ঘটলেও সামান্য আঘাত পেয়েছেন খালাসি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ এবং ফুলবাড়ি ট্রাফিক পুলিশ।

প্রাক্-বিড মিটিং অনুষ্ঠিত হবে ২৪.০২.২০২৩ তারিখে

দুর্গাচক রেল স্টেশনে রেলওয়ের জমিতে গতি শক্তি মাল্টি মোডাল কার্গো টার্মিনাল (জিসিটি) নির্মাণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কম/জি.২৭/জিসিটি/ডিজেডকে/১৭৭, তারিখ ২০.০২.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দঃপূঃরেলওয়ে, খড়্গপুর দ্বারা, আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in)-এর মাধ্যমে আপলোড করা, নিম্নলিখিত কাজে ই-টেন্ডার আহ্বান করার প্রেক্ষিতে বন্ধের তারিখ ০৯.০৩.২০২৩-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। • আবেদনকারীর ক্যাটিগরি ঃ ব্যক্তিবিশেষ/একচ্ছত্র মালিকানাধীন সংস্থা, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (এইচইউএফ), অংশীদারি সংস্থা, কোম্পানি আইন ২০১৩-এর অধীনে রেজিস্টার্ড কোম্পানি, সীমিত দায়বদ্ধতায় অংশীদারি সংস্থা (এলএলপি), রেজিস্টার্ড সোসাইটি/রেজিস্টার্ড ট্রাস্ট, জয়েন্ট ভেঞ্চার (জেভি)/কনসর্টিয়াম, রাজ্য/কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সরকারি/আধা সরকারি সংস্থা (উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও পৌর সংস্থা সহ) এবং বিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহ। • অবস্থান ঃ দুর্গাচক স্টেশনের ৬নং লাইনের সংলগ্ন প্রাপ্তব্য খালি জমি। • কাজের পরিধি ঃ www.ireps.gov.in-এ বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে। • চুক্তির মেয়াদ ঃ ৩৫ বছর। • সুবিধাদি ঃ টেন্ডারিংয়ের সময়ে মনোনয়ন চলাকালীন উল্লেখ করা বিড অনুযায়ী টার্মিনালের মাধ্যমে সমস্ত ইনওয়ার্ড এবং আউটওয়ার্ড রেকের ক্ষেত্রে টার্মিনাল চার্জ এবং টার্মিনাল অ্যাক্সেস চার্জের একটি অংশ পার্টি পাবেন। • অন্যান্য ব্যবসায়িক কাজের সুযোগ ঃ রেলওয়ের তরফে কোনও হস্তক্ষেপ ছাড়াই পার্টি দ্বারা ব্যবস্থিত মূল্যযুক্ত পরিষেবার ক্ষেত্রে ইউজার চার্জ/ফি ধার্য করা যাবে। • মনোনয়ন প্রক্রিয়া ঃ দুই প্যাকেট সিঙ্গল স্টেজ সিস্টেমের অধীন স্বচ্ছ, অবাধ ও প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে পার্টি/এজেন্সিকে মনোনয়ন করা হবে। • প্রাক্-বিড মিটিং ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়্গপুর, দঃপূঃরেলওয়ে, পোঃ খড়্গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১-এর অফিসে ২৪.০২.২০২৩ তারিখে বিকাল ৪টায় ধার্য করা হয়েছে। • যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সকল আগ্রহী পার্টিকে উপরোক্ত প্রাক্-বিড মিটিংয়ে হাজির থাকতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ-বিষয়ে কোনও অনুসন্ধানের/ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে অফিসের কাজের সময়ে ফ্রেট সেল/খড়্গপুর ডিভিশন. মোবাইল ঃ ৯০০২০৮১৯৫০ ও ৯০০২০৮১৯১৬-এ যোগাযোগ করুন।

(PR-1146) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়্গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
গ্রাহকদের সেবায় আমরা

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. জেএইচএস-টিডি-টেন্ডার-২০২২-১২ তারিখ ঃ ১৮.০২.২০২৩

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ট্রাকশান ডিসট্রিবিউশান), উত্তর মধ্য রেলওয়ে, ঝাঁসি আহ্বান করছেন সিলকরা ''ওপেন টেন্ডার'' অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) উল্লেখিত

কাজের বিবরণ	ই- টেন্ডার নং.	আনুমানিক মূল্য (টাকা)	বায়না মূল্য / দর নিরাপত্তা (টাকা)	সম্পাদনের তারিখ / গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়া থেকে
(১) ওএইচই মডিফিকেশান প্রস্তাবিত পিকিউআরএস ডিপো খুরান্দ স্টেশনে জেএইচএস-এমকেপি সেকশান ঝাঁসি ডিভিশনে। (২) ওএইচই মডিফিকেশান কুলপাহাড় স্টেশনে এফওবি সংক্রান্ত জেএইচএস-এমকেপি সেকশান ঝাঁসি ডিভিশনে।	জেএইচএস-টিডি-টেন্ডার-২০২২-১২	৬০৩৭৭৪৭.৬৯	১২০৮০০ /-	০৯ মাস

টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ঃ ১৬.০৩.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা

দ্রষ্টব্য ঃ (১) টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে ১৬.০৩.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। (২) সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্য এবং দরপত্র জমা করতে দয়াকরে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in। 275/23 (P)

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ১১৪২০২২২০২৩ তারিখ ঃ ২০.০২.২০২৩

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জিনিয়ারিং)/ উত্তর মধ্য রেলওয়ে/ প্রয়াগরাজ, আহ্বান করছেন ই-টেন্ডার প্রস্তাবিত ফর্মে উল্লেখিত কাজের জন্য ১৭.০৩.২০২২ বেলা ১৩.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্যাবলী নিম্নোক্ত ঃ-

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম	আনুমানিক মূল্য ₹	বায়না মূল্য ₹	সম্পাদনের মেয়াদ
১	৩৪৩	ট্রাকের কাজ ডবল এক্সিট সুবিধা সহ অ্যাক্সিডেন্ট রিলিফ ট্রেনের জন্য কানপুর লোকো ইয়ার্ডে অধীন ডেপু. সিপিএম/ জিএসইউ/ প্রয়াগরাজ।	₹ ৭২,৮২,৬৪৮.৯৩	₹ ১,৪৫,৭০০/-	০৮ মাস

টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ১৭.০৩.২০২৩, একই কাজের যোগ্যতা ঃ পি.ওয়ে কাজ। দ্রষ্টব্য ঃ ১. টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে ১৭.০৩.২০২৩ বেলা ১৩.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত। ২. উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্য এবং সঙ্গে টেন্ডারের নথিপত্র দেখতে দেখুন ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in। টেন্ডার খোলার বকেয়া তারিখ ১৭.০৩.২০২৩।

281/23 (DG)

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ইএলজি-১২৫-অনুপি-এটি-২১-২২, তারিখ ১৬.০২.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. ইএলজি-১২৫-অনুপি-এটি-২১-২২-এর প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনে ০১ বছরের জন্য রামপুরহাট-দুমকা শাখার টিআরডি রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্রেকডাউন কাজকর্মে আউটসোর্সিং। কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ ৩৩,৯৭,০৭২ টাকা। বায়নামূল্য জমা করতে হবে ঃ ৬৮,০০০ টাকা। টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ নেই। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ সময় ঃ ১০.০৩.২০২৩-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। টেন্ডার খোলা ঃ টেন্ডার বন্ধের পর যে কোনো সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/ বর্ণনা/ স্পেসিফিকেশনের জন্য এবং অনলাইনে বিড জমা করতে টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত হবে না। কোন ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে বাতিল করা হবে। (HWH-418/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

[illegible] ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: [illegible] তারিখ: [illegible] ২০২৩। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, UDAYNARAYANPUR
Udaynarayanpur, Howrah
E-Tender No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-1/BDO/22-23

Name of work: 1. Construction of Additional Girls Toilet at Harali High School, 2. Construction of Additional Girls Toilet at Manasri Gayaram High School. 3. Construction of Additional Girls Toilet at Chakgarah J.S. Vidyamandir, 4. Construction of Additional Girls Toilet at Ashanda Adarsha Sikshasadan. Estimated Amount: Rs. 250000.00. Period of Completion: 30 Days. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur Development Block

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah

Name of the Scheme:- Drinking water scheme at Peno Dargatala under 15 th FC under Udaynarayanpur Panchayat Samity activity code 58100948. E-Tender No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-30/EO/22-23, Amount-Rs. 494387.00/- Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

e-Tender Notice

Pradhan, Pantihal GP under Jagatballavpur Block, Howrah invites e-Tender vide NIT No. Pant/84/2023, Pant/85/2023, Pant/86/2023, Pant/87/2023, Dated : 21/02/2023. Last date of submission of Bid 03/03/2023 upto 11 AM. For more information visit https://www.wbtenders.gov.in

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-Officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forest, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows

EOI No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
163/GPW/WBFDC/2022-23	Preparation of DPR, Design, plan outlay etc for Construction of Park, Nature Interpretation centre (NIC), Gardening, Landscaping, Beautification and Associated Public Amenities at Maidan Area, Kolkata	23.02.2023 (10.00 AM)	03.03.2023 (05.00 PM)

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
"Notice Inviting e-Tender No.-" WBMAD/UM/602/e-Tender/2022-23, Dated: 20.02.2023
(Various development work in different Ward under Uluberia Municipality). Details are available in the www.wbtender.gov.in

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6092
Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/Eng/NIT4/2e/23
Memo No-: 700/Eng/AS Dated : 21.02.2023

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for different civil works under this Municipality. Vide e-Tender ID No. 2023_MAD_478171_1-12. Closing date of Bid submission is 13.03.2023 up to 11.00 hours. Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website-https://wbtenders.gov.in

Sd/-Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

কোরিয়ানদের মতো গ্লাস স্কিন পেতে ঘরেই বানিয়ে ফেলুন বিশেষ ফেসপ্যাক, রইল টিপস

ঝকঝকে ত্বক কে না পেতে চান। তাই তারা নানা ভাবে তা পেতে

চেষ্টা করেন। তাই এই কলম ধরা। দাগহীন ত্বক পেতে বিশেষ করে কোরিয়ান মহিলাদের মতো গ্লাস স্কিন পাওয়ার জন্য তো হাজার হাজার টাকা খরচা করতেও পিছপা হন না অনেকেই। তবে জানেন কি, ঘরেতেই রয়েছে এমন কিছু জিনিস যা ব্যবহার করলে, খুব সহজেই পাবেন গ্লাস স্কিন। কী করবেন? প্রথমেই বলা যেতে পারে প্রয়োজন ত্বক ভাল রাখতে ক্লিনজিং ব্যাপারটাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। তাই ত্বক পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত জরুরি। এ ব্যাপারে সাবান নৈব নৈব চ। বরং ফেসওয়াশ কিংবা বেসন দিয়ে নিয়মিত ত্বক পরিষ্কার করুন। আর তার পরেই রয়েছে কিছু ফেস সিরাম বা ফেসপ্যাক। যা কিনা খুব সহজে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন। যেমন - ২ টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেল নিন। এবার তার সঙ্গে মেশান ১ চা চামচ হলুদ আর ১ চা চামচ গ্লিসারিন। এবার এই মিশ্রণ গোটা মুখে লাগিয়ে মিনিট পনেরো রেখে দিন। তারপর হালকা গরম জলে ধুয়ে নিন। আপনি চাইলে এই সেরাম ফ্রিজে রেখে সংরক্ষণ করতে পারেন ৭ দিন পর্যন্ত। একদিন ছাড়া ছাড়া মাখতে পারবেন এই সেরাম। পাবেন উজ্জ্বল ত্বক, দাগছোপও দূর হবে। এই সেরামে থাকা গ্লিসারিন শুষ্ক ত্বকের জন্য বিশেষ করে উপকারী। একমুঠো চাল নিয়ে রাতে জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে সেই জল দিয়ে মুখ ধোবেন। এটা করুন নিয়মিত। ভাতের ফ্যান কিন্তু দারুণ কাজ করে স্কিনের জন্য। ভাতের ফ্যান ঠান্ডা করে মুখে মেখে ম্যাসাজ করুন। কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেলুন। ত্বক হবে টান টান। সপ্তাহে অন্তত ৩ বার এটি করুন। অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন এই পেস্ট মুখে মাখুন। দেখবেন ত্বক একেবারে ঝকঝকে হয়ে উঠবে।

ব্রণ কমাতে গোলাপ জল, কী ভাবে ব্যবহার করবেন

সাজগোজের ক্ষেত্রে গোলাপ জলের ব্যবহার সম্পর্কে প্রায় সকলেই অবগত! ত্বকে নিয়মিত গোলাপ জল লাগালে পারলেই কিন্তু অনেক সমস্যার সমাধান হয়। ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকে, ত্বক টানটান ও মোলায়েম থাকে। ত্বকের যে কোনও ধরনের জ্বালা অথবা লালচে ভাব কমাতেও সাহায্য করে। ব্রণ কমাতেও গোলাপ জল খুবই কার্যকর কেন প্রশ্নটা সকলেই প্রায় করেন। গবেষণায় দেখা গেছে, গোলাপ জলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং ফেনোলিকস আছে। যা প্রাকৃতিক ভাবে অ্যান্টিইনফ্লামেটরি। তাই ব্রণ সারাতে কার্যকর গোলাপ জল। এর অ্যান্টিসেপটিক এবং অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল উপাদান ত্বকের ক্ষত, পোড়া ও দাগছোপ কমায়। জেনে নিন, ব্রণ সারাতে কী ভাবে গোলাপ জল কাজে লাগাবেন। **গোলাপ জলের স্প্রে**- প্রথমে ফেসিয়াল ক্লিনজার দিয়ে মুখ ভালো ভাবে পরিষ্কার করে নিন। মুখে গোলাপ জল স্প্রে করে ২০ সেকেন্ড অপেক্ষা করুন। তারপর টিস্যু দিয়ে মুখ মুছে ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন। সারা দিনে ৪ বার মুখে গোলাপ জল লাগাতে পারেন। **ভিটামিন সি এবং গোলাপ জল**- ফেসিয়াল ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিন। এবার ভিটামিন সি ট্যাবলেট গুঁড়ো করে তার সঙ্গে গোলাপ জল মেশান ভালো করে। ব্রণের জায়গায় এই মিশ্রণটি লাগিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। তারপরে ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। দিনে একবার এটি করলেই যথেষ্ট! **লেবুর রস এবং গোলাপ জল**- ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে মুছে নিন। তারপর গোলাপ জলের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে পুরো মুখে লাগান। ১৫ মিনিট পরে ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। ব্রণ না কমা পর্যন্ত সপ্তাহে ৩-৪ বার এই মিশ্রণটি মুখে প্রয়োগ করুন।

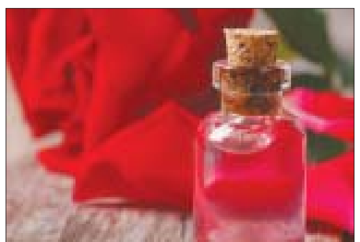

মুলতানি মাটি এবং গোলাপ জলের ফেস মাস্ক- ক্লিনজার দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। এবার ১ টেবিল চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে ১ টেবিল চামচ গোলাপ জল মিশিয়ে মুখে ফেসপ্যাকের মতো লাগান। শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২-৩ বার এই ফেস প্যাক লাগান। **বেকিং সোডা এবং গোলাপ জল** -২ চা চামচ বেকিং সোডা আর ২ চা চামচ গোলাপ জল মিশিয়ে নিন। ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে এই পেস্টটি লাগিয়ে নিন। কিছুক্ষণ বৃত্তাকার গতিতে মুখে ম্যাসাজ করুন। তারপর ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ৩ বার এটি করুন। **আপেল সাইডার ভিনেগার এবং গোলাপ জল** - প্রথমে ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিন। এবার ২ চা চামচ আপেল সাইডার ভিনেগারের সঙ্গে কিছুটা গোলাপ জল মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি মুখে লাগিয়ে শুকাতে দিন। তারপর নন-কমেডোজেনিক ময়েশ্চারাইজার লাগান। দিনে ১২ বার এটি করতে পারেন।

পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে উদ্যোগ রেলের, মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন বাড়তি স্টপ ১৩টি ট্রেনের

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে চার মার্চ পর্যন্ত চলবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রায় সাত লক্ষ পড়ুয়া জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বসতে চলেছে। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন বাড়তি পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরীক্ষা চলাকালীন এক ডজনেরও বেশি লোকাল ট্রেন অতিরিক্ত স্টপেজে দাঁড়াবে। সকাল ১০টা থেকে ১১ টা ৪৫ মিনিট এবং দুপুর তিনটে থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত অতিরিক্ত স্টপেজ দেবে। শিয়ালদহ- রানাঘাট সেকশনে- পলতা, জগদ্দল, কাঁকিনাড়া, পায়রাডাঙা স্টেশনগুলিতেও অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়া হবে। একইভাবে বারাসত -বনগাঁ সেকশনের বিভূতিভূষণ হল্ট এই বাড়তি স্টপেজের আওতায় রয়েছে। লোকালগুলি হল-শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর সিটি, শিয়ালদহ-লালগোলা, শিয়ালদহ-শান্তিপুর, শিয়ালদহ-বনগাঁ, কলকাতা-লালগোলা, শিয়ালদহ-রানাঘাট, কল্যাণী সীমান্ত-শিয়ালদহ, কৃষ্ণনগর সিটি- শিয়ালদহ, লালগোলা-শিয়ালদহ, কৃষ্ণনগর সিটি-শিয়ালদহ, শান্তিপুর-শিয়ালদহ।

উত্তর-পূর্ব রেলের ট্রেনগুলির চলার সময়কাল বাড়ানো হচ্ছে

গোরখপুর ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার জন্য, আগে চলমান নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির চলার সময়কাল নিম্নরূপ রেল প্রশাসন দ্বারা বাড়ানো হচ্ছে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ, সময় এবং দিন একই থাকবে এবং কোচের গঠন সংশোধন করা হবে। ০২৫৭৫ হায়দ্রাবাদ- গোরখপুর সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন যা আগে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২৩ পর্যন্ত চলছিল তা ৩০ জুন, ২৩ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সংশোধিত রেকের কাঠামো অনুযায়ী, এই ট্রেনে এসএলআরডি আছে। ০১ টি কোচ, ০১টি জেনারেটরশ-কামশ-লাগেজ ভ্যান, ০২টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, ০৭টি স্লিপার ক্লাস, ০৯টি শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত তৃতীয় শ্রেণি এবং ০২টি শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত দ্বিতীয় শ্রেণির কোচে ২২টি কোচ লাগানো হবে। ০২৫৭৬ গোরখপুর-হায়দরাবাদ সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন যা আগে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত চলছিল তা ২ জুলাই, ২৩ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সংশোধিত রেকের কাঠামো অনুযায়ী, ০২৫৭৫ / ০২৫৭৬ হায়দ্রাবাদ- গোরখপুর-হায়দ্রাবাদ স্পেশাল ট্রেনে ০২টি এসি সেকেন্ড ক্লাস, ০৯টি এসি থার্ড ক্লাস, ০৭টি স্লিপার ক্লাস, ০২টি সাধারণ সেকেন্ড ক্লাস এবং ০২টি জেনারেটর কাম লাগেজ ভ্যান কোচ সহ মোট ২২টি কোচ থাকবে। রোপণ করা ০৭৬৫১ জালনা-ছাপড়া সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন, যা আগে ০১ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত চলছিল, ১১ মে, ২৩ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ০৭৬৫২ ছাপড়া- জালনা সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনের কার্যক্রম যা আগে ০৩ মার্চ, ২৩ পর্যন্ত চলছিল তা ০২ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সংশোধিত রেক কম্পোজিশন অনুযায়ী, ০৭৬৫১/ ০৭৬৫২ জালনা- ছাপড়া- জালনা স্পেশাল ট্রেনে ০১টি এসি সেকেন্ড ক্লাস, ০২টি এসি থার্ড ক্লাস, ১৬টি স্লিপার ক্লাস, ০২টি সাধারণ সেকেন্ড ক্লাস এবং এসএলআর ০২ কে কোচ সহ মোট ২৩ টি কোচ বসানো হবে।

পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য ৮টি বিশেষ পরিষেবা চালাবে মেট্রো

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক ও পরীক্ষকদের সুবিধার্থেমেট্রো রেল ২৩.০২.২০২৩ থেকে ০৪.০৩.২০২৩ এবং ১৪.০৩.২০২৩ থেকে ২৭.০৩.২০২৩ পর্যন্ত পরীক্ষার আগে এবং পরে ৫৬ মিনিটের ব্যবধানে পরিষেবাগুলি চালাবে, .০৯.০০ থেকে ২০.১৮ পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবাগুলি উপলব্ধ থাকবে। সেই সময়ে মধ্যে সপ্তাহের দিনগুলিতে ৫৬ মিনিটের ব্যবধান। এটি তাদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে এবং পরীক্ষার পর সহজেই যানজট এড়িয়ে বাড়ি ফিরে আসতে সহায়তা করবে শনিবারে (অর্থাৎ ২৫.০২.২০২৩, ০৪.০৩.২০২৩, ১৮.০৩.২০২৩ এবং ২৫.০৩.২০২৩) ৮ বিদ্যমান ২৩৪ পরিষেবাগুলিতে বিশেষ পরিষেবা যোগ করা হবে। ৪ নম্বর বিশেষ পরিষেবাগুলি ১০.০০ থেকে ১২.০০ ঘন্টার মধ্যে এবং ৪ নম্বর বিশেষ পরিষেবাগুলি পরীক্ষার দিনগুলিতে ১৫.০০ থেকে ১৭.০০ ঘন্টার মধ্যে চালানো হবে। মেট্রো রেলওয়ে সমস্ত পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানায়।

ভারতে শীঘ্রই নগদকে ছাড়িয়ে যাবে ডিজিটাল লেনদেন ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আশাব্যক্ত করে বলেছেন, ডিজিটাল লেনদেন খুব শীঘ্রই নগদকে ছাড়িয়ে যাবে, যেহেতু

ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই) ক্রমবর্ধমানভাবে দেশের সবচেয়ে পছন্দের অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা হয়ে উঠছে। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুং-এর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে, ভারতের ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউ পি আই) এবং সিঙ্গাপুরের পে নাও-এর মধ্যে সংযোগের সূচনা হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস এবং সিঙ্গাপুরের মুদ্রা কর্তৃপক্ষের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রবি মেনন ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে এই ব্যবস্থা চালু করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন বলেছেন, এই সুবিধা আমাদের প্রবাসী, পেশাদার, ছাত্র এবং তাঁদের পরিবারকে উপকৃত করবে। বর্তমান যুগে প্রযুক্তি আমাদের একে অপরের সঙ্গে বিভিন্ন উপায়ে সংযুক্ত করে। ফিনটেক একটি সেক্টর যা মানুষকে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত করে। সাধারণত, এটি একটি দেশের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু আজকের সূচনাটি ক্রস-বর্ডার ফিনটেক সংযোগের একটি নতুন অধ্যায় শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, ইউপিআই-পে নাও লিঙ্কেজ (ভারত ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে) চালু করা দুই দেশের নাগরিকদের জন্য একটি উপহার, যার জন্য তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। আমি এই জন্য ভারত ও সিঙ্গাপুর উভয় দেশের জনগণকে অভিনন্দন জানাই। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচি শাসন ও জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সংস্কার সম্ভব করেছে।

ভোটের পর ইএনপিও-র 'ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড' দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি অমিত শাহের

তুয়েনসাং (নাগাল্যান্ড), ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ভোটের পর ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড পিপলস অর্গানাইজেশন (ইএনপিও)-এর পৃথক রাজ্যের দাবি অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করা হবে। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ইতিমধ্যে নাগা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করেছে। আজ মঙ্গলবার নাগাল্যান্ডের তুয়েনসাং জেলা সদর শহরে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গতকাল দুদিনের নির্বাচনী সফরে এসেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ। গতকাল তিনি মন জেলা সদর শহরে নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। আজ তুয়েনসাঙে বিশাল নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, ইএনপিও একটি পৃথক রাজ্যের দাবি করছে। তাঁদের যুক্তি 'ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড' প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক অবহেলার দরুন উন্নয়ন সূচকে বাকি রাজ্যের পিছনে রয়েছে। তিনি বলেন, ইএনপিও-র দাবির যুক্তি আছে। বিজেপি সরকার শীঘ্রই নাগা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করবে। বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সরকার তা বাস্তবায়ন করতে অক্লান্তভাবে কাজ করছে। তিনি বলেন, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই প্যাটন এবং নাগাল্যান্ড প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তেমজেন ইমনা আলং সাক্ষী, কয়েক দশকের পুরনো সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্র অনেক প্রচেষ্টা করছে। তবে বিধানসভা নির্বাচনের পর 'ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড'- এর দাবি পূরণ করবে নতুন সরকার। এরই পরিপ্রেক্ষিতে

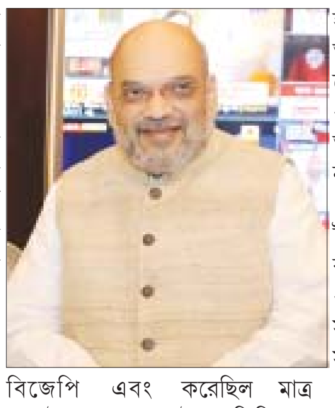

ভোটারদের বিজেপি এবং এনডিপিপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শাহ আরও বলেন, এই নির্বাচনে বিজেপি অন্যান্য দলের প্রার্থীদের সমর্থন করছে বলে কেউ কেউ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তাঁদের কথায় বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এটা অপপ্রচার, এর কোনও সত্যতা নেই। বিজেপি সরকারের প্রশংসা করে বলেন, ২০১৫ সাল থেকে নাগাল্যান্ডে মোট ৫৩ টি বড় পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনা সম্পর্কে মন্তব্য করে শাহ বলেন, এই প্রকল্পের অধীনে মোট ৫৫ হাজার মানুষকে বিনামূল্যে বাড়ি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মোদী সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের খতিয়ান তুলে ধরে অমিত শাহ বলেন, এই অঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়নে ৭ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মোদী সরকার ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের নাগাল্যান্ডে ৪,৮০০ কোটি টাকা রিলিজ করেছে। অথচ ২০০৯-২০১০ সালে কংগ্রেস সরকার বরাদ্দ করেছিল মাত্র ১,৩০০ কোটি টাকা। তিনি প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা, যা নাগাল্যান্ডের ১৪ লক্ষ পরিবারকে বিনামূল্যে চাল সরবরাহ করেছে এবং জল জীবন মিশনের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, এর দ্বারা রাজ্যের ২.৮০ লক্ষ পরিবার উপকৃত হয়েছে। তিনি আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচির বলে নাগাল্যান্ডের ৩ লক্ষ মানুষকে স্বাস্থ্য বিমায় অন্তর্ভুক্ত করেছে বলে জানান। রাজ্যের ভোটারদের স্মরণ করিয়ে অমিত শাহ বলেন, নাগাল্যান্ডের জন্য বাজেট চারগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৫০ বারের বেশি উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফর করেছেন। এটা সম্ভব হয়েছে কেবল মাত্র মোদী বলে। এর আগে কোন প্রধানমন্ত্রী কতবার উত্তরপূর্ব সফর করেছেন, জনতার কাছে জানতে চান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এখানে আসার পর নাগা মহিলারা যে সম্মান তাঁকে প্রদর্শন করেছেন, তাতে তিনি তাঁদের কাছে ঋণী এবং এর জন্য তিনি নাগাল্যান্ডের সকল মহিলার প্রশংসা করে তাঁদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা জানিয়েছেন শাহ। নাগাল্যান্ডের রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে একজন মহিলাকে নির্বাচিত করার জন্য অমিত শাহ রাজ্যের জনতার পাশাপাশি সার্বিকভাবে মহিলাদের কৃতিত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তিনি নাগা সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। দেশের জন্য নাগাদের আত্মত্যাগ কখনও ভোলা যাবে না। নাগাল্যান্ডে, বিশেষ করে পূর্ব নাগাল্যান্ড, যা আগে নেফা (নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি) নামে পরিচিত ছিল, সেখানে শান্তি ও উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করেছেন অমিত শাহ। আজকের সমাবেশে শাহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য দিতে গিয়ে জানান, ৭০ শতাংশ উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। সাত জেলা এবং ১৫টি থানা এলাকা থেকে ৬০ শতাংশ আফসপা সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) প্রত্যাহার করা হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে কংগ্রেস প্রান্তিক রাজ্য বলে যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য অবহেলা করত, সে সম্পর্কেও ওই দলকে তুলোধোনা করছেন তিনি। তিনি বলেন, ২০২৪ সালে কংগ্রেস দলকে দূরবিন দিয়েও দেশের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কোভিড সংক্রমণ কমে ৯৫, সুস্থতাও বাড়ল

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের ১০০-র নীচে নেমে এসেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৯৫ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়নি কারও। কেঃদ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশে সক্রিয় করোনা- রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১ হাজার ৯২১-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। নতুন করে ৯৫ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪,৪৬,৮৫,১৩২ জন। মৃতের সংখ্যা ৫,৩০,৭৬১-তে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫২,৪৫০ জন করোনা- রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৬ হাজার ৯১৪ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৩,৪৬,৯১৭। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ জানিয়েছে, ২০ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,১৬,২৬২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

জিরিবাম-ইম্ফল নতুন লাইন রেলওয়ে প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে তীব্র গতিতে

মালিগাঁও, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতীয় রেলওয়ে একাধিক নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার দ্বারা উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির রূপান্তরে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। জিরিবাম-ইম্ফল নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্প হলো উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, যা প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার পর্যায়ে। অন্যান্য সংযোগী প্রকল্পের পাশাপাশি দেশের অবশিষ্ট অংশের সাথে মণিপুরের রাজধানী

শহর ইম্ফলকে সংযুক্ত করার জন্য এই নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের কাজ জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। জিরিবাম- ইম্ফল নতুন লাইন রেলওয়ে প্রকল্পটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১১০ কিমি। কঠিন ভূখণ্ডের এই প্রকল্পে রয়েছে একাধিক সুড়ঙ্গ ও সেতু। প্রকল্পটির ৫২টি সুড়ঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা সুড়ঙ্গটি হলো ১২ নং সুড়ঙ্গ। ৮.৩০ কিমি দৈর্ঘের একটি প্যারালাল সেফটি টানেল সহ ৫২৯ মিটার আরসিসি রেম্প নিয়ে এর মোট দৈর্ঘ্য ১০.২৭৫ কিমি। ১২ নং সুড়ঙ্গটি দুর্বল মাটি সহ সবচেয়ে জটিল ভূতাত্ত্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম হয়েছে। এই প্রসারিত মাটির মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গের কাজ সবচেয়ে প্রত্যাহ্বানমূলক কাজ এবং প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য লজিস্টিক বাধা-বিপত্তির মতো সমস্ত ধরনের প্রত্যাহ্বান সত্ত্বেও কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য উত্তর -পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই জটিল সুড়ঙ্গের কাজের জন্য উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য ভার্টিক্যাল শ্যাফ্ট কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণত এই টেকনোলজি শুধুমাত্র মেট্রো প্রকল্পের জন্যই ব্যবহার করা হয়। ইম্ফল উপত্যকার জটিল ভূতাত্ত্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং ব্যালান্স টানেলিং স্ট্রেচ-এর নির্মাণ সময় হ্রাস করার জন্য ভার্টিক্যাল শ্যাফ্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। এর ফলে টানেলের কাজ দ্রুতিগতিতে সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। গ্যান্ট্রি ক্রেন ও অন্য আধুনিক মেশিনের সাহায্যে ভার্টিক্যাল শ্যাফ্ট-এর মাধ্যমে সমস্ত টানেলিং কাজ করা হবে। উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সবচেয়ে প্রত্যাহ্বানমূলক অঞ্চলগুলিতে বিস্ময়কর পরিকাঠামোমূলক কাজ সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য অর্জন করে আসছে। রেলওয়ের পক্ষ থেকে জিরিবাম-ইম্ফল প্রকল্পে অত্যধিক উচ্চতা ও পাহাড়ি সুড়ঙ্গগুলির সফল সমাপ্তির পাশাপাশি ব্যাপকভাবে সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

শিল্প সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকা সিলিং বহির্ভূত জমির মালিকানা দিতে উদ্যোগী রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে শিল্পায়নের পথ প্রশস্ত করতে শিল্প সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকা সিলিং বহির্ভূত জমির মালিকানা দিতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। এই জন্য রাজ্য বিধানসভায় ভূমি সংস্কার আইনের একিটি সংশোধনী আজ গৃহীত হয়েছে। সংশোধনীতে বলা হয়েছে, কোনও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান শিল্পতালুক, ফিনান্সিয়াল হাব, ফুড পার্ক, বায়োটেক পার্ক, লজিস্টিক হাব বা টাউনশিপ গড়তে চাইলে রাজ্য সরকার বা সরকারের অধীনস্ত কোনো উন্নয়ন সংস্থার মালিকানাধীন সিলিং বহিভূত খাস জমি নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে পুরোপুরি মালিকানায় নিতে পারবে। বর্তমানে রাজ্যের একটি সংস্থা বা ব্যক্তি হর্বোচ্চ ২৪.২ একর জমির মালিকানা রাখতে পারে। এটাই জমির সর্বোচ্চ সিলিং। কোন ও শিল্প সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এর বেশী জমি রাখলে তা ভূমি সংস্কার আইনের ১৪ ওয়াই ধারায় পরে যাবে। এই আইনে বলা আছে সিলিং বহির্ভূত জমি রাজ্য সরকার খাস করে দেবে। ওই খাস জমি সরকারের কাছ থেকেই আবার ওই সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান লিজের ভিত্তিতে নিয়ে ব্যবহার করতে পারবে। সংস্থা লিজ না নিলে সরকার তা খাস জমি হিসাবেই ফেলে রাখতে পারবে। অন্য কোনো সংস্থাকে তার পাট্টা দেওয়া হয় না। নতুন সংশোধনী তে বিরোধীরা বিলের বিরোধিতা করলেও শাসক দল বিলকে সমর্থন জানায়। বিলের উপর জবাবি ভাষনে বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব দেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। এই ক্ষেত্রে জমির সিলিং সংক্রান্ত ১৪ ওয়াই আইন কার্যকর হবে না। কত ফি হবে তা ঠিক করে দেবে সরকার বা সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সংস্থা। আইনগত ভাবে জমির মালিকানা পেতে আবেদন জানাতে হবে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে। এর ফলে বাড়বে বিনিয়োগ ও রাজস্ব বলে মনে করছে দপ্তরের আধিকারিকরা। এ ছাড়াও এই জমি আর্থিক সংস্থার কাছে বন্ধক রেখে আর্থিক সহায়তা পেতে প্রতিবন্ধকতা দূর হবে।

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত তুরস্কে পুনরায় ভূকম্পনে মৃত্যু ৩ জনের, আহত কমপক্ষে ২১৩ জন

আঙ্কারা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিপর্যয়ের দু'সপ্তাহের মধ্যে আবারও ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল তুরস্ক। এবারও কম্পন অনুভূত হয়েছে সিরিয়ায়। স্থানীয় সময় অনুযায়ী সোমবার সন্ধ্যায় শক্তিঃশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে তুরস্ক-সিরিয়া সীমান্তবর্তী অঞ্চল। ইউরোপীয় ভূমধ্যসাগরীয় সিসমোলজিক্যাল সেন্টার জানিয়েছিল, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৩, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ২ কিলোমিটার (১.২ মাইল) গভীরতায় ছিল উৎসস্থল। এরপর ৫.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় তুরস্কের দক্ষিণ হাতায় প্রদেশে, লেবাননের রাজধানী বেইরুটেও কম্পন টের পাওয়া যায়। ৬.৩ ও ৫.৮ তীব্রতার ভূমিকম্পের পর প্রায় ৩২ বার আফটারশক অনুভূত হয়। তুরস্কের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রক জানিয়েছে, তুরস্কের দক্ষিণ হাতায় প্রদেশে দু'টি নতুন ভূমিকম্পে কমপক্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ২১৩ জন আহত হয়েছেন। তিনটি স্থানে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজ চলছে। তুরস্কের পাশাপাশি সিরিয়া, মিশর এবং লেবাননেও অনুভূত হয়েছে কম্পন। উল্লেখ্য, এর আগে গত ৬ ফেব্রুয়ারি ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল সিরিয়া এবং তুরস্ক। রিখটার স্কেলে কম্পনমাত্রা ছিল ৭.৮। তার পর প্রায় ১০০ বার 'আফটার শক'-এ কেঁপে উঠেছিল তুরস্ক আর সিরিয়া। দু'টি দেশ মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা ৪৬ হাজার পেরিয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম শহীদ কোন্নগরের শফিউর রহমানের বাড়িটি ভাঙ্গাচোরা জীর্ণ দশায় উপেক্ষিত

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এই দিনে ১৯৫২ সালে বাংলাদেশের ঢাকায় কোন্নগর এর শফিউর রহমান মাতৃভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে প্রথম শহীদ হন তখন ১৯৫২ সাল। তার আগে শফিউর রহমান কোন্নগর হাই স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাস করে কলকাতা থেকে আই কম পাস করে বাবার সঙ্গে বাংলাদেশে চলে যান। সেখানে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সেই সময় ভাষা আন্দোলন শুরু হয় ১৯৫২ সাল মাতৃভাষার দাবিতে। সেই আন্দোলনে যোগ দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি প্রথম শহীদ হন কোন্নগর এর শফিউর রহমান বাংলাদেশ সরকার থেকে তাকে সম্মান জানিয়েছে অথচ শফিউর রহমানের বাড়ি কোন্নগরে সেই বাড়ি আজ ভাঙাচোরা জরা জীর্ণ দেওয়াল খসে পড়ছে। এদিন এই বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল খুবই খারাপ অবস্থা বাড়িটির। এই বাড়ি নীরব সাক্ষী বহন করে চলেছে শফিউর রহমানের স্মৃতি তার ভাই আশানুর রহমান বললেন এই বাড়িটা অবিলম্বে কোন্নগর পুরসভার দেখভাল করা উচিত। পুরসভাকে অনেকবার বলেছি তারা কিছুই করেনি সরকারের উচিত এই বাড়িটির দিকে নজর দেওয়া। এদিন কোন্নগর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাস টাউন তৃণমূল সভাপতি তন্ময় দেব অন্যান্য কাউন্সিলর এর বাড়িতে গিয়ে তার ভাইকে সম্বর্ধনা জানালেন অথচ পুরচেয়ারম্যানের সময় হলো না এখানে আসার। ভাইস চেয়ারম্যান এর বক্তব্য পুরচেয়ারম্যান অন্য কাজে গিয়েছেন। উপেক্ষিত শফিউল এর বসতবাটি।

দাদাসাহেব ফালকে-তে শ্রেষ্ঠ ছবি দ্য কাশ্মীর ফাইলস, সেরা আলিয়া-রণবীর

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে দাদাসাহেব ফালকে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব পুরস্কার। যেখানে আলিয়া ভাট এবং রণবীর কাপুর সেরা অভিনেতা এবং সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন। আর 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ছবিটি জিতেছে সেরা ছবির সম্মান। ''দ্য কাশ্মীর ফাইলস' সিনেমাটি সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার জিতে নেওয়ার পাশাপাশি অনুপম খের এই সিনেমার জন্য 'বহুমুখী অভিনেতা'র পুরস্কার জিতে নিয়েছেন। আলিয়া ভাট 'গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি'র জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন। সঙ্গে স্বামী রণবীর কাপুরের তরফ থেকে 'ব্রহ্মাস্ত্র'-র সেরা অভিনেতার পুরস্কারও নেন।

Name Change

I, SONALI GHOSH (Old Name) W/o PRADIP BISWAS residing at 5/10, Anandapur Mundapara, PS-Anandapur, Kolkata- 700107 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) MITA BISWAS (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/02/2023. SONALI GHOSH and MITA BISWAS both are same and one identical person.

Name Change

I, SEKH MOZAFFAR HOSSAIN (Old Name) S/o SEKH DALILUR RAHAMAN residing at Nawabpur Thandarpara, PO-Nawabpur Bazar, PS-Chanditala, Dist-Hooghly, Pin-712701 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) SEKH MOJAFFAR (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/02/2023. SEKH MOZAFFAR HOSSAIN and SEKH MOJAFFAR both are same and one identical person.

Name Change

I, MD ALMASUD MONDAL residing at Vill-Patkelgachha (Mashyampur), PO-Mahyampur, PS-Bagdah, Dist-North 24 Parganas, Pin-743232 WEST BENGAL, INDIA. do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name AJGAR MONDAL instead of ASGAR ALI MONDAL alias ASGAR MONDAL, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1 st Class at Bongaon, North 24 Parganas On 21/02/2023. AJGAR MONDAL, ASGAR ALI MONDAL and ASGAR MONDAL all are same and one identical person.

Name Change

I, AMINUR BAIDYA (old name) S/o AMINUR HASSAN BAIDYA residing at Vill-Mobarakpur, PO-Lauhati, PS-Rajarhat, Bidhannagar, Pin-700135 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) AMINUR HASSAN BAIDYA (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 21/02/2023. AMINUR BAIDYA and AMINUR HASSAN BAIDYA all are same and one identical person.

Name Change

I, SEFALI DAS (old name) W/o LATE GOPAL CHANDRA DAS residing at B-9/41, Dinesh Pally, Purba Putiary, PS- Regent Park, Kolkata-700093 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) TULSI DAS(New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 21/02/ 2023. SEFALI DAS and TULSI DAS all are same and one identical person.

Name Change

I NASIM HASAN KHAN S/O KUTUBUDDIN KHAN R/O JAHANGIRGAR, PO-KENSILY, PS-USTHI, SOUTH 24 PARGANAS SHALL HENCEF ORTH BE KNOWN AS MD NASIM HASAN KHAN VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/02/2023 NASIM HASAN KHAN AND MD NASIM HASAN KHAN SAME AND IDENTICAL PERSON.

নাম পদবি পরিবর্তন

আমি, MASKURA BEGUM ওরফে MASKURA KHATUN পিতা-MANSUR AHMMED NASARULLAH ওরফে MONSUR AHAMMAD MOLLA ওরফে M A MOLLA ঠিকানা গ্রাম-কাপাশারিয়া, প.অ.-বোড়া, থানা-চন্ডিতলা, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২৩০৬. গত ১৬.০২.২০২৩ তারিখে শ্রীরামপুর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট বলে আমি MASKURA BEGAM পিতা-MANSUR AHAMMAD MOLLA হলাম। আজ থেকে MASKURA BEGUM ওরফে MASKURA KHATUN ও MASKURA BEGAM, পিতা- MANSUR AHMMED NASARULLAH ওরফে MONSUR AHAMMAD MOLLA ওরফে M A MOLLA ও MANSUR AHAMMAD MOLLA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পদবি পরিবর্তন

আমি, SHAIK MOHAMMAD ALI ওরফে SEKH MAHAMMAD ALI পিতা ABDUR RASHID ওরফে SK ABDUR RASHID ঠিকানা গ্রাম- কাপাশারিয়া, প.অ.-বোড়া, থানা-চন্ডিতলা, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২৩০৬ গত ০৮.০২.২০২৩ তারিখে শ্রীরামপুর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট বলে আমি SEKH MOHAMMAD ALI পিতা- SEKH ABDUL RASHID হলাম। আজ থেকে SHAIK MOHAMMAD ALI ওরফে SEKH MAHAMMAD ALI এবং SEKH MOHAMMAD ALI, পিতা ABDUR RASHID ওরফে SK ABDUR RASHID এবং SEKH ABDUL RASHID এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

মাতৃভাষা দিবস

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের আয়োজন করা হয়। রিক্রিয়েশন ক্লাবে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পৌরসভার পৌরপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, কাউন্সিলার সনৎ বক্সী, প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা অরবিন্দ সরকার, আইজেএর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তারক নাথ রায়, আইজেএ-র পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি স্বপন মুখার্জী সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরুণ লাহা জানান, রাজ্যে যত্রতত্র ইংরাজী মাধ্যমের স্কুল গজিয়ে উঠছে, বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছে। পৌরপতি পরেশ চন্দ্র সরকার তার বক্তব্যে বলেন বাংলায় থেকে বাংলা দুয়োরানী হয়ে গেছে। গড়ে ১১ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর পরিবর্তে এখন ৭ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বাংলা মাধ্যমে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। তাহলে ভাবতে হবে বাংলা মিডিয়ামের স্কুলগুলিতে ৪ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী কমে গেছে। বাংলা মিডিয়ামের প্রাথমিক স্কুল উঠে যাচ্ছে। শিক্ষক রয়েছে, ছাত্র-ছাত্রী নেই। বাংলা ভাষাটা যাতে অবলুপ্তির পথে চলে যায় তার জন্য এখন থেকেই ভাবতে হবে। কাউন্সিলার সনৎ বক্সী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বাংলা মাধ্যমের সরকারি স্কুলে পড়তে আগ্রহ বৃদ্ধির জন্যে জুতো, জামা কাপড়, ইত্যাদি দিচ্ছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রচুর প্রকল্প করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবুও বাংলা মাধ্যমে স্কুলগুলির থেকে ইংরাজী মাধ্যমের স্কুলগুলির চাহিদা বাড়ছে। প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা অরবিন্দ সরকার তার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বাঙালির বাংলার প্রতি অনাগ্রহতার বিভিন্ন রূপ তুলে ধরেন। ভাষা আন্দোলন ও তার স্বার্থকতা সম্পর্কে প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন পার্থ চৌধুরী, শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী, তারক নাথ রায় সহ অন্যান্যরা। এই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করেন উদিত সিংহ, উদয় ঘোষাল, অতনু হাজরা, রাজীব শীল। নৃত্য পরিবেশন করেন ঝিলিক মুখার্জী, মিলন কুন্ডুর পরিচালনায় পরমেশ্বর নৃত্য শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রী তৃষা পাঁজা, কোয়েল মাঝি, পিয়ালী দত্ত, সানিয়ে সুলতানা, সমৃদ্ধি মাঝিল্যা। এদিনের মনোরম অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন সৃজা দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু রূপে পরিচালনা করেন জগন্নাথ ভৌমিক। অনুষ্ঠানের শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আইজেএ-র পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি স্বপন মুখার্জী। এছাড়াও পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর পূর্ব বর্ধমানের উদ্যোগে মঙ্গলবার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলা, বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক কৃষ্ণেন্দু মন্ডল, কবি ও সাহিত্যিক দেবেশ ঠাকুর সহ বিশিষ্ট গুণীজন। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম শঙ্কর মন্ডল বলেন, আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আজ এই দিনটি তো ঐতিহাসিক দিন। বাংলা ভাষার জন্য শহীদ হয়েছিলেন আমাদের বীর সন্তানরা।

ঋষি অরবিন্দের দেহাবশেষ প্রতিষ্ঠার বার্ষিকী

দেবাশিস কংসবণিক, নবদ্বীপ, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বঙ্গবাণী আশ্রমে অনুষ্ঠিত হল ঋষি অরবিন্দের ৬৪তম দেহাবশেষ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণ অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার ২১ ফেব্রুয়ারি আজকের দিনেই প্রতাপনগর বঙ্গবাণী আশ্রম বা শ্রী অরবিন্দ মন্দিরে দেহাবশেষ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বঙ্গবাণী আশ্রমের সভাপতি তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। বিগত বছরের ন্যায় এবছরও ২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবাণী আশ্রমে যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হল ঋষি অরবিন্দের দেহাবশেষ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণ অনুষ্ঠান। এদিন এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নবদ্বীপে ছুটে আসেন পুদুচেরির পর্যটন মন্ত্রী কে লক্ষীনারায়ণ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ পৌরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিক প্যারিমোহন সরকার, বঙ্গবাণী আশ্রমের বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক দিব্যেন্দু গোস্বামী সহ অসংখ্য অরবিন্দ অনুরাগী। জানা যায়, অরবিন্দের দেহাবশেষ প্রথম আসে বঙ্গবাণীতে ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯ সাল। সে দিন ছিল সরস্বতী পুজো। চৈতন্যধাম নবদ্বীপ থেকে কয়েকশো মাইল সুদূর দক্ষিণ ভারতের পুদুচেরির অরবিন্দ আশ্রমে এক ঐতিহাসিক যাত্রার সূচনা হয়েছিল। যার পরিসমাপ্তি স্থল হিসাবে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল চৈতন্যভূমি নবদ্বীপ। ঋষি অরবিন্দের স্মৃতিতে নবদ্বীপে একসময় শেষপ্রান্তে গঙ্গার তীরে নিদয়া ঘাট সংলগ্ন প্রতাপনগরে মনোরম এক প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে উঠছিল অরবিন্দের ভাবাদর্শে পরিচালিত 'বঙ্গবাণী' নামে এক অভিনব আশ্রম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখানে পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠে তেরোটি বিষয়ে পৃথক পাঠক্রম সম্বলিত এক বিরাট আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নবদ্বীপের সেই বঙ্গবাণী আশ্রমই প্রথম স্থান যেখানে পুদুচেরির বাইরে শ্রীঅরবিন্দের দেহাবশেষ স্থাপিত হয়েছিল। সেটা ছিল ১৯৫৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। সেই সময়ে এটি একটি নজিরবিহীন ঘটনা বলে চিহ্নিত হয়েছিল। ১২ ফেব্রুয়ারি দুপুরে পুদুচেরি আশ্রমে শ্রীমা স্বয়ং বঙ্গবাণীর ১২ জন কর্মকর্তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের দেহাবশেষ। অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষদর্শী, সে কালের হাসির গানের রাজা এবং শ্রীঅরবিন্দের অনুগামী নলিনীকান্ত সরকার তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর রচনা থেকে থেকে জানা যায়, কী ভাবে ওই চিতাভস্ম নিয়ে পরবর্তী ন'দিন ধরে কলকাতা-সহ নবদ্বীপজুড়ে বিপুল উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল। সে কালের মাদ্রাজ মেলের বিশেষ ভাবে সুসজ্জিত একটি কামরা এ জন্য রিজার্ভ করে সেটি কলকাতা হয়ে নবদ্বীপে আনা হয়েছিল। পথে মাদ্রাজ, মেলোর, ওঙ্গোল, বেজওয়ারা, ওয়ালটেয়ার, খুর্দারোড, ভুবনেশ্বর, কটক, বালেশ্বর, ভদ্রক, খড়গপুর, বাগনান, সাঁতরাগাছি এবং রামরাজাতলা প্রভৃতি স্টেশনে মানুষের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন হাওড়ায় এসে পৌঁছায় ১৪ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪ টের পর। দেহাবশেষ গ্রহণ করার জন্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মেয়র ত্রিগুণা সেন-সহ অনেকে। সেই দেহাবশেষ বিশেষ রথে রেখে এক বিরাট শোভাযাত্রা প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে কলকাতার বুকে প্রায় পনেরো মাইল পথ অতিক্রম করে লেক ময়দানে পৌঁছয়। কলকাতার হাজার হাজার মানুষ সেই শোভাযাত্রায় যোগ দেন। এক দিন সেখানে থাকার পর ১৬ ফেব্রুয়ারি শিয়ালদহ থেকে কৃষ্ণনগর হয়ে নবদ্বীপের পথে যাত্রা করে বিশেষ ট্রেন। নবদ্বীপে যখন দেহাবশেষ এসে পৌঁছয় তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পরে ২১ ফেব্রুয়ারি নবদ্বীপের নিদয়া ঘাট সংলগ্ন প্রতাপনগরের বঙ্গবাণী আশ্রমে নির্মিত সমাধি মন্দিরে স্থাপিত হয় সেই দেহাবশেষ। এখনও নবদ্বীপে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত সেই দেহাবশেষ। সে দিনের বঙ্গবাণীর প্রাণপুরুষ, প্রয়াত গোবিন্দলাল গোস্বামীর পুত্র, বর্তমানে বোর্ড অফ ট্রাস্টির সম্পাদক দিব্যেন্দু গোস্বামী জানান, সেই উৎসবে হাজার হাজার মানুষ এসেছিলেন সারা ভারত থেকে। বঙ্গবাণীর মাঠে তাঁবু তৈরি করা হয়েছিল বহিরাগতদের জন্য। ১৯৫৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শ্রীমায়ের জন্মতিথিতে শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র দেহাবশেষ বঙ্গবাণীর স্মৃতিমন্দিরে স্থাপন করেন শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। তখন তিনি বঙ্গবাণীর সভাপতি। সেই থেকে প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি এই দিনটিতে নবদ্বীপের অরবিন্দ আশ্রম বা বঙ্গবাণী আশ্রমে সংরক্ষিত দেহাবশেষ ঘিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রতি বছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী স্মরণ উৎসব পালিত হয়।

২০ বছর পরও ব্রাত্য ভাষা শহিদ আবুল বরকতের গ্রাম

এজাজ আহম্মেদ, সালার, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি!' না কখনোই ভোলা যাবে না। ভাষা শহিদ আবুল বরকতের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে এখনো চোখের জল ফেলে বাবলা গ্রামের মানুষ। আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসে গর্বের বিষয় মুর্শিদাবাদ তথা বাংলার একমাত্র গর্বের বিষয় মুর্শিদাবাদের ভরতপুর ব্লকের বাবলা গ্রাম। সেখানে রয়েছে তাঁর দুটি আবক্ষ মূর্তি, একটি শহিদ বরকত ভবন, আবুল বরকত প্রাইমারি স্কুল। প্রতিবছর বাবলা গ্রামে আবুল বরকত শ্রদ্ধা জানানো হলেও এবছর তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে আমরা বাবলাবাসী ভাষাদিবস কমিটির পক্ষ থেকে আবুল বরকতকে রাত্রি ১২ পর শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। কারণ হিসাবে ভাষা দিবস কমিটি জানিয়েছেন প্রতিবছর রাজনৈতিক নেতার বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভাষা দিবেন রাজনৈতিক করতে আসেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়না। তাই ভাষা শহিদ আবুল গ্রাম বাবলাকে রাজনৈতিকমুক্ত করে ভাষা সংস্কৃতি অনুষ্ঠান গড়ে তুলতে চাইছি। যদিও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উদযাপন উপলক্ষে মঙ্গলবার বাবলা গ্রামে ভাষা দিবসে রাজনৈতিক কোনো অনুষ্ঠান না হলেও সালারে তৃণমূল আবুল বরকতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে। তবে শিশু পর্যন্ত বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ নাগাদ বাবলা গ্রামে গিয়ে আবুল বরকতকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ভরতপুর বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ছাড়াও অন্যান্য নেতৃত্ব। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি পৌরসভার অন্তর্গত কান্দি রাজ কলেজ ও কান্দি রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পরিচালিত ছাত্র সংসদের পরিচালনায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কান্দি পৌরসভার পৌরপতি জয়দেব ঘটক এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কান্দি রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ কান্দি রাজ কলেজের অধ্যক্ষা সহ দুই কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা, ছাত্রছাত্রীগণ। ২১ ফেব্রুয়ারি না এলে বাবলা গ্রামের কথা কারও মনেই থাকে না। বছরে ওই একটা দিনই নেতা, মন্ত্রী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের পা পড়ে বাবলায়। প্রতিশ্রুতির বন্যায় ভেসে যান গ্রামবাসীরা। কিন্তু পরদিন থেকেই সেই একই জীবনযাত্রা। সারা বছর কেমন থাকেন গ্রামবাসীরা কেউ খবর রাখেন না। ভাষা শহিদ আবুল বরকতের জন্মস্থান মুর্শিদাবাদের এই বাবলা গ্রাম। এই গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলা হোক, এই দাবি বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের। কিন্তু কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও সেভাবে উন্নতি হয়নি গ্রামের। যদিও বাম আমলে সংগ্রহশালা তৈরি হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে দেখভালের খুব অভাব, ভাষা শহিদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরি হওয়া মূর্তি বসেছে বরকতের জন্মভূমি বাবলাগ্রামে। একটি নয়, দু'দুটি। রয়েছে বরকত ভবনও। তবে ভাষা শহিদ বেদি তৈরি হয়নি গ্রামে। এবছর প্রায় ২০ বছর ধরে হচ্ছে ভাষাদিবস পালন করা হচ্ছে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে। প্রতি বছর বরকতের মতো তিনদিন ধরে ভাষা দিবসের মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। তবে এবছর এলেন না কোনও বড় সাহিত্যিক কিংবা রাজ্যের কোনও মন্ত্রী। তবে ভাষা চেতনা পন্থীদের বক্তব্য ভাষাদিবস হয়ে উঠেছে আনুষ্ঠানিক, প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা দিতে ন পারায় আফশোস! গতবছর ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির বলেছিলেন, শহীদ আবুল বরকতের স্মৃতির প্রতি এবং বাবলা গ্রামের সম্মান জানাতে তাঁর নামে খেলার মাঠ এবং একটা সমৃদ্ধশালী সংগ্রহশালা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ প্রতিশ্রুতি দিলেও তার কাজের কাজ কিছুই হয়নি। উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৯২৭ সালের ১৩ জুন ভরতপুর বিধানসভার সালার থানার পাশে বাবলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ভাষা শহিদ আবুল বরকত। কাগ্রামের পাশে একটি চিরসবুজ গ্রাম বাবলা, তার কিছুদূরেই কুলকুল করে বয়ে চলেছে বাবলা নদী। তাঁর পিতার নাম ছিল সামসুজ্জোহা এবং মা হাসিনা বিবি। জানা যায় ছেলেবেলায় তাঁর ডাক নাম ছিল আবাই। শিশু বয়স থেকেই মেধাবী আবুল বরকতের পড়াশোনা শুরু হয় বাবলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আনুমানিকভাবে তিনি ১৯৩৮ সালে তালিবপুর হাইস্কুলে ভর্তি হন। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে ঢাকায় চলে আসতে হয়। উর্দু বদলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। সেদিন পাকিস্তানর সেনা পুলিশ গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ আবুল বরকত লুটিয়ে পড়েন। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে রাত ৮টায় বরকত মারা যান। সেখানেই একুশের আরও ৪ শহিদ-আব্দুস সালাম, রফিকুদ্দিন আহমেদ, শফিউর রহমান ও আব্দুল জাব্বার শায়িত আছেন। লেখক আলিমুজ্জান বলেন আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আবদুল বরকত কেবল একটা নাম নয়, বাংলার প্রাণ, বাঙালির গর্ব।

ভাতার দাবীতে পথে নামলেন পুরোহিতরা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই। তাহলে মুসলমানদের যে সুযোগ-সুবিধা রাজ্য সরকার দিয়ে থাকে, সমান অধিকার হিন্দুদেরও দেওয়া হবে না কেন? এই প্রশ্ন তুলে এবার রাজপথে আন্দোলনে নামল অব্রাহ্মণ পুরোহিত সমাজ। অবিলম্বে ইমাম ভাতার মতো পুরোহিত ভাতা চালু, মাদ্রাসার স্টাইলে টোলগুলিকেও আধুনিকীকরণ সহ একাধিক দাবি জানান তাঁরা। আন্দোলনকারীদের কথায়, ইমামরা ভাতা পেলে আমরা নই কেন, হিন্দু বলে কি বানের জলে ভেসে এসেছি! এই দাবিতেই এদিন নদীয়ার কৃষ্ণনগরে আন্দোলনে নেমেছিল বগুলার গৌরহরি মডার্ন টোল। পোস্ট অফিস মোড় থেকে জেলা প্রশাসনিক ভবন পর্যন্ত এক বিশাল বর্ণাঢ্য মিছিল ব্যানার-পোস্টার সহযোগে কৃষ্ণনগর জেলা প্রশাসনিক ভবনে যায় এবং সেখানে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা পুরুষ ও মহিলারা। গৌরহরি মর্ডান টোলের সাধারণ সম্পাদক এবং প্রতিষ্ঠাতা অভিরাম বিশ্বাস বলেন, সরকার স্বীকৃতি টোলগুলিকে ফের চালু করতে হবে। ইমাম ভাতার মতো পুরোহিত ভাতা চাই। মাদ্রাসা বোর্ডের মতো টোলগুলিকেও উন্নত করে তুলতে হবে। মাদ্রাসায় যেমন কোরান পড়ানো হয়, আধুনিক শিক্ষায় তেমন হিন্দুশাস্ত্রের পঠনপাঠন চালু করতে হবে।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ রামপুরহাটে

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করলেন পাঁচটি গ্রামের মানুষ। নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের ব্যানারে মঙ্গলবার সকাল থেকে অবরোধে সামিল হন গ্রামবাসীরা। অবরোধের ফলে পাথর শিল্পাঞ্চলে লরি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে এলাকায় যান জয়েন্ট বিডিও। তাঁর আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়। জানা গিয়েছে, নলহাটি থেকে ভবানন্দপুর গ্রামে যাওয়ার রাস্তা দীর্ঘ কয়েক দশক থেকে বেহাল। ওই রাস্তার উপর পড়ছে বাউটিয়া, নসীপুর, কানিসাল, ভবানন্দপুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম। ভাঙাচোরা রাস্তায় নিত্যদিন দুর্ঘটনা ঘটছে। ধুলোয় নষ্ট হচ্ছে পোশাক। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বহুবার বিডিওর দ্বারস্থ হয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। প্রতিবাদে এদিন রাস্তার উপর বাঁশ বেঁধে ব্যারিকেড করে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীরা। তাদের অভিযোগ ২০০৭, সালে রাস্তাটি তৈরি হওয়ায় পর আর রাস্তাটি সারাই হয়নি। ১০ টন বহন ক্ষমতার রাস্তা তৈরি হলেও এই রাস্তা দিয়ে ৫০-৬০ টন ওভারলোড পাথর বোঝাই লরি যাতায়াত করে। ফলে রাস্তা ভেঙ্গেচুরে গিয়েছে। পাথর শিল্পাঞ্চল এলাকার এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী যানবাহন থেকে রাজ্য সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করলেও রাস্তাটি সারাই এর কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই রাস্তা সারাই এর দাবীতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। পথ অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান নলহাটি ১ নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও রাজারাম বালা। তাকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান বিক্ষোভকারীরা। গ্রামের বাসিন্দা ভজন কুমার দাস বলেন, আমরা অবরোধের পথে হাঁটতে বাধ্য হয়েছি। এর আগে প্রশাসনের কেউ কর্ণপাত করেনি। জয়েন্ট বিডিও রাজারাম বালা বলেন, রাস্তা সংস্কারের কাগজপত্র তৈরি হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।

১২ ব্যাগ গাঁজা

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ দিঘা থেকে কলকাতা গামী বাস থেকে ১২ ব্যাগে প্রায় ১০০ কেজির গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার ১১৬ বি জাতীয় সড়কের সোনাপেত্যা টোল প্লাজায়। এই ঘটনায় ৬ জন যুবককে আটক করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গাঁজার বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা, ঘটনাস্থলে ব্যাপক চাঞ্চল্য! এদিন তমলুক মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সাকিব আহমেদ নেতৃত্বে তমলুক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়েছিল। বাসটি টোল প্লাজায় ঢুকতেই হানা দিয়ে ৬ জনের থেকে মোট ১২ ব্যাগ গাঁজা উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ আনুমানিক ১০০ কেজি। বাজার মূল্য কয়েক লক্ষাধিক টাকা। ঘটনাস্থলে ব্যাপক চাঞ্চল্য। বাসটিকেও আটক করা হয়েছে। এত পরিমান গাঁজা উড়িষ্যা থেকে কলকাতার বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ করার জন্য যাচ্ছিল বলেই জানা যাচ্ছে। পুলিশ সূত্রের খবর, আটক ছয় জনের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং। এতো পরিমাণে গাঁজা দিঘা কলকাতায় একটি পাবলিক বাসে করে নতুন ছকেই পাচার করার পরিকল্পনা ছিল বলেই ধারণা পুলিশের। এই চক্রে আর কতজন রয়েছে সেই সব কিছু নিয়ে তদন্ত শুরু করছে জেলা পুলিশ। তমলুক মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সাবিক আহমেদ বলেন, নজর এড়াতে ৬ জন যাত্রী সেজে বড় বড় ব্যাগে গাঁজা ভরে এসি বাসে করে পাচারের জন্যে কালকাতার দিকে যাচ্ছিল। উদ্ধার করা গাঁজার পরিমাণ প্রায় ১০০ কেজি।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী নং ১

সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি/হাওড়া দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত, সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়া এর অধিক্ষেত্রে কাজের জন্য আহ্বান করা ই-টেন্ডার নং ২০৯_২০২২-২৩, তারিখ ২১.০২.২০২৩ এর প্রেক্ষিতে সংশোধনী। উক্ত টেন্ডারে, প্রযুক্তিগত কারণে, বন্ধের তারিখ ২৩.০২.২০২৩ থেকে ১৩.০৩.২০২৩-এ দুপুর ২টা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। অন্যান্য সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। (HWH-422/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতে বিমান নামলো কোচবিহারে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের মাঝেই অবশেষে বহু চর্চিত কোচবিহার-কলকাতা বিমান পরিষেবা চালু হলো মঙ্গলবার। মঙ্গলবার কলকাতা দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ইন্ডিয়া ওয়ান সংস্থার ৯ আসন বিশিষ্ট এই বিমান সকাল ১১.৩৫ মিনিট নাগাদ ছেড়ে কোচবিহার বিমানবন্দরে এসে পৌছলো ১.৪০ নাগাদ। মঙ্গলবার এই বিমানে চেপে কোচবিহার এলেন কোচবিহার জেলার বিজেপির ৫ বিধায়ক।। প্রথম দিনের এই বিমানে রাজ্য সরকারের পাঁচ প্রতিনিধি আসার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রের সাথে সংঘাতে রাজ্য সরকারের কোন প্রতিনিধি বিমানে আসেননি। সূত্রের খবর অনুযায়ী রাজ্য সবকটি আসন চেয়েছিল, যা কেন্দ্র দিতে রাজি হয়নি। পাশাপাশি এই বিমানের শুভ উদ্বোধন করার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। গতকাল রাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই বিমানে আসার কথা ছিল কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং প্রাক্তন কোচবিহারের সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়ের। কিন্তু রাতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। অনিবার্য কারণবশতঃ বিমান যাত্রা বাতিল করা হলো। এর পরেই জল্পনা শুরু হয়। অবশেষে রাজ্য সরকারের কোন প্রতিনিধি বিমানে কোচবিহার এসে পৌছলেন না। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীও এই বিমান পরিষেবার উদ্বোধন করলেন না। তবে মঙ্গলবার বিজেপি বিধায়কদের অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী প্রামানিক সহ বিজেপির অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা এবং বেশ কিছু সাধারণ মানুষ। মঙ্গলবার ৩টে নাগাদ কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে দমদম বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য এই বিমান রওনা হয় ৫জন কোচবিহারবাসীকে নিয়ে। মঙ্গলবার যারা কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন সেই পাঁচজনের মধ্যে একজন কৃষক, একজন মাছ ব্যবসায়ী, একজন কাঠমিস্ত্রি একজন বাউল শিল্পী, কয়েকজন খর্বকার ছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক ঘোষণা করেছিলেন, আগামী তিন মাস এই বিমানের ভাড়া থাকবে ৯৯৯ টাকা তবে এই ৯৯৯ টাকা তিন মাসের জন্য নয় থাকবে শুধুমাত্র ন'দিনের জন্য জানিয়ে ইতিমধ্যে কটাক্ষ করেছে শাসক দল। তবে বিমানে কোচবিহার থেকে প্রথম দিনের যাত্রী হিসেবে ৫ সাধারণ মানুষের উপস্থিতি বিরোধী দলের চক্রান্ত বলেই মত শাসকদলের। যদিও বিমান পরিষেবাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তারা। তারপরও শুধুমাত্র রাজনৈতিক ইগোর কারণে সমস্ত অনুষ্ঠান থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে রাজ্যের শাসক দল, এমনটাই মত রাজনৈতিক মহলের। কেন্দ্রীয় সরকারের উড়ান স্কিমের আওতায় আমেদাবাদের একটি বিমান সংস্থা ইন্ডিয়া ওয়ান এয়ার দায়িত্ব পেয়েছে কোচবিহার কলকাতা বিমান পরিষেবার। প্রতিদিন কোচবিহার থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে জামশেদপুর এবং জামশেদপুর থেকে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত চলাচল করবে এই বিমান। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, দীর্ঘদিন বাদে কেন্দ্রীয় সরকারের উড়ান স্কিমের আওতায় বহু প্রতীক্ষিত কোচবিহার বিমানবন্দর আমরা চালু করতে পেরেছি। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থেই এই বিমান পরিষেবা চালু করতে সক্ষম হয়েছে কেন্দ্র। রাজ্যের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা কখনোই সংঘাতে যেতে চাই না রাজ্য সাহায্য করবে এমনটাই আশা প্রকাশ করেন তিনি। যদিও এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী জানিয়ে দেন, কোচবিহার থেকে বিমান পরিষেবা চলবে এটা ভালো খবর তবে নয় আসন বিশিষ্ট এই বিমানের ৯৯৯ টাকা ভাড়া শুধুমাত্র ৯ দিনের জন্য এটা পঞ্চায়েতের আগে একটা গিমিক। উদয়ন বাবু কটাক্ষ করে বলেন, আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়নি তাই আমি যাইনি। আর বিমান চলবে তাতে আমার আমন্ত্রণের কি প্রয়োজন? তবে রাজ্য সরকার অসহযোগিতার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোনটা আসল কোনটা নকল, আর কোনটা যে জবর দখল আমরা কিছুই বুঝি না। রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্যেই বিমান পরিষেবা চালু হওয়াতে খুশি কোচবিহারের সাধারণ মানুষ। পঞ্চায়েত নির্বাচন দোরগোড়ায়, তার আগে এই বিমান পরিষেবা নিয়ে ফায়দা তুলতে ব্যস্ত রাজ্য-কেন্দ্র দুই রাজনৈতিক দল। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে এই বিমান পরিষেবা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে চালু করায় কিছুটা হলেও সুবিধা পাবে ভারতীয় জনতা পার্টি। পাশাপাশি সমস্ত অনুষ্ঠান থেকে রাজ্য সরকার নিজেদের প্রতিনিধিদের সরিয়ে নেওয়ায় পঞ্চায়েতের আগে কিছুটা ব্যাগ ফুটে তৃণমূল কংগ্রেস বলেই মত ওয়াকিবহুল মহলের। কোচবিহার থেকে কলকাতা বিমানে ভ্রমণকারী যাত্রীদের হাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ফুলের তোড়া এবং টিকিট তুলে দেন। আগামীকাল থেকে প্রতিদিন এই বিমান চলাচল করবে কোচবিহার থেকে কলকাতা পর্যন্ত। বিমান পরিষেবার উদ্বোধনের সময় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপির নেতৃত্বদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের অনন্ত মহারাজ।

পূর্ব বর্ধমানের গুসকরায় নাটক প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, গুসকরা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ গুসকরা শিল্পী সমন্বয় আয়োজিত বিমল মুখার্জী স্মৃতি নাট্য প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হলে তিন দিনে মোট নয়টি নাটক হয়। সাতটি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। দুটি নাটক আয়োজক শিল্পী সমন্বয় মঞ্চস্থ করে। প্রতিযোগিতায় ফলাফল ঘোষণা করা হয় ও পুরস্কার বিতরণ হয়। প্রযোজনায় প্রথম হয় সমুদ্র মন্থন, কৃষ্ণনগর সিঞ্চন। দ্বিতীয় আত্মরতি, রানীকুঠি জিয়নকাঠি। যুগ্ম তৃতীয় যতীন বাবু শুনছেন, ব্যান্ডেল আরোহী ও মিশন-৭২, চন্দননগর সংস্থিতি। পরিচালনায় প্রথম- সুশান্ত কুমার হালদার, সমুদ্র মন্থন। শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি মিশন-৭২, অনুপম দত্ত, চন্দননগর সংস্থিতি।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/BR-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VII/064/43/2022-2023/D

Name of the Work : **Repairing of footpaths and other ancillary works disturbed by CESC Ltd. at Syed Amir Ali Avenue, Jhowtala Road, Congress Exhibition Road & its surrounding areas in Ward no. 64**; Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,42,329.42**; Earnest Money : **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **60 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **02.03.2023 up to 10.00 a.m.**; Tender will be opened on : **04.03.2023 at 10.00 a.m.**; The Bid forms and other details are available on and from **21.02.2023 at 05.00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Engineer (Civil)/BR-V, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-V/049/034/2022-2023/BUSTEE

Name of the Work : **Restoration of bustee IPS passage cut by Water Supply Department at 162/1, B. B. Ganguly Street in Ward no. 49 under Borough-V**; Estimated Cost : **Rs. 4,90,478.92** (including GST and CESS); Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **60 Days**;

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-V/048/34/2022-2023

Name of the Work : **Restoration of road surface due to drainage work at 61/1E Nirmal Chandra Street in Ward no. 48**; Estimated Cost : **Rs. 1,65,042.74** (including GST and CESS); Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **20 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **03.03.2023 at 11.00 a.m.** (for Sl. no. 1 & 2); Date and Time of opening of Tender : **05.03.2023 at 11.00 a.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The Bid forms and other details are available on and from **21.02.2023 at 05.00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2).

The Executive Engineer (Civil)/BR-IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/IX/075/059/2022-2023/BUSTEE

Name of the Work : **Improvement of sewerage system and ancillary work of bustee near 10/2/H/27, Kabi Tirtha Sarani and its surrounding area in Ward no. 75**; Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs. 2,95,026.27**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **45 Days**;

(2) NIT No.: KMC/IX/075/066/2022-2023/BUSTEE

Name of the Work : **Repairing of bustee latrines at 5, Achambit Shah Road; 14C, 5/1, 24E, K. T. Sarani; 11, 12C, 7, M. G. Road; 2E, 3, N. G. Street; 4 Shah Rajab Road, and different places in Ward no. 75**; Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs. 2,92,308.70**; Earnest Money : **Rs. 5,900.00**; Period of Completion : **60 Days**;

(3) NIT No.: KMC/IX/077/066/2022-2023/BUSTEE

Name of the Work : **Supplying, fitting & fixing of pit cover/catch pit cover/yard gully cover at different bustee area in Ward no. 77**; Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs. 2,51,756.64**; Earnest Money : **Rs. 5,050.00**; Period of Completion : **60 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **06.03.2023 at 12.00 noon** (for Sl. no. 1 to 3); Tender will be opened on : **09.03.2023 at 12.00 noon** (for Sl. no. 1 to 3); The Bid forms and other details are available on and from **24.02.2023 at 05.00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 3).

The Executive Engineer (Civil)/BR-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/XIV/130(O)/080/22-23

Name of the Work : **Repairing of damaged room of SW & UPA Deptt. at Ground Floor, Annex Building in S.S. Unit**; Estimated Cost : **Rs. 3,10,943.97** (including GST and CESS); Earnest Money : **Rs. 6,300.00**; Period of Completion : **25 Days**; Last Date of submission of Bid : **04.03.2023 up to 11.00 a.m.**; Tender will be opened on : **06.03.2023 at 11.00 a.m.**; The Bid forms and other details are available on and from **24.02.2023 from 05.00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.** 1106/22-23

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসআইটি/০২/২৩/৮, তারিখ ২০.০২.২০২৩। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ...

(STORES-102/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work, vide following **Tender IDs – 2023_ZPHD_478731_1.** The last date of online submission of the tenders is **09.03.2023.** Intending bidders are requested to visit the website **http://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah

Makardah-II Gram Panchyat
Vill-Jotgir, P.O.Lakshmanpur, Dist.Howrah, Pin-711114
Memo No. 812/NIT/15 th CFC/Mak-II/22-23, Dt. 20.02.23
813/NIT/15 th CFC/Mak-II/22-23, Dt. 20.02.23
814/NIT/PBG/Mak-II/22-23, Dt. 20.02.23
Notice Inviting Re-e-Tender

Re-E-Tender is invited by the Pradhan, Makardah-II Gram Panchyat from bonafied, experienced and resourceful bidders for similar nature of works. Source of Fund: 15 th CFC and PBG. Last date of submission of Tender paper **up to 25.02.2023.** Technical Bid Opening Date **27.02.2023.** For details please visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Pradhan
Makardah-II Gram Panchyat

অস্ট্রেলিয়াকে দেখে লজ্জা লাগছে

ভারত ৪-০ সিরিজ জিতবে, জোর গলায় জানিয়ে দিলেন মাইকেল ক্লার্ক

সিডনি, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ নাগপুর এবং দিল্লি দুটি টেস্টই শেষ হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে। এমন লজ্জাজনক পরাজয় হবে অস্ট্রেলিয়ার এমনটা ভাবতে পারেনি অনেকেই। দু'টি টেস্টই শেষ হয় আড়াই দিনে। তা দেখেই অস্ট্রেলিয়ার একাধিক গলদ তুলে ধরেছেন মাইকেল ক্লার্ক। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ী তারকা এবং প্রাক্তন অধিনায়ক রীতিমতো ক্ষুব্ধ। অস্ট্রেলীয় সংবাদমাধ্যমকে ক্লার্ক বলেছেন, ''আমি একেবারেই খুশি হতে পারছি না অস্ট্রেলিয়ার পারফরম্যান্সে। ভারত সফরে নামার আগে একটিও প্রস্তুতি ম্যাচ কেন খেলা হল না? বেঙ্গালুরুতে পাঁচ দিন ধরে নেট বোলারদের খেলে কী লাভ হয়েছে?'' যোগ করেন, ''এর চেয়ে বড় ভুল আর কিছুই হতে পারে না। অন্তত একটি ম্যাচ খেললে ওরা বুঝত, কী ধরনের পরিবেশে খেলা হতে পারে। কেমন বোলিং হতে পারে।'' টানা হারের ধাক্কা সামলে ওঠার আগে ফের সঙ্কটে অস্ট্রেলিয়া শিবির। পরিবারের সদস্যের অসুস্থতার খবর পেয়ে দেশে ফিরলেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। তার সঙ্গেই গোড়ালির চোট ঠিক না হওয়ায় চলতি টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন ডান হাতি জোরে বোলার জস হেজলউড। প্যাট কামিন্স অবশ্য ফিরে আসবেন। কিন্তু মাইকেল ক্লার্ক মনে করছেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ঘূর্ণি উইকেট বানিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া আর ভারতের মাঠে অশ্বিন, জাদেজাদের মোকাবিলা করা এক জিনিস নয়। বাকি দুটি টেস্ট ম্যাচেও অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে হার বাঁচানো প্রায় অসম্ভব মনে করছেন মাইকেল ক্লার্ক। তাছাড়া দলের মানসিকতায় লড়াকু মনোভাব না দেখতে পাওয়ার কারণে হতাশা প্রকাশ করেছেন তিনি। তাদের আমলের অস্ট্রেলিয়া অনেক বেশি লড়াই করতে পারত, জানিয়েছেন প্রাক্তন তারকা। অধিনায়ক হিসেবে প্যাট কামিন্স দলকে সঠিকভাবে মোটিভেট করতে পারছেন না মনে হয়েছে তার। অতীতে ভারতের মাটিতে টেস্ট হারলেও অস্ট্রেলিয়া এর থেকে অনেক বেশি পজিটিভ ক্রিকেট উপহার দিয়েছিল মনে করিয়ে দিয়েছেন ক্লার্ক।

রাহুলের বদলে এবার দলে গিল!

এখন শুধু ঘোষণার অপেক্ষা

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ জামাই আদরে দলে রেখে দেওয়া হলেও এবার বোধহয় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে বাদ পড়তে চলেছেন কে এল রাহুল। দেওয়াল লিখন এমনটাই মনে হচ্ছে। ইন্দোর ও আমেদাবাদে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির শেষ দুই টেস্টে রোহিত শর্মার সঙ্গে শুভমন গিলকেই সম্ভবত দেখা যাবে ওপেন করতে। লোকেশ রাহুলকে সহ-অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে জাতীয় নির্বাচকরা সম্ভবত সেই বার্তাই দিয়েছেন টিম ম্যানেজমেন্টকে। কোচ রাহুল দ্রাবি। ও অধিনায়ক রোহিত যতই পাশে থাকুন না কেন, ক্রমাগত ব্যর্থতার জেরে লোকেশের অবস্থা রীতিমতো কোণঠাসা। অন্যদিকে, দুরন্ত ফর্মে থাকা গিলকে খেলানোর দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। চলতি সিরিজে দুই টেস্টে লোকেশের ব্যাটে এসেছে ৩৮ রান। গড় মাত্র ১২.৬৭। এহেন পারফরম্যান্সের পর সমালোচনা আরও তীব্র হচ্ছে। শুভমান গিলকে ডাগ আউটে বসিয়ে তাঁকে খেলানোয় তোপের মুখে পড়ছে টিম ম্যানেজমেন্টও। প্রাক্তন ক্রিকেটার ভেঙ্কটেশ প্রসাদ তো সোমবার রীতিমতো একহাত নিয়েছেন ভারতীয় দলকে। টুইটারে তিনি লিখেছেন, এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে, বিদেশে লোকেশ বিদেশে ১৪ টেস্ট ইনিংসে ওর গড় ৩৭। গাব্বায় ওর ৯১ বিদেশে সেরা চতুর্থ ইনিংসের তালিকায় থাকবে। অসাধারণ ফর্মেও রয়েছে। গিল

রাহুলের টেস্ট রেকর্ড দুরন্ত। কিন্তু পরিসংখ্যান অন্য কথা বলছে। বিদেশে ৫৬টি টেস্ট ইনিংসে ওর গড় ৩০। বিদেশে ছয়টি টেস্ট সেঞ্চুরি যেমন রয়েছে তেমনই অল্প রানে অসংখ্যবার আউটও হয়েছে। তার জন্যই এমন গড়। শুভমান গিলকে নিয়ে তাঁর মূল্যায়ন, সংক্ষিপ্ত আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে সম্প্রতি সাদা বলের ক্রিকেটে অসাধারণ ব্যাট করেছেন। নিজেকে অন্য পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। তাই টেস্ট ক্রিকেটে তিনি জায়গা পাওয়ার যোগ্য মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আর একজন ব্যাটসম্যানকে তার সেরা সময় সুযোগ না দিলে পরে দিয়ে লাভ নেই।

রেগে লাল সুনীল গাভাসকর

প্রাক্তন পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের পেট চলে ভারতের সমালোচনা করে!

মুম্বই, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ নিজের ক্রিকেট জীবনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বহু ম্যাচ খেলেছেন সুনীল গাভাসকর। জাভেদ মিয়াঁদাদ, ইমরান খান এবং ওয়াসিম আক্রমদের মতো ক্রিকেটারদের সঙ্গে তার দারুন সম্পর্ক। কিন্তু ইদানিং সবাই না হলেও বেশ কিছু প্রাক্তন পাকিস্তানি ক্রিকেটার ইউটিউবে এসে যেভাবে ভারতীয় ক্রিকেটারদের থেকে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের উঁচু করে দেখানোর চেষ্টা করেন সেটা মেনে নিতে পারছেন না সানি। 'বিরাট কোহলির চেয়ে বাবর আজম কোনো অংশেই কম নন' অথবা 'যশপ্রীত বুমরার চেয়ে শাহিন শাহ আফ্রিদি অনেক বেশি ভাল বোলার' কিংবা 'ভারতের ফাস্ট বোলারদের মতো বোলার পাকিস্তানে টেপ টেনিস ক্রিকেট খেলে'-এমন মন্তব্য পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের ইউটিউব চ্যানেলে প্রায়ই শোনা যায়। ভারতের ক্রিকেটার নিয়ে পাকিস্তানের প্রাক্তনদের নিয়মিত করা এমন নেতিবাচক মন্তব্যে ক্ষুব্ধ সুনীল গাভাসকর। এসবের জন্য পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের একপ্রকার ধুয়েই দিয়েছেন গাভাসকর। গাভাসকর পরিষ্কার জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটের পেট চলে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সমালোচনা করে। ইউটিউবে তাদের বিশ্লেষণ মাথামুণ্ডহীন। যুক্তিহীন কথাবার্তা বলেন অধিকাংশ। এর জন্য ভারতের সংবাদ মাধ্যমকেও দায়ী করেছেন সানি। তার যুক্তি পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা কি বলল সেগুলো ফলাও করে ভারতের মিডিয়ায় প্রচার করা হয় বলেই এদেশের লোক জানতে পারে। এর ফলে গুরুত্ব বেড়ে যায় সেই প্রাক্তন ক্রিকেটারের। তার ইউটিউব চ্যানেলে দর্শক সংখ্যা বাড়ে। মানুষের কমেন্টস বাড়ে। এগুলোর আসলে কোনও গুরুত্ব নেই। সানি জানিয়েছেন ভারতীয় মিডিয়ার উচিত প্রাক্তন পাকিস্তানিদের বক্তব্যকে গুরুত্ব না দেওয়া। তারা শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এমন বিতর্কিত মন্তব্য করে। ক্রিকেটের প্রতিভা দু দেশেই প্রচুর আছে মানছেন গাভাসকর। কিন্তু কখনও কোনও প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারের মুখ থেকে পাকিস্তান বর্তমান দলের ক্রিকেটারদের নিয়ে খারাপ কথা বা সমালোচনা শোনা যায় না মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। এটাই ভারত এবং পাকিস্তানের পার্থক্য। তাই তার আশা সব সময় ভারতীয় ক্রিকেটারদের ছোট প্রতিপন্ন করার চেষ্টা পাকিস্তানি প্রাক্তনদের চ্যানেলকে নম্বর দেবে না।

সেমিফাইনালে গিয়ে আত্মবিশ্বাসী হরমনপ্রীতরা

বেরহা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ সেমিফাইনালে যেতে হলে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে জিততেই হত ভারতকে। হলও তাই। তবে একটু নাটকীয় ভাবে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস পদ্ধতিতে ৫ রানে জিতল ভারত। আর এই জয়ই সেমিফাইনালের টিকিট পাকা করে দিল স্মৃতি মান্ধানাদের। বৃষ্টির কারণে ম্যাচ বিঘ্নিত হলেও ভারতীয় টিম যে দারুণ ফর্মে রয়েছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ব্যাটিং-বোলিং ভারসাম্যের কারণেই টি-টোয়েন্টি ভারতীয় টিম অন্যতম ফেভারিট। টিম শেষ চারে পৌঁছনোর পর অধিনায়ক আত্মবিশ্বাসী। তবে ধাপে ধাপে এগোতে চাইছেন। তাঁর দল আপাতত ফাইনালের দরজা খুলতে চায়। কাজটা যে সহজ হবে না, ভালো করেই জানেন হরমনপ্রীত কৌর। তবু শোনাচ্ছেন স্বপ্নের কথা। দ্বিতীয় গ্রুপ থেকে ইতিমধ্যেই সেমিফাইনালে জায়গা পাকা করে নিয়েছে ইংল্যান্ড। সেই তালিকায় এবার নাম যুক্ত হল ভারতের। গ্রুপ স্টেজে দুই নম্বরে থেকে টুর্নামেন্টের পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছল তারা। অন্য দিকে, আর একটি গ্রুপে ১ নম্বরে থেকে গ্রুপ পর্যায়ের খেলা শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া। নিয়ম মতো, গ্রুপ চ্যাম্পিয়নরা সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে গ্রুপ-টুর রানার্স টিমের সঙ্গে। সুতরাং সেমিফাইনালে ভারতের মুখোমুখি হতে চলেছে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া। ভারতের অধিনায়ক হারমানপ্রিত কৌর বলেন, ''গত মরশুমে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সিরিজ খেলে ভারতের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছে।'' তিনি বলেন, ''অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে মানের ক্রিকেট আমরা খেলেছি তাতে আমাদের মনোবল অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা ভালো করেই জানি, পরবর্তী ম্যাচে আমাদের কী করতে হবে। সেই মতো আমরা পরিকল্পনাও তৈরি করব। বিশ্বকাপে যে টিমই শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। কাউকেই সহজ বলে ধরা যায় না।'' আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮৭ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন ভারতের ওপেনার ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানা। এর মধ্যে তিনি ৯টি চার ও ৩টি ছয় ও মেরেছেন। আর এক ওপেনার শেফালী ভার্মা সে ভাবে নিজেকে মেলে ধরতে না পারলেও ২৪ রান করেছেন। তবে শেফালিকে দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে আখ্যা দেন অধিনায়ক। হরমনপ্রীতের কথায়, ''আমরা সবসময় ওকে নিজের মতো খেলার জন্য অনুপ্রেরণা দিই। যে ম্যাচেই ও ভালো খেলে, সে ম্যাচে আমরা এগিয়ে থাকি। অনুশীলনেও ভালো ব্যাট করছে ও। আমরা জানি শেফালী আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।''

যৌনাঙ্গে বিশেষ ইঞ্জেকশন নেন রোনাল্ডো! ফিট থাকতেই এই পথ

রিয়াধ, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ বয়স পেরিয়ে গিয়েছে ৩৮। শরীরটা কিন্তু এখনও ২৫ বছরের ছেলের মতো। তিনি প্রচুর ফিট এই নিয়ে সন্দেহ নেই। তবে যৌনাঙ্গে এক বিশেষ ইনজেকশন নিয়ে থাকেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। সম্প্রতি এমনটাই জানা গিয়েছে এক স্প্যানিশ ম্যাগাজিন

থেকে। ৩৮ বছর বয়সী পর্তুগিজ স্ট্রাইকার সৌদি লীগে ইতিমধ্যেই তার প্রভাব ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, তার প্রভাবে দলের মধ্যে ফিটনেস বজায় রাখার হিড়িক লেগেছে। ইউরোপ থেকে আসা রোনাল্ডোর ফিটনেস গেজেট দেখে হতবাক আল নাসেরের সতীর্থরা। বিশ্বকাপ চলাকালীন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বিস্ময়কর ট্রান্সফার নজর কেড়ে নিয়েছিল বিশ্বের। প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে তিনি চলে গেলেন সৌদি আরবে। এমনকি লীগ শুরু হওয়ার পরেও রোনাল্ডোর পারফরমেন্স নিয়ে উঠছিল নানান প্রশ্ন। সবাইকে চুপ করে দিলেন এক ম্যাচে চার গোল করে। শেষ তিন ম্যাচে তার পাঁচটি গোল এবং দুটি অ্যাসিস্ট। যে বয়সে প্লেয়াররা খেলা ছেড়ে দেন সেই বয়সে, গোটা মাঠ দৌড়ে বেড়াচ্ছেন রোনাল্ডো। ৩৮ বছর বয়সে এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের রহস্য লুকিয়ে আছে তার ফিটনেসে। চিরকালই রোনাল্ডো ফিটনেসের শিখরে থাকতে পছন্দ করেন। তার গতি, গোলার মত শট, অস্বাভাবিক হেডার-ইত্যাদি অসম্ভব যদি তার ফিটনেস তাকে সমর্থ করে তুলতো। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর শরীরচর্চা এবং অধ্যাবসায় দেখে হতবাক তার সৌদি লীগের সতীর্থরা। তাকে দেখে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে গোটা দল। তরুণ প্লেয়াররা যারা ভবিষ্যতে ইউরোপের খেলার স্বপ্ন দেখেন, তারা পাচ্ছেন দুর্দান্ত এক রোল মডেল। এই কথাই বললেন আল নাসেরের পুষ্টিবিদ হোসে ব্লেসা, ''আমি ক্লাবের বাকি প্লেয়ারদের ফিটনেসের উন্নতি দেখে অত্যন্ত খুশি, যেদিন থেকে রোনাল্ডো এখানে এসেছেন, সমস্ত প্লেয়াররা কঠোর অনুশীলন করছেন এবং একটি কঠোর ডায়েট অনুসরণ করছেন। আমি এমন একটিও ক্লাব দেখিনি যেখানে যাদের শারীরিক গঠনে ৯০ শতাংশ উন্নতি, তাদের কম চর্বি, বেশি পেশী ক্ষমতা এবং তারা তাদের নখদর্পণে সমস্ত ব্যায়াম।''

পরের বিশ্বকাপ খেলবেন মেসি!

বুয়েনস আইরেস, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ কাতারে বিশ্বকাপ নিজের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন পূরণ করেছেন লিওনেল মেসি। বিশ্বজয়ের পর বর্তমানে ক্লাব ফুটবলে পিএসজির হয়ে চুটিয়ে ফুটবল উপভোগ করছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা মেসি। কাতার বিশ্বকাপের আগে মেসি জানিয়েছিলেন এটিই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। কাতারে বিশ্বকাপ জেতার পর মেসি জানিয়েছিলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আরও কিছু ম্যাচ তিনি খেলতে চান। ৩টি স্টারের জার্সি পড়ে মাঠে নামতে চান। এবার এই নিয়েই মুখ খুললেন লিওনেল স্কালোনি। এক সাক্ষাৎকারে স্কালোনি বলেছেন, ''লিয়ো পরের বিশ্বকাপ খেলবে কি না সেটা সম্পূর্ণ ওর সিদ্ধান্ত। তবে আমার মনে হয় একটা শর্তেই ও খেলবে। সেটা হল ওর শরীর। শরীর খেলার ধকল নিতে পারলে তবেই মেসি খেলবে।''

প্রবল চাপে অস্ট্রেলিয়া, টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন তারকা ক্রিকেটার

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ দুটি টেস্টে পরপর হার অস্ট্রেলিয়া শিবিরে স্বস্তি কেড়ে নিতে যথেষ্ট। তার উপর অস্বস্তি বাড়িয়েছেন দলেরই অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। ব্যক্তিগত কারণে অস্ট্রেলিয়া ফিরে গিয়েছেন তিনি। অজি শিবিরের জন্য ফের খারাপ। বর্ডার-গাভাসকর

সিরিজের বাকি দুটি টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন অভিজ্ঞ, তারকা ক্রিকেটার। জোড়া টেস্টে হারের ধাক্কা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্র শোনা যাচ্ছিল অস্ট্রেলিয়া দলের অন্দরে। সেই লক্ষ্যে ফের ধাক্কা। ইন্দোর টেস্ট শুরুর আগে অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের দলে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। একান্তই ফিরতে না পারলে ইন্দোরে নেতৃত্ব দিতে পারেন স্টিভ স্মিথ। কিন্তু চোট আঘাতের ধাক্কা কতটা সামলে উঠে লড়াই দিতে পারবে অস্ট্রেলিয়া। দুটি টেস্ট হেরে এমনিতেই ব্যাকফুটে ক্যাঙারুরা। তার উপর দলের তারকা ক্রিকেটার ছিটকে যাওয়ায় কামিন্সদের ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে। রবীন্দ্র জাডেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনদের দাপটে দিল্লিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ৬ উইকেটে হেরে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ৪৪ বলে ১৫ রানের ইনিংস খেলেন ডেভিড ওয়ার্নার। চলতি সিরিজে অজি ওপেনারকে তাঁর সেরা ফর্মে দেখা যায়নি। সেদিন অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে মহম্মদ সিরাজের বল তাঁর হেলমেটে গিয়ে লাগে। এরপর মহম্মদ সামির ডেলিভারি কনুইয়ে লাগে। কনকাশন পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামেন ম্যাথু রেনশ। পরে এক্স রে রিপোর্টে দেখা যায় কনুইয়ে ভালোরকম চোট রয়েছে ওয়ার্নারের। দিল্লি টেস্টের দ্বিতীয় দিন থেকে আর মাঠে নামেননি অজি ওপেনার। ইন্দোর ও আমেদাবাদে সিরিজের বাকি দুটি টেস্টেও খেলতে পারবেন না তিনি। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে জানানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে ৩৬ বছরের অস্ট্রেলিয়ার সহ-অধিনায়ক তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের জন্য দলে ফিরতে পারেন। চোটের জন্য প্রথম দুটি টেস্টে পাওয়া যায়নি জস হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্ক ও ক্যামেরন গ্রিনকে। সেই তালিকায় যোগ হল ওয়ার্নারের নাম।

ব্যর্থতার দায়ে ছাঁটাই আই লিগজয়ী কোচকে, দায়িত্বে কাশ্মীরের প্রাক্তন ফুটবলার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ আন্দাজ করা গিয়েছিল আগেই। তাই সত্যি হল। টানা ব্যর্থতার দায়ে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কোচের পদ থেকে ছাঁটাই করা হল কিবু ভিকুনাকে। ক্লাবে ডেকে স্প্যানিশ কোচের সঙ্গে 'গোল্ডেন হ্যান্ডশেক' সেরে ফেলেন সাদা-কালো কর্তারা। এ বারের আই লিগে একেবারে জঘন্য পারফরম্যান্স সাদা-কালো শিবিরের। ১৮ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের নয় নম্বরে আছেন মার্কাস যোশেফরা। আই লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে উঠতে বাকি চার ম্যাচই এখন ডু অর ডাই মহমেডানের সামনে। দলের

শোচনীয় পারফরম্যান্স দেখার পর ভিকুনাকে ছেঁটে ফেললেন সাদা-কালো কর্তারা। সোমবারই মহমেডান স্পোর্টিংয়ের নতুন কার্যকরী কমিটি তৈরি হয়। মঙ্গলবারই সেই নতুন কমিটি নিয়ে কঠিনতম সিদ্ধান্ত। ভিকুনাকে ক্লাবকে ডেকে তাঁকে বলে দেওয়া হয়, আর কোচ হিসেবে তাঁকে রাখা হচ্ছে না। দলের খারাপ পারফরম্যান্সে কারণেই সরিয়ে হল তাঁকে, তাও বলেছেন কর্তারা। সাদা-কালোর এক কর্তা বললেন, ''অনেক আশা নিয়ে ভিকুনাকে কোচ করা হয়েছিল। কিন্তু উনি সেই মর্যাদা রাখতে পারেনিন। ম্যাচে ফুটবলারদেরও ঠিক ভাবে খেলাচ্ছিল না। নিকোলা, মার্কাসের মতো বিদেশিদের ঠিকঠাক ব্যবহারই করা হচ্ছিল না। তাই আমাদের কমিটি ওকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।'' ২০১৯-২০ মরসুমে মোহনবাগানকে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন কিবু। এরপর আইএসএলে কেরালা ব্লাস্টার্সে কোচিং করান স্প্যানিশ কোচ। তেমন সাফল্য পাননি। কলকাতা লিগের প্রথম ডিভিশনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব ডায়মন্ড হারবার এফসিতে এরপর কোচিং করান কিবু। আই লিগে তাঁকে কোচ করে মহমেডান। কিন্তু দল সাফল্য না পাওয়ায় তাঁকে ছেঁটে ফেললেন কর্তারা। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের নতুন কোচ হলেন মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু। কাশ্মীরের ফুটবলার ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানে দীর্ঘদিন খেলেছেন। সাদা-কালো জার্সিতে খেলেছেন। তিন প্রধানে খেলা এই প্রাক্তন ফুটবলার মঙ্গলবারই দল নিয়ে অনুশীলনে নেমে পড়েছেন। রাজারহাটের এক্সিলেন্স সেন্টারে অনুশীলন করে সাদা-কালো ব্রিগেড। ২৪ তারিখ ঘরের মাঠে শ্রীনিধি ডেকানের সঙ্গে ম্যাচ মহমেডান স্পোর্টিংয়ের। ওই ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে টিম।

রাহুলের খারাপ সময়, নিজের উদাহরণ দিয়ে বিশেষ পরামর্শ দীনেশ কার্তিকের

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ খারাপ সময়। অতি প্রচলিত একটা কথা। প্রত্যেকের জীবনেই আসে। পেশাদার কেরিয়ারেও। সে সময় টিকে থাকা এবং ঘুরে দাঁড়ানোর পথ বের করাই আসল। ভারতের টেস্ট দলের ওপেনার লোকেশ রাহুলের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরেই এমনটা চলছে। ধারাবাহিকতার অভাবে টি-টোয়েন্টি দল থেকে বাদ পড়েছেন। ওয়ান ডে-তেও ওপেনার থেকে খেলতে হচ্ছে মিডল অর্ডারে। টেস্টেও গত কয়েক বছর ধরে তাঁর ব্যাটিং গড় মাত্র ৩০! বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতেও রানের খরা। উন্নতির কোনও লক্ষণ নেই। প্রথম দু-ম্যাচে ব্যর্থতার জেরে রাহুলকে বাদ দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন

অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটারই। টিম ম্যানেজমেন্ট অবশ্য ভরসা রাখছেন রাহুলের উপর। ইন্দোরে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু হচ্ছে আগামী ১ মার্চ থেকে। রাহুল ফর্মে ফিরবেন কী না ভবিষ্যৎ বলবে। নিজের খারাপ সময়ে কী করতেন, সেই ঘটনা জানালেন দীনেশ কার্তিক। দীনেশ কার্তিকের উত্থানও ভারতীয় ক্রিকেটে অন্যতম সেরা উদাহরণ। ২০১৯ সালের ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পরই বাতিলের খাতায় ফেলা হয়েছিল। ধারাভাষ্যকার হিসেবেও কাজ করেছেন। সে সময় তাঁর নামের পাশে 'প্রাক্তন' ক্রিকেটার শব্দটা জুড়ে গিয়েছিল। যদিও ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে অনবদ্য পারফরম্যান্সের জেরে ফের জাতীয় দলের প্রত্যাবর্তন করেছিলেন দীনেশ কার্তিক। নিজের কেরিয়ারের উদাহরণ টেনে দীর্ঘদিনের সতীর্থ রাহুলকেও নানা পরামর্শ দিচ্ছেন কার্তিক। খারাপ সময়ে, সোশ্যাল মিডিয়ায় দুঃখ প্রকাশ না করে বাথরুমে বসে একান্তে চোখের জল ফেলতেন, এমনটাও জানান কার্তিক। অতীতে চোটের কারণে অনেক টেস্ট ম্যাচেই খেলতে পারেননি রাহুল। তবে ব্যাট হাতে এমন পরিস্থিতি। সব ফরম্যাটেই ধারাবাহিক ব্যর্থতা। সাদা বলের ক্রিকেটে সহ-অধিনায়কত্বও হারিয়েছেন। টেস্টে গত ১০ ইনিংসে রাহুলের রান যথাক্রমে ৮, ১২, ১০, ২২, ২৩, ১০, ২, ২০, ১৭ এবং ১। ইন্দোরে স্কোয়াডে থাকলেও একাদশে জায়গা হবে কী না, ধোঁয়াশা রয়েছে। রাহুল যদি বাদও পড়েন অবাক হওয়ার নেই। দীর্ঘদিনের সতীর্থ দীনেশ কার্তিক বলছেন, ''রাহুল নিজেও জানে, ও যদি পরের ম্যাচে বাদ পড়ে, তার কারণ কী। একটা খারাপ ইনিংসের জন্য বাদ পড়বে তা কিন্তু নয়। কোনও সন্দেহ নেই ও ক্লাস প্লেয়ার। এই মুহূর্তে ওর ব্যর্থতার কারণ টেকনিক নয়। সবটাই হচ্ছে, এত কিছু শুনছে তার জন্যও। ওর হয়তো ব্রেক নেওয়া উচিত ক্রিকেট থেকে। বাকি দুই ম্যাচে বিশ্রাম নিয়ে ওয়ান ডে-তে তরতাজা হয়ে ফিরুক।''

'তুমিই যোগ্য', মেসিকে নিয়ে মুগ্ধতা প্রকাশ করলেন রাফায়েল নাদাল

মাদ্রিদ, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ প্রতি বছরই বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ নির্বাচনের জন্য লরিয়াস পুরস্কারে আয়োজন করে সেভিয়া। সারা বছর যে সব ক্রীড়াবিদরা ভালো পারফর্ম করেন, তাঁদের হাতে বর্ষসেরার তকমা তুলে দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে। এ বারও সেই সম্ভাব্য ক্রীড়াবিদদের তালিকা প্রকাশ করা হল। সেই তালিকায় ২২টি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী রাফায়েল নাদালের মতো রয়েছেন স্টিফেন কারি, কিলিয়ান এমবাপে থেকে বিশ্বকাপজয়ী লিওনেল মেসি। বাকি সমস্ত ক্রীড়াবিদদের টপকে মেসিকে কী বললেন নাদাল? লরিয়াস অ্যাওয়ার্ডসের দৌড়ে থাকায় খুশি ৩৬ বছরের টেনিস তারকা রাফায়েল নাদাল। নিজের

ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে সে কথা জানান তিনি। পাশাপাশি এই পোস্টে তিনি এবছর বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদদের তালিকায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য মেসিকে উদ্বুদ্ধ করেন। নিজের পোস্টে তিনি লেখেন 'এগিয়ে যাও, এই পুরস্কারের যোগ্য তুমিই'। ২০২১ সালে যখন নাদাল এই বর্ষসেরার সম্মান পান, তখনও মেসি একই কায়দায় নাদালকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন। একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে মেসি বলেছিলেন, 'তুমি সবার কাছে এক অনুপ্রেরণা, উদাহরণ। তোমার কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং এতদিন ধরে সাফল্যের চূড়ায় থাকার যে নজির তা সত্যিই প্রসংশার যোগ্য।' এ বার নাদাল প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন মেসিকে। গত বছরের কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা এবং মেসিকে সমর্থন করছিলেন নাদাল। মেসিকে বিশ্বকাপ হাতে দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি। নাদাল বলেছেন, ''মেসির হাতে কাপ দেখে খুবই ভালো লাগছিল। আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। মেসির মতো প্লেয়ারের হাতে লরিয়াস পুরস্কার দেখতে পাওয়াটা অত্যন্ত নিশ্চিত ভাবেই দারুণ একটা ব্যাপার।'' মেসির অবসরের প্রসঙ্গে নাদালকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, সাত বার ব্যালন ডি'অর জেতা ফুটবলারের অবসরে ক্রীড়াজগতে একটি শূন্যস্থান সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, ''সমর্থকরা কখনওই চান না, তাঁদের পছন্দের প্লেয়াররা অবসর নিন। মেসি বা টাইগার উডস অবসর নিক, কেউই চাইবেন না। ওদেরকে টিভিতে দেখতে আমার ভালো লাগে এবং আমি ওদেরকে টিভিতে দেখে যেতে চাই।''

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501